নিয়মিত প্রকাশনার ৪০ বছর

মাসিক সফর ১৪৪০ হিজরি, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৮

তরজুমান

MONTHLY TARJUMAN

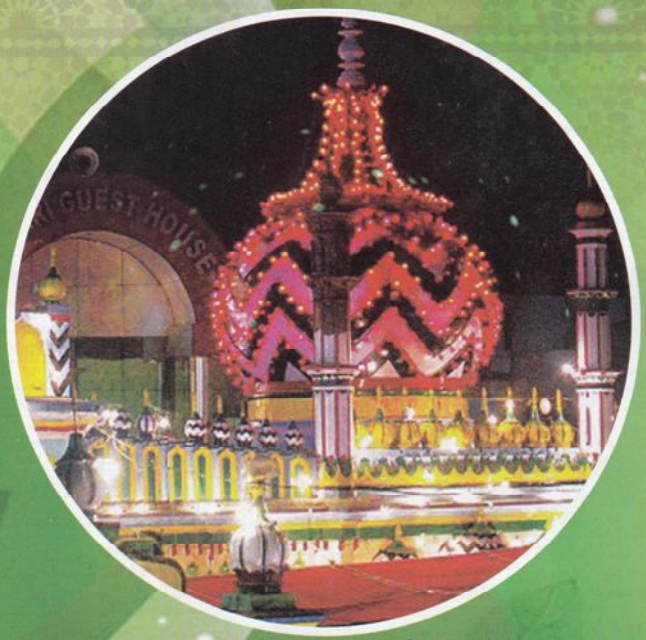

আ'লা হযরতের মাজার শরীফ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

মাসিক তরজুমান

The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২০ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: anjumantrust@yahoo.com/monthlytarjuman@gmail.com

মাসিক
তরজুমান

৪০ তম বর্ষ □ ২য় সংখ্যা
সফর: ১৪৪০ হিজরি,
অক্টোবর-নভেম্বর : ২০১৮, কার্তিক: ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
monthlytarjuman@yahoo.com
Website: www.anjumantrust.org
www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/14530100001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্‌জুমানের মিসকিন ফান্ড একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫
চলতি হিসাব, রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ৯

শানে রিসালত ১১
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইসলামী আক্বিদায় ইমাম আহমদ রেজা খান (রাহ.)-এর অবদান ১৩
সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল আযহারী

আ'লা হযরতের পঙক্তিমালা ১৫
হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

ইমাম আহমদ রেযা (রাহ.)'র আরবি কবিতা ১৮
মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

জামাআত বর্জনের কুফল ২৬
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

ইয়াজিদের ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা ৩৩
অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

প্রশ্নোত্তর ৩৭

ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক ৪৩
অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ৪৯
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৫৪

[নোট: এ সূচির সাথে নিম্নোক্ত পৃষ্ঠাসমূহের সূচি নাম্বার মিল নেই]

সম্পাদকীয়

বিশ্বের একজন মহাজ্ঞানী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইসলামী শরীয়ত তথা ইসলামের শাখায় প্রজ্ঞাশীল, যৌক্তিক সমাধানের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, গবেষক চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১২৭২ হিজরীর ১০ শাওয়াল (১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরলী শহরে শুভাগমন করেন। ইসলামের মূল ধারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত) বিকৃত করে মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান পূর্বক বিশেষ করে ওহাবী গোষ্ঠী যখন সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান হারা করার একচ্ছত্র প্রচারনামুখর, ঠিক সে সময়েই আল্লাহ্ জাল্লাশানহুর পক্ষ হতে অসধারণ জ্ঞানে জ্ঞানী, লেখক, গবেষক, নবী কদমে অবস্থানকারী এক অনন্য প্রতিভার ভাস্মর আ'লা হযরত'র ক্ষুরধার লেখনী যৌক্তিক বিশ্লেষণধর্মী (ক্বোরআন-সুন্নাহ্ আলোকে) বক্তব্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র গ্রহণযোগতা এবং এ দলই একমাত্র জান্নাতী দল সে বিষয়ে উপমহাদেশ তথা বিশ্বব্যাপী এক ইতিবাচক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নবী অলী প্রেমিক মুসলিম জনতা কালো মেঘে ঢাকা আকাশে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করে ঈমানী যুদ্ধের জন্য তৎপর হয়। পবিত্র ক্বোরআন সুন্নাহ্, ফিক্হ, মানতেক সহ ইসলামের সকল শাখা-প্রশাখায় তিনি বিচরণ করে সত্য উদঘাটিত করেন।

লেখনী ও বক্তব্যে সমান পারদর্শী দুর্লভ ব্যক্তিত্ব আ'লা হযরত এর অবদান এখনো অম্লান, অপ্রতিরোধ্য। রোজ কিয়ামত অবধি এর ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা অক্ষুন্ন থাকবে ইনশাআল্লাহ। এ মহান মনীষীর সে সময়ে আবির্ভাব না হলে আমাদের মতো কোটি কোটি মুসলমান দিশেহারা হয়ে ওহাবী ধারার পঙ্কিলতায় ডুবে যেতাম। প্রাণহীন জড়োপদার্থের মতো আমরাও হয়ে যেতাম অস্তিত্ব ও ঈমান সংকটে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ মহান মনীষীকে পাঠিয়ে আমাদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষা করেছেন, বেঁচে থাকার সাহস যুগিয়েছেন, সত্যকে ধারণ ও লালন করার পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই সৃষ্টিকর্তার নিকট লক্ষ কোটিগুণ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে দোঁ'জাহানের সর্দার সাইয়্যেদুল মুরসালিন শাফায়াতকারী প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের কদমে কোটিগুণ সালাম ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শুকরিয়া আদায় করছি।

মসলকে আ'লা হযরত'এর নীতি-আদর্শভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আওলাদে রসূল কুতুবুল আউলিয়া হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও পৃষ্ঠপোষক হাদীয়ে দ্বীনো মিল্লাত গাউসে জমান হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং গাউসে জমান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.)'র নেতৃত্বে ও পরিচালনায় আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র উদ্যোগে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে 'মসলকে আ'লা হযরত'র চর্চা ও প্রচার অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কৃপায় ও প্রিয়নবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের নেগাহে করমে আওলাদে রসূলগণের প্রতিষ্ঠিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত আনজুমান ট্রাস্ট সমগ্র বিশ্বে 'মসলকে আ'লা হযরত'র প্রচার-প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে যার মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র অবস্থান সুদৃঢ় হয় এবং নবী অলী প্রেমিকদের মনে সাহস সঞ্চারিত হয়। বাতিলের বিরুদ্ধে 'হক'র জয় অবশ্যম্ভাবী ইনশাআল্লাহ। আমরা তথা সুন্নী মুসলমান মহান মুজাদ্দেদ-এর নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্পাক আ'লা হযরত'র দরজা বুলন্দ করুন। তার উত্তোলিত পতাকা বহন করার শক্তি দিন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ মহান সংস্কারক-এর শতবার্ষিকী ওফাত দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পূর্বক উচ্চতর মকাম প্রদান করুন। আ-মী-ন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র পথিকৃৎ লক্ষ লক্ষ সুন্নি মুসলমানের মুর্শিদ-এ বরহক জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ও আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা আওলাদে রাসূল (দ.) হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর প্রিয় মুরিদ ও খেলাফত প্রাপ্ত সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার একনিষ্ঠ সেবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দৈনিক আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আবদুল খালেক-এর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ ৫৬তম ওফাত বার্ষিকী। তিনি কোহিনুর ইলেক্ট্রিক প্রেস এর ওপরে আওলাদে রাসূল সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনজুমান ট্রাস্ট ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার একজন প্রজ্ঞাবান ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা হিসেবে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার প্রচার প্রসারে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন আমৃত্যু। আমরা সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠা ও আপন মুর্শিদের খেদমত ও মানবসেবা মূলক অবদানকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আমরা ও মহান তরীক্বত-এর সিপাহ্ সালার রাফে দরাজাত কামনা করছি।

দরসে কোরআন

অধ্যক্ষ হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَمّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدّعُونَ- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ- قُلْ هُوَ الرّحْمَنُ آمَنّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ-

তরজমাঃ (মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন) অতঃপর যখন তারা ওটা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতির বিষয়) সন্নিকটে দেখতে পাবে তখন কাফিরদের মুখমন্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে বলা হবে এটাই হচ্ছে তা-যা তোমরা চাচ্ছিলে। (ওহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গিদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের প্রতি দয়া করেন তবে সে কে আছে, যে কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (ওহে নবী!) আপনি বলুন, তিনিই পরম দয়াময় (রহমান) আমরা তাঁর উপর ঈমান আনায়ন করেছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। সুতরাং এখন তোমরা জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে । (ওহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি তোমাদের পানি ভূ-গর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদের নিকট সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা । [২৭-৩০ নং আয়াত, সূরা আল মূলক]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللّهُ এর শানে নুযুল

উদ্ধৃত আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাচ্ছেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন, মক্কার কাফির-মুশরিকগণ এনতেজার করতো রাসূলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর ওফাতের জন্য। তাদের এহেন অসদুদ্দেশ্য খন্ডন করতঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল করে এরশাদ হয়েছে, আমাদের ওফাত হয়ে যাওয়া তো তোমাদেরকে আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং কেন তোমরা সেটার আশায় বসে রয়েছো? এ আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে,মুমিন-মুসলিমসহ আল্লাহ ওয়ালাদের মৃত্যু কিংবা ধ্বংস কামনা করা কাফির-মুশরিকদেরই বৈশিষ্ট্য । [নূরুল ইরফান শরীফ]

قُلْ هُوَ الرّحْمَنُ آمَنّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكّلْنَا

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী- "(ওহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলুন, তিনি পরম দয়াময় আল্লাহ , আমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি" এর ব্যাখ্যায় মুফাসসরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন "তাওয়াক্কুল" তথা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের উপর সকল কর্মকান্ডে সর্বাবস্থায় যথার্থরূপে নির্ভরশীল হওয়া মুমিনগণের একটি অত্যাবশ্যকীয় ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাওয়াক্কুলের বরকতে-বদৌলতে মুমিনের জাগতিক ও পারলৌকিক সকল কার্যক্রম বরকতময় ও ফলদায়ক হয়। এজন্য কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে ও হাদিসে নববী শরীফের অগণ্য রেওয়ায়াতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্দাগণকে সকল কার্যক্রমে তাওয়াক্কুল অবলম্বনের প্রতি সবিশেষ তাগিদ দান করেছেন।

যেমন, এরশাদ হয়েছে, وعلى الله فالیتوکّل المؤمنون অর্থাৎ মুমিনগণ যেন (সর্বাবস্থায় সকল প্রকার কার্য সমাধা করণে) একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করে। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ومن یتوکّل علی الله فهو حسبه অর্থাৎ যারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয় তিনিই অর্থাৎ আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট (সকল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য) অন্য আয়াতে আরো এরশাদ হয়েছে, فاذا عزمت فتوکّل علی الله অর্থাৎ যখন (কোন বিষয়ে) দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে তখন একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হবে। (তা বাস্তবায়ন করার জন্য) হাদিসে নববী শরীফে রাসূলে কারীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, لو انکم تتوکّلون علی الله حقّ لو کنّه لرزقکم کما یرزق اطیر تغدو خماصاوتروح بطانا অর্থাৎ হে উম্মত! যদি তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর যথার্থরূপে ভরসা করো তবে তিনি রিজিক দিয়ে থাকেন (আকাশে উড্ডীয়মান) পক্ষীকুলকে যারা ভোরে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধায় উদর পূর্তি করে বাসায় ফিরে। (সুবহানাল্লাহ)

তাওয়াক্কুলের প্রকৃত স্বরূপ

প্রকৃত ও পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল ঈমানদারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। হযরাতে সূফিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন তাওয়াক্কুলের স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু আলোকপাত করতে চাই যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং তাওয়াক্কুল হল সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায়-অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সমর্পন করা এবং বাহ্যিক উপায়াদীর জন্য গর্ব না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা, সামর্থ অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রনাঙ্গনে পৌছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তরী করা, বিভিন্ন ব্যুহ রচনা করে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমকে তথায় সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ব-হস্তে এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে একথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপকরনাদি ও মহান আল্লাহর অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা তাওয়াক্কুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুমিনগণ সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী সংগ্রহ করার পর ও ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করে। পক্ষান্তরে অমুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামী যুদ্ধে এ পার্থক্যটি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا

উদ্ধৃত আয়াতে মহান আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহরাজি হতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করণের বিষয় উল্লেখ হয়েছে। পানির অপর নাম জীবন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস করো, ভূ-পৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরী কর এবং সেই কূপের পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ করো,তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গার নয়, বরং মহান আল্লাহর দান। কেননা, তিনিই পানি বর্ষণ করেছেন, এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পচনবোধ করার জন্য পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা-উপশিরার পতে ভূ-গর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপ লাইনের সাহায্য ছাড়া সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেথা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি মৃত্তিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন, যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা মহান আল্লাহরই এহছান-অবদান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন। তা যদি ভূ-গর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদিসে এরশাদ হয়েছে, উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করায় পর বলা উচিৎ অর্থাৎ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন, আমাদের শক্তি নেই।

পরিশেষে মহান আল্লাহর আলিশান দরবারে কায়েমানো বাক্যে ফরিয়াদ জানাই তিনি যেন সকল মুমিন নর-নারীকে উপরোক্ত দরসে কুরআনের উপর আমল করে উভয় জাহানে সফলকাম হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করেন। আমীন।

উম্মতে মোহাম্মদী'র শ্রেষ্ঠত্ব

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عَنْ على بن ابى طالب رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطِيتُ مالم يعط اَحَدٌ مِن الانبياء فقلنا يارسول الله ماهو قال نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الارض وسميت احمد وجعل التراب لى طهورًا وجعلت امتى خيرالامم [رواه ابن ابى شيبه واحمد باسناد جيد]

অনুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে এমন সব দান করা হয়েছে যা, পূর্ববর্তী নবীগণ (আলায়হিস্ সালাম)-এর কাউকে দান করা হয়নি। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা-কী? নবীজি বললেন, ১. শত্রুপক্ষের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ২. আমাকে ভূমন্ডলের (সকল প্রকার সম্পদ রাজির) চাবি দেয়া হয়েছে। ৩. আমার নাম আহমদ রাখা হয়েছে, ৪. মাটিকে আমার জন্য পবিত্র করা হয়েছে, ৫. আমার উম্মতকে (সকল নবীগণের উম্মতের উপর) শ্রেষ্ঠ উম্মত করা হয়েছে। [ইবনে আবি শায়বা, আহমদ, হাদীস নং ৩১৬৪৭, আহমদ, আল মুসনাদ, হাদীস নং-১৩৬১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সমগ্র নবী ও রসুল আলায়হিমুস্ সালামকে যতসব গুণাবলী দান করেছেন তা এককভাবে পূর্ণমাত্রায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্ত্বায় দান করেছেন। নবীজির সত্ত্বায় কোন প্রকার অপূর্ণতা, অক্ষমতা, দুর্বলতা ত্রুটি বিচ্যুতি কল্পনা করা, ধারণা করা চিন্তা-চেতনা ও আক্বিদা বিশ্বাসে লালন করা কুফরীর নামান্তর। বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের অসংখ্য দিকগুলোর পাঁচটি গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম নম্বরে উল্লেখিত বিষয়টি শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এ বিষয়টি গৌরবের ও আনন্দের যে, অন্য কোন সম্মানিত নবীর উম্মতদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মতের অভিধায় ভূষিত করা হয়নি, অনন্ত অফুরন্ত শোকরিয়া কৃতজ্ঞতা পরম করুণাময় মহান আল্লাহর দরবারে যিনি তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় নবীজির উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন। মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নবীজির উম্মতের প্রতি শ্রেষ্ঠত্বের এ স্বীকৃতি পবিত্র কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে كنتم خير امة 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত' ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরশাদ হয়েছে ان هذه الامة مرحومة অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ উম্মতের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়েছে।

উম্মত কর্তৃক নবীজির দিদার লাভের প্রত্যাশা

ঈমানের সাথে যারা নবীজির সাক্ষাৎ করেছেন ঈমানের উপর ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরা সৌভাগ্যবান সম্মানিত সাহাবা। যারা পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাঁরা সত্যের মাপকাঠি। যাঁদের আদর্শ অনুসরণ ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পাথেয়। যাঁদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ঈমানের পরিচায়ক। যাঁদের ব্যাপারে কটূক্তি সমালোচনা, অশ্রদ্ধা ও অসম্মান মুনাফিক্বীর পরিচায়ক। তাঁরা আল্লাহর দ্বীন ও নবীজির আদর্শকে বুকে ধারণ করে ইসলামের বিজয়ের জন্য কুফরী শক্তিকে পদানত করার জন্য নিজেদের জানমাল পরিবার, পরিজন, সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন। দ্বীনের জন্য সকল প্রকার প্রতিকুলতা অতিক্রম করে সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করেছেন, দুনিয়াতে যাঁরা বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী উম্মতদের

জন্য অনুসরণীয় মডেল হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছেন যাঁদের মর্যাদা ও সন্তুষ্টির বর্ণনা পবিত্র কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে।

رضى الله عنهم ورضوا عنه

অর্থ: আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। তাঁদের আদর্শের অনুসারী পরবর্তীতে তাবেঈন, তবে তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ, তরীক্বতের মহান মাশায়েখ এজাম, আউলিয়ায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন, হক্কানী রব্বানী ওলামায়ে কেরাম, সত্যান্বেষী ঈমানদার মুসলমানগণ সর্বকালে সর্বযুগে দ্বীনের প্রচার প্রসার, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা দর্শনকে বিস্তার, মুসলিম উম্মাহর ঈমান আক্বিদার সংরক্ষণ বাতিল মতাদর্শীদের স্বরূপ উম্মোচন কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি নিরসনে নবীজির উম্মতের সত্যপন্থী সুন্নী মুসলমানরা নিজেদের জান মালের কুরবানী দিয়েছেন, ইসলামকে অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা দর্শনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিদার ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা সম্পর্কে নবীজি ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন এরশাদ হয়েছে।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسًا من امّتى يأتون بعدى يودّ احدكم لواشترى رؤيتى باهله وماله [رواه الحاكم]

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকেরা আসবে যাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা তাদের পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ (উৎসর্গ) দিয়ে আমার দিদার ক্রয় করে নেবে। (অর্থাৎ তারা তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে আমার দিদার প্রত্যাশা করবে) [হাকিম আল মুসতাদরাক, হাদীস নং-৬৯৯১]

আমার উম্মতের বড় দলকে অনুসরণ করো

যুগে যুগে এক শ্রেণির পথভ্রষ্ট উম্মত হেদায়ত থেকে বিচ্যুৎ হয়ে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছে। আবহমান কাল ধরে উম্মতের একটি জামায়াত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর অবিচল থাকবে, সত্যের পথে ন্যায়ের পথে সিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথে তারা মানুষকে আহ্বান করবে। কুরআন-সুন্নাহ ইজমা কিয়াসের সমষ্টি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা বিশ্বাস চর্চা ও অনুসরণে তারা সচেষ্ট হবেন, অন্যদেরকেও এ আক্বিদার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করবেন, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়তে রসূল ও আউলিয়ায়ে কেরামদের মতাদর্শের প্রতি তাঁদের দাওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবেনা, মিথ্যাচার শঠতা কপটতা ও শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ডে তাঁরা সম্পৃক্ত হবেনা, সত্য পথে চলা, সত্য কথা বলা, সত্যের দিকে আহ্বান করা হবে তাদের নীতি-আদর্শ। হুব্বে রসূল তথা নবী প্রেমই হবে তাদের নাজাতের একমাত্র অবলম্বন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجمع الله هذه الامة على الضلالة ابدًا وقال : يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فى النار [رواه الحاكم وابن ابى عاصم]

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা কখনো এ উম্মতকে গোমরাহীর উপর একত্রিত করবেন না। তিনি আরো এরশাদ করেন, সংঘবদ্ধ জামায়াতের উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে। তোমরা বৃহত্তম জামায়াতের অনুসরণ করো, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, তাকে পৃথক করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

[হাকিম, ইবনে আবি আসিম, হাকিম-আল মুসতাদরক হাদীস নং৩৯৭]

বর্ণিত হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, এ উম্মতের সকলে গোমরাহীর উপর ঐক্যমত হবেনা, যারা বৃহত্তম দল এর অনুসরণ করবে, তারা নাজাতপ্রাপ্ত হবে। যারা বৃহত্তম জামায়াত থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে, বৃহত্তম জামায়াত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসরণ বর্জন করবে তারা জাহান্নামী হবে। হাদীস বিশারদগণ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নামকরণ করেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। এ জামায়াতের উপর রয়েছেন সকল সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত ওসমান জিন্নুরাইন (রা.), হযরত মাওলা আলী (রা.) প্রমুখ সম্মানিত সাহাবাগণ, আহলে বায়তে রসূল, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ যথাক্রমে হযরত ইমাম আবু

হানিফা (রা.), হযরত ইমাম শাফেয়ী (রা.), ইমাম মালেক (রা.), হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা.), তরীক্বতের মাশায়েখগণ, গাউসুল আযম দস্তগীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.), খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.), হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহ.), হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ (রহ.), হযরত ইমাম বোখারী (রহ.), হযরত ইমাম মুসলিম, হযরত ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাযাহ্। শতাব্দীর বিস্ময় কালজয়ী বরেণ্য মুহাদ্দিসিনে কেরাম, কুরআনের তাফসীর বিশারদগণ। এরই ধারাবাহিকতায় মুজাদ্দিদে ইসলাম আ'লা হযরত শাহ্ মাওলানা আহমদ রেযা বেরলভী (রহ.), সদরুল আফাযিল হাকিম সায়্যিদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহ.), খাজায়ে খাজেগান খলীফায়ে শাহে জিলান খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.), কুতবুল আউলিয়া আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.), গাউসে জামান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ও গাজীয়ে দ্বীনো মিল্লাত আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.)সহ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আরব বিশ্বসহ গোটা মুসলিম দুনিয়ার আউলিয়ায়ে কেরাম, হক্কানী আলেম ওলামা তরীকত ও তাসাওফপন্থী সুফীবাদী সুন্নী মুসলমানরা উম্মতের বৃহত্তর অংশ মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা বিশ্বাসে আমলে, তাকওয়া, পরহেজগারী, সততা, নিষ্ঠা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন পালন ও অনুসরণে, যাঁদের আমল আখলাক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে, তাঁরা উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এ গুরু দায়িত্ব সম্পাদনে যারা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে অনুসরণীয়। কর্মগুণে যাঁরা অনুকরণীয়, তাঁরা শ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদায় অভিষিক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

মাহে সফর

'সফর' আরবী সনের দ্বিতীয় মাস। ইসলামের ইতিহাসে এ মাসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। মানব ইতিহাসের বহু ঘটনা বিশেষভাবে এ মাসে সংঘটিত হয়েছে হাদীস শরীফে এ মাস সম্পর্কে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ মাসে অনেক সম্মানিত নবী নবুয়তের পরীক্ষামূলক মছিবতের সম্মুখিন হয়েছেন, যা ইতিহাসে খ্যাত। যেমন- হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম'র জান্নাতে থাকাবস্থায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ, হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালাম'র কঠিন বালায় পতিত হওয়া, হযরত ইউনুচ আলায়হিস্ সালাম মাছের উদরস্থ হওয়া, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর লোবাইদ ইবনে আছম ও তার পুত্রদের কৃত যাদুর বাহ্যিক প্রভাব থেকে আরোগ্য লাভের মত বহু ঘটনা ঘটেছে এ মাসেই।

বালা-মছিবত মুমিনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এ ধরণের বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য হাদীস শরীফে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অলি বুযুর্গগণ বিভিন্ন ধরণের দু'আ, নফল নামায, অজিফা ইত্যাদি দ্বারা সাধারণ মানুষকে ধন-স্বাস্থ্য ও সম্পদ এবং ঈমানী বালা-মছিবত থেকে রক্ষা করে খোদার নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়েছেন।

এ মাসের নফল এবাদত

সফর মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর দুই রাকাত করে ছয় রাকাত নফল নামায পড়া যায়। অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ করে নিম্নের দু'আ পাঠ করবেন-

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া নাবিয়্যিকা ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শার্‌রি হাযাশ শাহ্‌রি ওয়া মিন কুল্লি সিদ্দাতিন ওয়া বালাইন ওয়া বালিয়্যাতিন কদ্দরতা ফীহি এয়া দাহ্‌রু, এয়া দায়াহারু, এয়া দায়াহারু ওয়া ইয়া কানা এয়া কায়নুন, এয়া কায়নানু এয়া আজালু এয়া আবাদু এয়া মুবদিউ এয়া মুরীদু, এয়া যালজালালী ওয়াল ইকরামি এয়া যাল আরশিল মাজীদী আন্‌তা তাফয়ালু মা তুরীদু আল্লাহুম্মাহরুছ বি আইনিকা নফ্‌সী ওয়া আহ্‌লি ওয়া মালি ওয়া ওয়ালাদী ওয়া দ্বীনি ওয়া দুনয়াঈ মিন হাযিহিছ ছানাতি ওয়াকিনা মিন শার্‌রি মা ক্বাদাইতা ফীহা ওয়া কারিমনী ফিচ্ছফরে বি করমিন নজরে ওয়াখতিমহু লী বি ছালামাতিন ওয়া আদাতিন ওয়া আহ্‌লি ওয়া আউলিয়াই ওয়া কারাবায়ি ওয়া জামিয়ি উম্মাতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আলায়হিস্ সালামি এয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামি ইবতালাইতানী বি ছিহ্‌হাতিহা বি হুরমাতিল আবরারি ওয়াল আখয়ায়ি ইয়া আজিজু ইয়া গাফ্‌ফারু ইয়া কারীমু ইয়া ছাত্তারু বি রহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

সফর মাসের প্রত্যেক দিন উক্ত দু'আ পাঠ করা যায়।

আখেরী চাহার সম্বাহ

সফর মাসের শেষ বুধবারকে আখেরি চাহার সম্বাহ বলে। এদিন অতি গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। হুজূর সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি ইহুদীগণ যাদু করেছিল এবং এর বাহ্যিক প্রভাব তাঁর দেহ মোবারকের বহির্ভাগে ক্রিয়াশীল হওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর হুকুমে তাঁর হাবীবকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। অতঃপর প্রভাব নষ্ট করার পর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সফর মাসের শেষ বুধবার সুস্থতা বোধ করেন এবং গোসল করেন। নিম্নে বর্ণিত কার্যদ্বারা এ দিন উদ্‌যাপন করা অত্যন্ত উপকারী ও ফলদায়ক। সারা বৎসরের বালা-মছিবত, রোগ-শোক থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে এ আমল অত্যন্ত ফলপ্রদ বলে সূফী সাধক ও আলেমগণ মত প্রকাশ করেন।

আমল : এদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করা উত্তম। অতঃপর সুর্যোদয়ের পর দোহার নামাযান্তে দুই রাকাত নফল নামায পড়া যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগারবার সূরা ইখলাস বা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, সালাম ফিরানোর পর সত্তরবার বা ততোধিক দরূদ শরীফ পাঠ করে নিম্নের দু'আ তিনবার পাঠ করবেন-

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছার্‌রিফ আন্নী ছুআ হা-যাল ইয়াওমা ওয়া আছিমনী মিন ছুয়িহী ওয়ানাযযিনী আস্মা আছাবা ফীহি মিন নাহূ ছাতিহী ওয়া কুর্‌বাতিহী বিফাদ্বলিকা এয়া দাফিয়াশ শুর্‌রি ওয়া এয়া মালিকান নুশূরি এয়া আরহামার রাহিমীন; ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিল আমজাদি ওয়া বারাকা ওয়াছাল্লাম।

এ দিন নিম্নের আয়াতে সালাম প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর পাঠ করে সিনায় ফুঁক দিলে এবং কলা পাতায় বা কাগজে

লিখে তা পানীয় জলে দিয়ে পান করলে আল্লাহর রহমতে বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আয়াতে সালাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَo اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَo سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَo اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَo سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَ هَارُوْنَo اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَo سَلٰمٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَo اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَo سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَo سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَo سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِo

এ দিন গোসল করার পর একটি পবিত্র ও পরিষ্কার পাত্রে পানি নিয়ে কলাপাতা বা কাগজে নিম্নের দু'আ ও নক্সা লিখে পাত্রের পানিতে ডুবিয়ে অতঃপর কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে মাথার উপর পানি ঢালবেন। আল্লাহর ফজলে রোগ-ব্যাধি থেকে এর দ্বারা নিরাপদ থাকবেন।

দু'আ ও নক্সা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَاo وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًاo

৪	৭	২
৩	৫	৮
৮	১	৬

আখেরী চাহার সম্বাহ সম্পর্কে ফক্বীহগণের অভিমত

জাওয়াহেরুল কুনজ ৫ম খণ্ডের ৬১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে সফর মাসের শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করা উত্তম। সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়া ভাল।

নিয়ম : প্রথম রাকাতে 'কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুল্‌ক এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'কুল আদয়ুল্লাহা আদয়ুর রহমান' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে-

আল্লা-হুম্মা সার্‌রিফ্ 'আন্নী- সূ---আ হা-যাল ইয়াওমি ওয়া'সিম্‌নী- সূ---আহূ- ওয়া নাজ্জিনী- 'আম্মা- আখা-ফূ ফী-হি মিন্ নুহূ-সা-তিহী- ওয়া কুরুবা-তিহী- বিফাদ্বলিকা ইয়া- দা-ফি'আশ্ শুরু-রি ওয়া মা-লিকান্ নুশূ-রি ওয়া-আরহমার্ রা-হিমী-না ওয়া সাল্লাল্লা-হু-তা'আলা 'আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ-লিহিল্ আমজা-দি ওয়া বা-রাকা ওয়া সাল্লাম।

[রাহাতুল কূলুব ও জাওয়াহিরে গায়বী]

অনুরূপভাবে 'জাওয়াহেরে কান্‌জ, ৫ম খণ্ড, ৬১৭ পৃষ্ঠায় আছে, মাহে সফরের শেষ বুধবার 'সপ্তসালাম' লিখে তা পানিতে ধুয়ে পানিটুকু পান করবে। আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী সাহেব তার মজমুয়ায়ে ফাতওয়ায়ও একথা উল্লেখ করেছেন। "তাযকিরাতুল আওরাদ" কিতাবে উল্লেখ আছে- যে ব্যক্তি আখেরী চাহার সম্বার প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতে রহমত (সাত সালাম) পাঠ করে নিজের শরীরে ফুঁক দেয় বা তা পানের উপর লিখে ধুয়ে পান করে, আল্লাহ পাক তাকে সব রকম বালা মুসিবত ও রোগব্যাধি হতে নিরাপদ রাখবেন।

"আনওয়ারুল আউলিয়া" কিতাবে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি আখেরী চাহার সম্বার দিন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে আল্লাহ পাক তাকে হৃদয়ের প্রশস্ততা দান করবেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে নামায শেষে ৭০ বার দরূদ শরীফ পড়বে **(আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম)** অথবা প্রতি রাকাতে ৩ বার সূরা ইখলাস দ্বারা নামায শেষ করে ৮০ বার সূরা আলাম নাশরাহলাকা, সূরা নসর, সূরা ত্বীন ও ইখলাস পড়বে।

এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত কয়েকজন বুযুর্গ

০৮ সফর: দাতা গঞ্জেবখশ্ লাহোরী (রাহ.) ওফাত।
১১ সফর: হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বি.)।
২৬ সফর: মুজাদ্দিদ আল্‌ফসানী (রাহ.) ওফাত ১০৩৪ হিজরী।
২৫ সফর: ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহ.)।
২৯ সফর: হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বি.) শাহাদাত ৪৯ হিজরী।
আল্লাহ আমাদের ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বালা-মছিবত ও বিপদ-আপদ থেকে পানাহ দিন; বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

বিজয় সবসময় মুসলমানদেরকেই দেওয়া হয়েছে

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩)

তরজমা: তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে হিদায়ত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন সেটাকে সমস্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, যদিও অপছন্দ করে মুশরিকগণ। [সুরা সফ: আয়াত-৯, কানযুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফও হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসাকারী। এ'তে ইসলামের বিজয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। هُوَ الَّذِىْ দ্বারা মহান রব এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী রাখবেন আর তিনি এ ওয়াদা পূরণও করেছেন। আজও আমরা এটা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যেমন-

প্রথমত, যখন ইসলামের রবি মক্কা মুকার্‌রমায় উদিত হলো, তখন সেটার উপর অনেক ধূলিবালি ও মেঘ এসে পড়লো। এমনকি ইসলামের মহান প্রবর্তক আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এবং মুসলমানদেরকে মক্কা মুকাররমাহ্ ছেড়ে হিজরত করতে হলো; কিন্তু তবুও পরিণতি এ-ই হলো যে, সমগ্র আরব দেশে ইসলামই জয়ী হয়ে রইলো। তারপর আরবের ওইসব লোক, যাদেরকে সমগ্র দুনিয়া থেকে নিম্ন পর্যায়ের বলে মানা হতো, একমাত্র ওই মহান মুনিবের মাত্র ২৩ বছরের শিক্ষা ও দীক্ষার বরকতে তাঁরা সমগ্র দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম ও উন্নত পর্যায়ের হয়ে গেলেন; তারা আলিম হয়ে মুর্খদের শিক্ষাদাতা হয়ে গেলেন। অনেক চৌর্যবৃত্তির লোকও ইসলামী দুনিয়ার সংরক্ষণকারী হয়ে গেলেন, অসভ্য দুনিয়া সভ্যতার শিক্ষক হয়ে গেলেন, অনেক পদ্যপায়ী মদ্যপান ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ভালবাসার পানীয়ের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন, অনেক মূর্তিপূজারী আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে গেছেন, আরো অনেকে কি কি হয়ে গেছেন তাতো জানাও যায়নি।

ইসলামের প্রবর্তনকারী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম গোটা জাতি বরং গোটা দুনিয়ার যেই সংস্কার এত কম সময়ে ও এত কম সম্পদ ও সামগ্রী থাকাবস্থায় করেছেন, সেটার উদাহরণ আজ পর্যন্ত অন্য কোন জাতির পেশোয়া (নেতা)'র মধ্যে পাওয়া যায় না। তারপর ওই সব লোককে তিনি রাজমুকুট ও রাজ সিংহাসনের মালিক করে দিয়েছেন। তাঁরা শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে অতি দাপটের সাথে দুনিয়ায় রাজত্ব করেছেন। আজ এত দুরাবস্থায়ও আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গোলামগণ রাজ মুকুটের ধারক হয়ে আছেন।

আজ যদিও পার্থিব অবস্থাদির বিচেনায় মুসলমানগণকে অন্য জাতির তুলনায় পেছনে বলে মনে হচ্ছে, অর্থ, মর্যাদা, রাজত্ব ও জ্ঞানে অন্যান্য জাতি তাদের থেকে আগে বেড়ে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, দ্বীনী (ধর্মীয়) বিজয় এখনো মুসলমানরাই অর্জন করে আছেন। এর উদাহরণও নিম্নে পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছিঃ

মসজিদ, গীর্জা ও মন্দিরের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মসজিদ দৈনিক পাঁচবার আবাদ হয়, গীর্জা হয় সপ্তাহে একবার, অর্থাৎ প্রতি রবিবারে, মন্দির হয় দৈনিক একবার সন্ধ্যায়, তাও আবাদ (সরগরম) হয় না; বরং দু' একজন লোক এসে ঘন্টা ইত্যাদি বাজিয়ে যায়। কোরআনের ক্বিরাআত (তিলাওয়াত বা পাঠ), লিখনের ক্ষেত্রে যের, যবর ও পেশ এবং একেকটি শব্দ বা পদ একেবারে সংরক্ষিত রয়েছে; কিন্তু ইঞ্জীল ও তাওরীত এবং মূল বেদ-গ্রন্থ দুনিয়া থেকে অদৃশ্যই হয়ে গেছে। আর এ যে ইঞ্জীল, যা বিনা মূল্যে সরবরাহ কিংবা দু/এক পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে, তা মূল ইন্‌জীল নয়; বরং সেটার (বিকৃত) অনুবাদ। আসল ইনজীল অদৃশ্য।

যে পরিমাণ বা যত সংখ্যক তাফসীর ক্বোরআন করীমের রয়েছে, আর যত পদ্ধতির ক্বিরাআত (পঠনরীতি) এ মহান কিতাবের রয়েছে, তত সংখ্যক পদ্ধতি অন্য কোন কিতাবের নেই।

পবিত্র ক্বোরআনের হাফিয প্রত্যেক শহরে পাওয়া যাবে, যদি কোন জলসায় কেউ একটি মাত্র আয়াত, একটি মাত্র যবরও ভুল পড়ে, তাৎক্ষণিকভাবে লোকেরা তাকে পাকড়াও করে; কিন্তু অন্য কিতাবগুলোর কোন হাফিয

নেই। আজকাল রাজত্ব অন্যান্য জাতির অনেক দেশে ও অঞ্চলে বিদ্যমান; কিন্তু যেহেতু ক্বোরআন আরবী ভাষায় এসেছে (নাযিল হয়েছে), সেহেতু এখনো প্রত্যেক জায়গায় আরবী জানে এমন লোক পাওয়া যায়, যদিও সরকারের পক্ষ থেকে ওই ভাষায় কোন পৃষ্ঠপোষকতা নেই। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর জীবনী যে শান-শওকতের সাথে ইসলামে রয়েছে, অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রামের সমগ্র জীবন শরীফের প্রতিটি অবস্থা, যেমন ঘরের, বাইরের জীবনের, হুযূর-ই আক্রামের ওঠা, বসা, চলাফেরা, হাসি-কান্না, কথাবলা, এমনকি পূর্ণাঙ্গ শরীর মুবারকের গড়ন শরীফ, যেমন-দাড়ি মুবারকের কতটা লোম মুবারক সাদা হয়েছিলো, এমনিভাবে কোন ধর্মের প্রবর্তকের নেই। হাদীস শরীফ কি? তাতো হুযূর আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর জীবন-বৃত্তান্তই। কোন বাদশাহ্, কোন প্রেমাস্পদ কোন পলোয়ান (বীর-পুরুষ), মোটকথা, দুনিয়ায় কোন শানদার মানুষেরও এমন জীবনী লিপিবদ্ধ হয়নি।

গরু-ছাগলের গোশ্‌ত মুসলমানগণ আহার করে, শূয়রের মাংস হিন্দু, খ্রিস্টান ও ইহুদী ইত্যাদি জাতিই খায়; কিন্তু যেই বরকত গরু-ছাগলের মধ্যে রয়েছে, তা শূয়রের মধ্যে নেই। বলুন তো, হিন্দুস্তানে কত বাজার গরু-ছাগলের রয়েছে? আর কতটা শূয়রের গোশতের রয়েছে?

তাছাড়া, সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামের কানূনগুলো মেনেই চলেছে। এ পর্যন্ত অন্য ধর্মের লোকেরা আপত্তি করতো- একজন পুরুষকে চারজন নারীকে বিবাহ্ করার অনুমতি কেন দিলেন? কিন্তু যখন নারীর জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে এবং পুরুষদেরকে যুদ্ধ ইত্যাদিতে মারা যেতে দেখলো, তখন তারা বুঝতে পারলো একাধিক বিবাহের (এক সাথে সর্বোর্দ্ধ চার নারী) বিবাহের উপকারিতা কি?

কলেবর বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় আমি একেকটা মাসআলা সম্পর্কে (বিস্তারিতভাবে) আলোচনা করতাম। ইসলাম (যে বিষয়ে) যে হুকুম (বিধান) দিয়েছে, তা অত্যন্ত উত্তম। মোটকথা, ধর্মীয় বিজয় মুসলমানদের ভাগে এখনো অর্জিত ও বিদ্যমান। অবশ্য এটা ভিন্ন বিষয় যে, মুসলমানগণ তাদের কোন কোন মন্দ কর্মের কারণে দুনিয়ায় অপমানিত-লাঞ্ছিতও হচ্ছে, অথবা তারা অর্থ-সম্পদ শূন্য হবে। এতে অবশ্য আমাদেরই দোষ, ইসলামের নয়।

আল্লাহ্ পাক তাওফীক দিন যেন আমরা এ ইসলামের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি।

প্রবন্ধ

ইসলামী আক্বিদায় ইমাম আহমদ রেজা খান (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)'র অবদান

সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে। তাঁরই ওফাত শরীফের পর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী আলিম-ওলামা একইভাবে জাগতিক ভোগবিলাস, মূর্খতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত পথহারা মানুষদেরকে সঠিক পথ তথা জ্ঞান ও ঈমানের সন্ধান দিয়ে চলছেন যুগযুগ ধরে। তাই প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন-

ان العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يُورثوا دينارا ولادر هما أنما ورثوا العلم فمن أخذ به اخذ بحظ وافر-

"আলিমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোন দিনার-দিরহাম রেখে যাননি; বরং রেখে গিয়েছেন জ্ঞান বা ইল্‌মকে। সুতরাং যারা এ জ্ঞানকে গ্রহণ করবে সে যেন এ মিরাছের সিংহভাগের অধিকারী হলো।

[তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা]

আর যে সমস্ত মহান মিনষী যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে বিশ্বব্যাপি জ্ঞানের আলো বিতরণ করে আসছেন, যুগের মহান সংস্কারক ইমাম আহমদ রেজা খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাদের অন্যতম।

তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত জ্ঞানগর্ব চিন্তাধারা ও ক্ষুরধার লিখনির মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের অঙ্গনে এক নব জাগরণ সৃষ্টি করেন। যার জীবন্ত প্রমাণ বহন করছে তাঁর রচিত সহস্রাধিক গ্রন্থ-পুস্তক।

তিনি শুধুমাত্র গবেষণা, ফতোয়া ও পুস্তকাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি। বরং সমকালীন বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ ও চলমান রাজনৈতিক, সমাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন।

তাই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে আমেরিকার জ্যোতিষীর বিশ্বব্যাপি আতংক ছড়ানো সেই 'কিয়ামতের পূর্বাভাস' এর যৌক্তিক খণ্ডন ও বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল প্রমাণিত করতে। তাই তিনি তার সময়ে সৃষ্ট বিভিন্ন ফিতনা-ফেরকা, মতবাদ ও বিভ্রান্তির যথাযথ জবাব প্রদানে সদা তৎপর ছিলেন।

১৯০১ সালে যখন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৯-১৯০৮ ইং) নিজেকে নবী দাবী করলো, তখন ইমাম আহমদ রেজা তার এই ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে স্বতন্ত্র পাঁচটি পুস্তক রচনা করেন-

١. جزا الله عدوه بأباءه ختم النبوة -
٦. السوء والعقاب على المسيح الكذاب-
٣. قهر الديان على مرتد بقاديان-
٤. المبين ختم النبيين-
٥. الجراز الديانى على المرتد القاديانى-

উল্লেখ্য যে, الجراز الديانى ইমাম আহমদ রেজার সর্বশেষ কিতাব, যা তিনি ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে লিখেছেন। তদ্রূপ তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৮-১৮৯৮ ইং)'র (NATURISM) বা দাহরিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। الألة القاهرة فى الرد على الكفرة النياشرة- সহ আরো অনেক পুস্তকাবলী রচনা করেন।

এমনিভাবে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি গ্রুপ যখন আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, পবিত্র ক্বোরআন ও সাহাবায়ে কেরামকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) নিয়ে ঈমান বিধ্বংসী নানা মন্তব্য করতে লাগল তখন তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ইমাম আহমদ রেজা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেন-

١.الأدلة الطاعنة فى أذان الملاعنة-
٦.مطلع القمرين فى أبانة سبقة العمرين-
٣.غاية التحقيق فى أمامة على والصديق-
٤.اعالى الأنادة فى تعزية الهند و بيان الشهادة-
٥. رد الرفضة-

সহ প্রায় ২০টির অধিক কিতাব।

অনুরূপভাবে যখন তাসাউফের নামে কিছু সংখ্যক লোক শরিয়ত নির্দেশিত কর্মকাণ্ডকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে এবং বলছে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কিছু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। ইসলামের মূল হল একমাত্র তরিকত। তাদের বিভ্রান্তি স্বরূপ উন্মোচন করে তিনি লিখেছেন-

١.مقال عرفاء باعزاز شرع وعلماء-
٦.نقاء السلاقة فى أحكام البيعة والخلافة-
٣. كشف حقائق واسرار دقائق-

٤.الياقوتة الواسطة فى قلب عقد الرابطة-

সহ আরো অনেক পুস্তক। যা তাসাউফ'র প্রকৃত পরিচিতি তুলে ধরার পাশাপাশি তাসাউফের নামে ভন্ডামীর খোলস খুলে দেয়।

এ ছাড়াও যে সমস্ত খ্রিস্টান মিশনারী সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা প্রচার করে মুসলিম যুব সমাজকে ঈমান ও পবিত্র আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে কলম সম্রাট ইমাম আহমদ রেজা কলমের জেহাদ করেছেন-

١. ندم النصرانى والنفسيم الأيمانى-

٦. سيف المصطفى على أديان الافتراء-

কিতাবদ্বয় তার বাস্তব সাক্ষ্য বা প্রমাণ। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি তাঁর কলমের জেহাদ অব্যাহত রেখেছেন। ঐ সমস্ত সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যারা ইসলামের মুখোশ পরিধান করে ইংরেজদের কৃপা ও অনুগ্রহ পাবার আশায় ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত তাদের সেই ঘৃণ্য অপকর্মের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে তিনি বিশ্ব মুসলিম জাতিকে তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

এককথায় ইমাম আহমদ রেজা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র জীবদ্দশায় যখনই কোন ফিতনার উদ্ভব হয়েছে সাথে সাথে তিনি তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন এবং সেই ফিতনার মূল চেহরার সাথে বিশ্ব মুসলিমকে পরিচয় করে দিয়েছেন। যার ফলে অনেক ভ্রান্ত আক্বিদা পোষণকারী ও নবনব ফিতনার জন্মদাতারা ইমাম আহমদ রেজা রাহমাতুল্লাহি আলায়হির কলমের ভয়ে নিজেদের বদ-আক্বিদা প্রকাশ করার সাহস করেনি।

তাঁর এ মহান সংস্কার মূলক কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত উপমহাদেশ সহ আরব ও আফ্রিকার বরণ্য আলেমগণ তাঁকে ''মুজাদ্দিদ''র উপাধিতে ভূষিত করেন।

আ'লা হযরতের পঙক্তিমালা

কাব্যানুবাদঃ হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

جبکہ پیدا شہ انس وجاں ہوگیا
دور کعبہ سے لو بتاں ہوگیا

উচ্চারনঃ জবকেহ্ প্যয়দা শাহে ইন্স ও জাঁ হো গ্যায়া,
দূর কা'বা সে লওসে বুতাঁ হো গ্যায়া ।

সরল অনুবাদঃ যখন জ্বিন-ইনসানের রাজাধিরাজ হযরত (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এ ধরাধামে আবির্ভূত হলেন, কা'বার অভ্যন্তর হতে মূর্তির নাপাকী দূরীভূত হল ।

কাব্যানুবাদঃ জিন-ইনসানের শাহানশাহের যেই শুভাগমন
কা'বা হতে মূর্তি নাপাক হয় অপসারন ।

دل مکاں شہ عرشیاں ہوگیا
لامکاں لامکاں لامکاں ہوگیا

উচ্চারনঃ দিল মকানে শাহে আরশিয়াঁ হো গ্যয়া
লা-মকাঁ, লা-মকাঁ, লা-মকাঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ যে অন্তর আরশলোকের সম্রাট'র আসন হয়ে যায়, সন্দেহ নেই, সে অন্তর লা-মকান হয়ে যায়, তা লা-মকানই হয়ে যায় । অবশ্যই তা লা-মকানই হয়ে যায় । [কারণ আঁা হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন 'মকীনে লা-মকান' অর্থাৎ লা-মকানের অতিথি]

কাব্যানুবাদঃ আরশ-কুল সম্রাটের আসন, হয়ে যায় যাঁর অন্তকরণ,
সেই আসনই লা-মকাঁ, লা-মকাঁ বিলক্ষণ ।

سر فدائے رہ جاں جاں ہوگیا
امتحاں امتحاں امتحاں ہوگیا

উচ্চারনঃ সর ফেদায়ে রাহে জানে জাঁ হো গ্যায়া
ইমতিহাঁ, ইমতিহাঁ, ইমতিহাঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ যে মাথা কুল-মাখলুকাতের জানের জান আল্লাহর হাবীব'র পথে উৎসর্গিত, অর্থাৎ যে তাঁর জন্য নিবেদিত হতে পারে, তাঁর পরীক্ষা হয়ে গেছে, তিনি পরীক্ষিত । পরীক্ষায় কামিয়াব ।

কাব্যানুবাদঃ লুটায় রাঙা পায়ে যে শির, জানের জান সেই
নবীজির পরীক্ষায় কামিয়াব সে যে, পরীক্ষিত প্রিয়জন ।

اں کے جلوے کا جم دل بیاں ہوگیا
گلستاں مجمع بلبلاں ہوگیا

উচ্চারনঃ উনকে জলওয়ে কা জম দিল বয়াঁ হো গ্যয়া
গুলিস্তাঁ মজমায়ে বুলবুলাঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ যে অন্তর ঝিনুকের ন্যায় তাঁর নূরের ছটা বিচ্ছুরণকারী হতে পেরেছে, তবে ওই অন্তর বাগানের মত বুলবুলিদের মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে ।

কাব্যানুবাদঃ
তাঁর সে নূরের আভায় যে দিল, ঝিনুক শুভ্ররূপেই ঝিলমিল,
বুলবুলিদের মিলন মেলা হয় যে তা স্বর্গ-কানন ।

تھا براق نبی یا کہ نور نظر
یہ گیا وہ گیا وہ نہاں ہوگیا

উচ্চারনঃ থা বুরাকে নবী ইয়া কেহ্ নূরে নযর
ইয়ে গ্যয়া, উঅহ্ গ্যয়া উঅহ্ নিহাঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ মে'রাজের রাতে নবীজির বুরাক, দৃষ্টির জ্যোতির মত এতই দ্রুতগামী ছিল, চোখের পলকেই তা এখানে ওখানে এমনকি মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল ।

কাব্যানুবাদঃ নবীর বুরাক ক্ষিপ্রগতি, দৃষ্টিবাণের অমনি জ্যোতি,
এক পলকেই দৃশ্যের আড়াল এমনি সে দ্রুত গমন

حق شفاعت سے تیری گہ گاروں پر
مہرباں ہوگیا مہرباں ہوگیا

উচ্চারনঃ হক্ব শাফাআত সে তেরী গুনাহ্গারোঁ পর
ম্যহর বাঁ হো গ্যয়া, ম্যহর বাঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনারই সুপারিশে পাপী-তাপীদের প্রতি সদয়, সহানুভূতিশীল হয়ে গেছেন ।

কাব্যানুবাদঃ তোমার সুপারিশে সব পাপীদের ও চান সে রব,
আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতিই মেহেরবান ও সদয় হন

گلشن طیبہ میں طائر سدرہ کا
آشیاں آشیاں آشیاں ہوگیا

উচ্চারনঃ গুলশানে ত্যয়বা মে ত্বা-য়ের সিদরা কা

আ-শিয়াঁ, আ-শিয়াঁ, আ-শিয়াঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ সিদরাতুল মুন্তাহায় উড্ডয়নকারী পাখি অর্থাৎ জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)'র জন্য মদীনায়ে ত্বায়্যিবা অবস্থানস্থলে পরিণত হয়েছে ।

কাব্যানুবাদঃ যেই পাখি উড়ছে হায়, সিদরাতুল মুন্তাহায়
তার তরে যে এই মদীনায় যায় হয়ে নীড়ের মতন ।

یا نبی لو خبر آتش سے میں

تفتہ جاں تفتہ جاں تفتہ جاں ہو گیا

উচ্চারনঃ ইয়ানবী লো খবর আ-তিশে গম সে ম্যায়ঁ
তাফতাহ্, জাঁ, তাফতাহ্ জাঁ, তাফতাহ্ জাঁ হো গ্যয়া

সরল অনুবাদঃ হে প্রিয় নবী, আমার খবর নিন, আমি দুঃখ-ব্যথার আগুনে ভস্ম হৃদয়, অঙ্গারপ্রাণ হয়ে গেছি ।

কাব্যানুবাদঃ হে নবী, লও খবর, বিরহে পোড়ে অন্তর,
জ্বলছে এ প্রাণ, ভস্ম হৃদয়, নিঃশেষে অঙ্গার এখন ।

گزرے جس کوچے سے ماہ گردوں جناب

آسماں آسماں آسماں ہو گیا

উচ্চারনঃ গুযরে জিস্ কো-চে সে শা-হে গিরদোঁ জনাব
আসমাঁ, আসমাঁ, আসমাঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ আসমানী জগতের বাদশাহ্ যে রাস্তা দিয়ে গমন করেন, ওই পথ আসমান, আসমান অর্থাৎ আকাশের মত) উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন হয়ে যায় ।

কাব্যানুবাদঃ যান চলে যেই রাহে, উর্ধ্বলোকের সেই শাহে,
সেই আকাশ, সেই আকাশ যা ছুঁয়ে যায় সেই চরণ ।

کس کے روئے منوّر کی یاد آ گئی

دل تپاں دل تپاں دل تپاں ہو گیا

উচ্চারনঃ কিস কে রো-য়ে মুনাওওয়ার কী ইয়াদ আ-গ্যয়ী,
দিল তপাঁ, দিল তপাঁ, দিল তপাঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ কার সে দ্বীপ্তিময় নূরানী চেহারা মনে পড়ে গেল! মন উতলা, চিত্ত ব্যাকুল, হৃদয় উচাটন হয়ে গেল ।

কাব্যানুবাদঃ কার সে মুখ দীপ্তিময়, মানসপটে হয় উদয়,
ব্যাকুল প্রাণ, ব্যাকুল প্রাণ, অশান্ত আর উচাটন ।

طوطی سدرہ وصف رخ پاک میں

گلفشاں گلفشاں گلفشاں ہو گیا

উচ্চারনঃ ত্বো-ত্বী সিদরাহ্ ওয়াসফে রোখে পাক মে,
গুলফশাঁ, গুলফশাঁ, গুলফশাঁ, হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ সিদরার গানের পাখি (অর্থাৎ জিব্রাইল) তাঁর পবিত্র চেহারার মহিমা বর্ণনায় অহরহ যেন পুষ্প রেণু ছিটাচ্ছে । (অর্থাৎ প্রশংসার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে ।)

কাব্যানুবাদঃ বুলবুল ওই সিদরার, পুষ্পিত মুখ গায় এন্তার
সুনাম যশের ফুল ছিটায় পুষ্প ছুঁড়ে অগনন ।

طوطی اصفہاں سن کلام رضا

بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا

উচ্চারনঃ ত্বো-ত্বিয়ে ইসফাহাঁ সুন কালামে রেযা
বে-যোবাঁ, যে যোবাঁ, যে যোবাঁ হো গ্যয়া ।

সরল অনুবাদঃ ইস্পাহানের ত্বো-ত্বী বা গানের পাখি, রেযার রাসূল প্রশস্তির বাণীগুলো শুনে নাও । শোনার পর যা হবে) সে ভাষাহীন, নির্বাক, যেন বোবা হয়ে গেল ।

কাব্যানুবাদঃ ইস্পাহানের হে পাখি, রেযার সে না'ত শুনবি কি? এই শুনে সে নিরুত্তর, নেই ভাষা, আর নেই বচন ।

প্রবন্ধ

ইমাম আহ্‌মদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)'র আরবী কবিতা

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

পৃথিবীর সকল জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যের অতীব ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হলো 'কবিতা'। কবিতার মাধ্যমেই সাবলীল ও ছান্দিক আকারে ফুটে উঠে মানুষের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার বাস্তব চিত্র। ফলে কবিতার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ স্বভাবজাত। বিশেষত আরবী- সাহিত্যে 'কবিতা' বিশেষ স্থান দখল করে আছে আবহমানকাল থেকেই। ইসলাম প্রচারের উৎস ও লালন ক্ষেত্র যেমন আরব ভূমি, ইসলামের নবী ও ধর্মীয়গ্রন্থ কুরআন-হাদীসের ভাষাও আরবী, সেহেতু অনেক অনারব ভাষাভাষী লোকেরাও আরবী সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ধারাবাহিকতায় হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে যে-সব মহান মনীষী আরবী সাহিত্যের চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (১৮৫৬-১৯২১) অন্যতম। তিনি তাঁর সমকালের অন্যতম মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, দার্শনিক ও বিচিত্র বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণেতা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন আরবী, ফার্সী ও উর্দু কাব্যসাহিত্যের এক প্রবাদ পুরুষ। বিশেষত একজন অনারব বংশজাত হয়েও আরবী গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে তাঁর রচনাবলী খোদ আরব সাহিত্যিকদেরকেও চমকে দিয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ্ প্রদত্ত অদৃশ্যজ্ঞান (ইলমে গায়ব) বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আদ্ দাওলাতুল মাক্কিয়্যাহ্ ফিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যা' আরবী গদ্য রচনারীতিতে ক্লাসিক আরবী মাকামাতসমূহের সমপর্যায়ের শুধু নয় বরং কতেক বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়ও বটে। ক্লাসিক আরবী গদ্য সাহিত্যের পাশাপাশি আরবী পদ্য বা কবিতায় ছিলো তাঁর সমান পদচারণা। যে সব উপাদান নিয়ে আরবী কাব্য সাহিত্যের সৌধ গড়ে উঠেছে, তার সব উপাদানেই ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র আরবী কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। আরব সাহিত্যিকগণ আরবী কাব্যের যে-সব উপাদান নির্ণয় করেছে তা' নয়ভাগে বিভক্ত। যেমন:

১. গৌরব (فخر), ২. বীরত্ব (حماسه), ৩. প্রশংসা (مدح), ৪. ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ (هجاء), ৫. ভর্ৎসনা (عتاب), ৬. শোকগাথা (مرثية), ৭. প্রেম-প্রীতি (غزل), ৮. বর্ণনা (وصف), ৯. জ্ঞানগর্ব নীতিবাক্য (حكمة)।

আমরা যখন ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর আরবী কবিতাগুলো পর্যালোচনা করি, তখন তাঁর কবিতায় উপরিউক্ত সব উপাদান পূর্ণমাত্রায় দেখতে পাই। যেমান:-

১. প্রশংসা (مدح): এটা হলো কোন সম্ভ্রান্ত গোত্র বা মর্যাদাবান ব্যক্তি বা প্রেমাস্পদের উত্তম গুণসমূহের উল্লেখ করে কবিতা রচনা করা। প্রশংসামূলক কবিতা আরবী কাব্যের বিরাট একটি স্থান দখল করে আছে। প্রতিযুগে কবিদের একটি দল এমন ছিলো যে, তাঁরা বিভিন্ন রাজা-বাদশা ও নবাবদের দরবারে গিয়ে তাঁদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। রাজা-বাশাগণও তাঁদের কবিতায় সন্তুষ্ট হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করতেন। কখনো বা মোটা অংকের এককালীন সম্মানি এবং বাৎসরিক ভাতাও দিতেন। কিন্তু ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ প্রকৃতি ও স্বভাবের কবি ছিলেন না। দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশা ও নবাবের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করেননি বরং তাঁর জনৈক ভক্ত নানপারার নবাবের প্রশংসায় কবিতা লিখতে অনুরোধ করলে তিনি তখনই প্রিয় নবীর প্রশংসায় একটি দীর্ঘ না'ত (রসূল প্রশস্তি) রচনা করলেন, যার একটি চরণে ভর্ৎসনার সূরে লিখছেন যে-

میں گدا ہوں اپنے کریم کا
میرا دین پارہ ٔ ناں نہیں

অর্থাৎ : 'আমি তো আপন দাতারই ভিখারী, আর আমার দ্বীন তো রুটির টুকরো নয়।'

মূলতঃ তাঁর সকল কবিতা মহান আল্লাহর প্রশংসা ও প্রিয় রসূলের প্রশস্তিকে কেন্দ্র করেই রচিত এবং শরয়ী উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিকতার সুরে অনুরণিত। জাগতিক কোন স্বার্থে কারো প্রশংসা করে তিনি কাব্য রচনা করেন নি। যেমন: মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

প্রবন্ধ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الكَوْنِ وَالْبَشَرِ
حَمْدًا يَّدُوْمُ دَوَامًا غَيْرَ مُنْحَصَرِ

وَافْضَلُ الصَّلوات الزَّاكياتِ على
خير البَرِبَّهِ مُنْجِى النَّاسِ مِنْ سَقَرِ

بكَ العياذ أَلْهِىْ اِنْ أَشأحَكَمًا
سِوَاكَ ياربَّنَا يَامُنْزِلَ النَّذُرِ

اَلَا تَعالَ أِلى المُخْتَارِ من مُّضرٍ
صلى اله على المختار من مضر

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি সৃষ্টিজগত ও মানুষের রব। তাঁর অসীম, অশেষ ও সর্বদা প্রশংসা করছি।

২. উত্তম ও পুতঃপবিত্র দরূদ (বর্ষিত হোক) সর্বোত্তম সৃষ্টি প্রিয়নবীর উপর, যিনি লোকদেরকে দোযখ থেকে মুক্তিদাতা।

৩. হে রব! আপনি ব্যতীত অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে মান্য করা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি, হে দয়া অবতীর্ণকারী।

৪. (ওহে শ্রোতা) আহমদ মুখতার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে আস, এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের না'ত (প্রশস্তি) বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর অন্য একটি কবিতায় লিখেছেন যে-

الحمد للمتوحَّدِ — بجلاله المتفرد

وصلاة مولنا على — خير الانام محمد

والالِ وَالاصحاب — مأواى عندشدائد شدائد

فالى العظيم توسلى — بكتابه وباحمد

لَاهُمَّ قدهجم العدٰى العدى — من كل عادٍ معتد

هاوين زلة مثبت — باغين نلة مهتد

لكن عبدك امنٌ — أِذ من دَعَاك يؤيدِ

لااختشى من بأسهم — يدُ ناصرى اقوى يد

يا ربِّ ربَّاه يا — كنزالفقير الفاقد

بك التجى بك ادفع — فى نحر كل مهدّدِ

انت القوى فقوّنى — انت القديرُ فأيّدِ

وأدم صلاتك والسلا — م على الحبيب الاجود

واجعل بها احمد رضا — عبدا بحرز السيّد

১. একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি স্বীয় মহত্ব ও মর্যাদায় একক ও অদ্বিতীয়।

২. আল্লাহ্র পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক আমার মালিক সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর।

৩.তাঁর পবিত্র বংশধর এবং সাহাবীদের প্রতি রহমত বর্ষিত হোক, যাঁরা কঠিন বিপদকালে আমাদের আশ্রয়স্থল।

৪. আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে তাঁর পবিত্র কিতাব (কুরআন) এবং আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার ওসীলা কামনা করছি।

৫. ইয়া আল্লাহ্! শত্রুগণ আমার উপর আক্রমণ করে বসেছে।

৬. এবং প্রত্যেক সীমালংঘনকারী অত্যাচারীগণ যে দৃঢ় পথে আবস্থানকারী তার পদস্খলন কামনা করে, সৎপথ প্রাপ্তদের ত্রুটি হাওয়াকে কামনা করে।

৭. কিন্তু আপনার গোলাম নির্ভয়, কেননা যে আপনাকে আহ্বান করে তাকে সাহায্য করা হয়।

৮. আমি তার (শত্রুর) শক্তি ও ক্ষমতায় ভীতু নই, কারণ আমার সাহায্যকারীর হাত অত্যন্ত মজবুত।

৯. আর আপনার রহমত ও শান্তি অতি দানশীল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বর্ষণ করুন।

১০. এবং সালাত ও সালামের উসীলায় আহমদ রেযাকে মুনিবের নিরাপদময় গোলাম বানিয়ে দিন।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও আশ্রয় চেয়ে তিনি এক স্থানে লিখেছেন:

عدت العادُونَ وجَاروا ورجـوتُ اللهَ مجيـرا

وكفـى بـالله وليّـا وكفـى بـالله نصـير

১. (আমার) বিরুদ্ধবাদীরা জুলুম ও কঠিন অত্যাচার করেছে, আমি আল্লাহর ভরসা করেছি, (তিনি প্রকৃত মুক্তিদাতা)

২. আল্লাহ্ (আমার) মালিক হিসেবে যথেষ্ট আর আল্লাহই সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।

ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র রচনাবলীর মূল উপজীব্য ছিলো ইশ্কে রাসূল (নবীপ্রেম)। ইশকে রাসূলই হচ্ছে প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের ঈমানের সঞ্জীবনী শক্তি। তাই তিনি জীবনভর বিশ্ববাসীকে ইশকে রাসূলের গীত শুনিয়েছেন। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

وكل خير من عطاء المصطفى

صلى عليه الله مع من يُصطفى

الله يُعطـى والحبيـب قاسـم

صـلى عليـه القـادة الاكـارم

مانـال خيـرا مِّـنْ سـواه نائـلٌ

كـلا ولا يُرجـى لغيـر نائـلٌ

منه الرجا منه العطا منه المدد

فـى الـدين والـدنيا والاخـرى للابـــــــــــــــــد

১. প্রত্যেক প্রকারের নিয়ামত ও কল্যাণ (সৃষ্টিজগত) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পক্ষ থেকে পেয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি এবং অন্যান্য মনোনীত প্রিয় বান্দাদের সাথে রহমত অবতীর্ণ করুন।

২. আল্লাহ্ দাতা আর তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বন্টনকারী। সম্প্রদায়ের সম্মানিত সরদারগণ তাঁর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করেন।

৩. কোন প্রাপকই তিনি ব্যতীত কারো থেকে মামুলি নিয়ামতও পায়নি। এটা নিশ্চিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কারো থেকে দানের আশা করা যায় না।

৪. তিনিই (আমাদের) আশা-ভরসা, তাঁরই পক্ষ থেকে দ্বীন ও দুনিয়ার এবং অশেষ পরকালীন জীবনের সাহায্য রয়েছে।

তেমনিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কাছে সাহায্য চেয়ে লিখেছেন-

رسـول الله انـت بُعثـتَ فينـا

كريمًـا رحمـةً حصـنًا حصـينًا

تَخَـوّ فنـى العـدى كيـدا متينـا

اجرنـى يـا امـان الخـائفين

১. ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের মাঝে দয়ালু, করুণাময় এবং সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে প্রেরিত।

২. (আল্লাহর শাস্তির) ভয়ে ভীতুদের হে নিরাপত্তাদাতা। শত্রু স্বীয় প্রতারণা ও ধোকায় আমাকে সর্বদা ভয়ের মধ্যে রেখেছে, আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন এবং রক্ষা করুন।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি ছিলো ইমাম আহমদ রেযার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। তাই তিনি পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে লিখেছেন:

প্রবন্ধ

رســــول الله انـــت المســــتجارُ

فـلا اخشـى الأعـادى كيـف جـاروا

بفضــلك ارتجــى اَنْ عــن قريــب

تمـــزق كيـــدهم والقـــوم بَـــارُوْا

১. ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তাই আমি শত্রুদেরকে কিছুমাত্র ভয় করিনা, সে যতই আমার প্রতি অত্যাচার-অবিচার করুক না কেন?

২. আপনার প্রতি আমার পূর্ণ ভরসা আছে যে, আপনি অতিসত্ত্বর শত্রুদের সকল প্রতারণার জাল ছিন্ন করে দেবেন আর শত্রু দল ধ্বংসে নিপাত হবে।

ইমাম আহমদ রেযা তাঁর ‘কসিদায়ে নূনিয়ায়’ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ-সালাম’র হাদিয়া পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন-

وصــــلاة ربـــى دائمــــا وعلــــى

خيـــر البريـــة ســـيد الاكـــوان

صلى المجيـد علـى الرسـول والـه

ومحبــــه ومطيعــــه بحنـــــان

صــلى عليـك الله يـا ملـك الـورى

مــــاغرد القمــرى فـــى الافنـــان

صـــلى عليـــك الله يـــافرد العلـــى

مـــــاطرب الورقــــاء بالالحــــان

صـــلى عليـــك الله يـــامولاى مـــا

رنّ الحمــام علــى شــجون البــان

১. আমার রবের অবিরত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক ওই সত্তার উপর যিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম এবং বিশ্বকুল সরদার।

২. মহা সম্মানিত রবের রহমত হোক প্রিয় রসূল ও তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর প্রেমিক-আশেক ও অনুগতদের উপর।

৩. হে সৃষ্টিকুলের বাদশা! আল্লাহ্ আপনার প্রতি তাঁর স্বীয় রহমত বর্ষণ করুন, যতক্ষণ গানের পাখি গাছের ডালে গান করতে থাকবে।

৪. হে উচ্চ মর্যাদার একক অধিকারী! রব্বে-কায়েনাত আপনার উপর দরূদ (রহমত) অবতীর্ণ করতে থাকুক, যতক্ষণ পর্যন্ত কবুতর মধুর সূরে গাইতে থাকবে।

৫. হে আমার আকা! আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হতে থাকুক, যযক্ষণ পর্যন্ত কবুতর বান গাছে বাকবাকুম করতে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন-

ااذكـــــر حــــاجتى ام قــــدكفانى

حيائــــك إنَّ شــــيمتك الحيـــاء

إذا اثنـــى عليـــك المـــرء يومـــا

كفــــاه مــــن توضّــــئك الثنــــاء

رسـول الله فضـلك لـيس يحصـى

ولـيس لجـودك السـامى انتهـاء

فـــان اكرمتنـــا د نيـــا واخـــرى

فلـــيس البحـــر ينقصـــه الـــدلاء

১. (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আমি কি আমার অভাব-অভিযোগ পেশ করব, না আপনার লজ্জাশীলতায় আমার জন্য যথেষ্ট - যা আপনার অলংকার।

২. যখন কোন দিন কেউ আপনার প্রশংসা করেছে তখন আপনার প্রশংসায় আলোকিত হওয়ায় ছিল তার জন্য যথেষ্ট।

৩. তিনি এমন দানশীল ও দয়ালু যে সকাল-সন্ধ্যা সৃষ্টিজগতকে দান করতে থাকেন। তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন হয় না।

৪. ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার দয়া ও দান গণনা করে শেষ করা যাবে না। আপনার বদন্যতার পরিসমাপ্তি নেই।

৫. আপনি যদি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছুই দান করেন তারপরও আপনার দয়ার সমুদ্র সেচন করে শেষ করা যাবে না।

২. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (هجاء)**:** কোন লোকের বা বংশের দোষ বর্ণনা বা কীর্তি তুলে ধরে যে কবিতা রচনা করা হয় তাই হলো ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা। এ প্রকারের কবিতা তরবারীর আঘাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কুরাইশদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসার উপযুক্ত জবাব দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, (لهذا اشد عليه من وقع النبل) 'নিশ্চয় তা' তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপের চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে।' ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও একস্থানে নজদী ওহাবীদের ব্যঙ্গ করে বলেন:

ولا ادرى وسوف إخال أدْرى

اقوم ال نجدِ ام نساءُ

فمن فى كفهِ منهم خضاب

كمن فى كفه منهم لواءُ

تَظُنُّ بداهة فيهم رشيدًا

وإنْ تُمْعِنْ فُرُشْدُهم هَبَاءُ

فما فيهم رشيد الصدق الا

رضيع او تبيع او غذاءُ

فمامعنى تحاورُهم ولكن

عسى الخنانُ يهدى من يشاءُ

১. এক্ষুণি আমার জান নেই, অবশ্য আশা করি কিছুক্ষণ পর আমার কাছে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাবে যে, আমার বিরুদ্ধবাদী নজদীরা পুরুষ, না মহিলা।

২. লোকদের মাঝে যাদের হাতে মেহেদী লেগে আছে তারা কি ওই সব লোকের সমকক্ষ হতে পারে যাদের হাতে জিহাদের ঝাণ্ডা রয়েছে।

৩. তুমি (আমার শত্রুদের মাঝে) সত্য ও ন্যায় আছে বলে ধারণা করেছ, বরং যদি তুমি চিন্তা করে দেখো তবে দেখবে তাদের সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা ওই ধুলাবালির মতো যা সূর্যের কিরণে শুধু দেখতে পাওয়া যায়।

৪. তাদের মধ্যে কোন সত্যবাদি ও ন্যায়পরায়ণ নেই বরং আছে অসভ্য বা অনুগামী।

৫. তিনি সৎপথ বিচ্যুত লোকদের সাথে সব বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তবে হিদায়ত আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি মহা দয়াবান, যাকে চান সৎপথ প্রদর্শন করেন।

শোকগাথা (مرثيه): শোক ও সমবেদনা আপ্লুত এ কবিতায় মৃতের গুণাগুণ বর্ণিত হয়ে থাকে। ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও এ ধারার অনেক আরবী কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষত তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী মহলের অনেকের মৃত্যুতে আরবী ছন্দে তাঁদের শোকগাথা রচনা করেছেন। যেমন তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ ইসমাঈল কাদেরী নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ইন্তিকালে যে শোকগাথা রচনা করেছেন তা আরবী সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি লিখেছেন:

بلى ليل ذِى همَّ طويلٍ وسيَّما
هموم على اعلى مهام ئم جلَّتِ
ألا كلُّ رُزءٍ فى دَنَاك مُنْتَهٍ

প্রবন্ধ

وكل مُحاقٍ مُسْفِرٌ عن اَهِلَّةٍ
شمال عبد الله جلَّت جليلة
وشَمْلِيل اِسمعيل بالتِّلْو صلَّتِ
قضى الله فى جناته جَمْعَ شَمْلِنَا
وبوّانا فى روضةٍ مُخْضَئِلّةِ
حَبَا الله أسمعيل فضلا ورحمةً
واكرم مثواه بمنزل خُلّةِ
الهى أليك بالحبيب توسُّلى
بهِ فاغفر اللهم ذَنْبنى وزلَّتِىْ

১. আমার শুভার্থীর ইন্তেকালে আমার দুঃখের রাত দীর্ঘ হয়ে গেছে তা আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ, কঠিন দুঃখে জর্জরিত ব্যক্তির রাত এমনিই দীর্ঘ হয়ে থাকে। বিশেষ করে নির্জন উপত্যকা ও মরূদ্যানে বসবাসকারীদের দুঃখ-দুর্দশা দীর্ঘ হয়ে থাকে।

২. হে বন্ধু! আপনার ব্যক্তি সত্তা এমনই ছিলো যে, আপনার সান্নিধ্যে গেলে আমার সকল দুঃখ-বেদনা দুর হয়ে যেতো। মাসের শেষ তিন দিন চাঁদ দেখা যায় না কিন্তু ওই চাঁদ প্রথম তারিখে নতুন চাঁদ হয়ে উদিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা লাভ করে। তেমনি আপনার সান্নিধ্যে কোন দুঃখীজন গেলে সে খুশী হয়ে ফিরে আসতো।

৩. ওবাইদুল্লাহ্‌র বাম হাত ছিলো মহান মর্যাদাময়, (ডান হাতের তো তুলনাই নেই) অর্থাৎ ইলম, আমল হিদায়ত, উপদেশ ইত্যাদিতে উচ্চ মর্যাদাশীল আর মরহুম ইসমাঈল'র বাম হাত ওবাইদুল্লাহর পরে দ্বিতীয় নম্বর ছিলো। অর্থাৎ তিনিও মান-মর্যাদায় ওবাইদুল্লাহর অতি নিকটবর্তী ছিলেন।

৪. মহান আল্লাহ্ ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, আমরা সৎপন্থীদের দলকে জান্নাতে একত্রিত করবেন এবং সবুজ-শ্যামল বাগানে আমাদের আশ্রয়স্থল করবেন।

৫. আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দয়া ও রহমতে মরহুম ইসমাঈলকে তাঁর বন্ধুত্বের উচ্চ মকাম দান করুন।

৬. হে আল্লাহ্! আপনার দরবারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিজের ওসীলা ও সুপারিশকারী বানিয়ে প্রার্থনা করছি যে, আমার গুনাহ্ ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করুন।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, মানুষের আসল গন্তব্যস্থল হলো আখিরাত। দুনিয়ার ভালবাসা ও আসক্তি মানুষকে সমূহ বিপদের প্রতি ধাবিত করে। তাই ইসলামী ভাবধারার কবিগণ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ব্যক্ত করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। দ্বীন পরিত্যাগ করে দুনিয়াকে আকঁড়ে ধরার অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে এবং সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম আদর্শ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াল্লাম-এর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন:

هى الدنيا تبيدُ ولاتفيدُ

فأفِّ لمن يُّرِيْدُ ومن يَّرودُ

نفوس الجهل تائقة إليها

فملتمس وَّ اخرمستزيدُ

ولم أر مثل طالبها غبيًّا

ولا كبشا لمذ بحه أقود

يُبارى جهده وإن استطاعا

تفلَّت وهو عن كَلَئى شرودُ

وذا المسكين يقعدُوْ نحو موتهِ

প্রবন্ধ

بأرجلهِ ويحقد من يُّحيدُ

اَلَمْ ترااَنَّ مُؤْتَفِكَاتِ قوم

هَوَتْ لِهوًى فأهواها السمود

أمسلم عذ بوجه الله منهم

فاِنَّ معاذه الركن الشديد

ولذ برسولهِ فَلِياذهُ الحق

وعَاهَدَه من الله العهودُ

على المولى من الأ علىٰ صلاةٌ

تفيض فتستفيض بها العبيدُ

على الوالى من العالى سلامٌ

يجودُ فيَجْتَدِىْ منه العبود

صلاة لَّاتُحدُّ ولَا تُعدُّ

ولاتفنى وإن فِنَيْتْ اُبُوْدُ

سلام لايُمَنُّ ولايُمَانى

وَلايبلى متى بَلِيَتْ عهودُ

رسول الله انت لنا الرجاءُ

وفضلُكَ واسع وجداك الجُوْدُ

حبيب الله مَنْ تَقْرَبْهُ حفظًا

فكل كريهةٍ عنه بعيدُ

১. এ দুনিয়া, যা ধ্বংসকারী, উপকারী নয়, তাই ওই লোকের জন্য দুঃখ যে দুনিয়াকে পেতে চাই এবং উহা লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

২. মূর্খ লোকেরাই দুনিয়াকে অর্জন করতে কামনা-বাসনা করেন। তাই কেউ দুনিয়ার পেছনে দৌড়াচ্ছে, আর কেউ পার্থিব সম্পদ, যশ-খ্যাতি ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে সদা মগ্ন।

৩. আমি দুনিয়ার লোভী ব্যক্তির চেয়ে কোন অজ্ঞ দেখেনি, এমনকি ওই বে-আক্কল ছাগলকেও না, যাকে যবেহ্ করার জন্য টেনে নেওয়া হয়।

৪. ওই ছাগল যথাসম্ভব যবেহের স্থানে যেতে জিদ করে থাকে। এবং সুযোগ পেলে এমনভাবে পলায়ন করে, তাকে ঘাস দেখালেও কাছে আসে না।

৫. আর (এ দুনিয়া লোভী) বেচারা, অজ্ঞ স্বয়ং নিজ পায়ে মুত্যুর দিকে দৌঁড়ায় আর যে লোক তার মঙ্গল কামনায় তাকে বাধা দেয়, সে তার শত্রু বনে যায়।

৬. তুমি কি দেখো নি, এক সম্প্রদায়ের বস্তিকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা তারা মন্দ প্রবৃত্তির প্রতি ধাবিত হয়েছিলো আর অনর্থক খেলা-ধুলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

৭. হে মুসলিম! মন্দ লোকের মন্দ থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে এসো, কারণ তাঁর আশ্রয় অত্যন্ত মজবুত।

৮. আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আশ্রয় কামনা কর! কারণ তাঁর আশ্রয় সত্য ও সঠিক আর তাঁর আশ্রয়ের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত মজবুত।

৯. আমাদের আকা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মহান রবের এমন করুণা রয়েছে যে, আমরা তাঁর উম্মতগণও যাতে করুণাসিক্ত হতে পারি।

১০. আমাদের মালিক ও হাকিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা শান্তি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে আমরা তাঁর উম্মতগণ তা হতে শান্তি লাভ করতে পারি।

১১. তাঁর প্রতি আল্লাহর এমন রহমত অবতীর্ণ হোক, যা অসীম ও অগণিত, যা কখনো নিঃশেষ হবে না, যদিও এ দীর্ঘ যুগ একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে।

১২. তাঁর প্রতি অশেষ ও অফুরন্ত আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক, যুগ পুরাতন হয়ে গেলো তা যেন পুরানা না হয়।

১৩. ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের ভরসাস্থল। আর আপনার দয়া ও করুণা অত্যন্ত প্রশস্ত। আর আপনার দানই প্রকৃত দান।

১৪. যে লোকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সন্নিকটে হয়েছে, তবে তার থেকে সকল মুসিবত দুরীভূত হয়েছে এবং সে নিরাপত্তা লাভ করেছে।

এভাবে উর্দু ও ফার্সী কবিতা ছাড়াও ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর আরবী কবিতার সংখ্যাও প্রচুর। এ প্রবন্ধে নমুনা হিসেবে কিছু আরবী কবিতা পেশ করেছি। মিসর আল্-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কুল্লিয়াতুল লুগাত ওয়াত তারজামা' বিভাগের প্রফেসর ড. হাসেম মুহাম্মদ আহমদ আবদুর রহীম 'বাসাতিনুল গুফরান' নামে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর আরবী কবিতাগুলোর এক বিরাট সংকলন মিসর থেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে কবিতাগুলোর সংক্ষিপ্ত তাহকীক এবং রচনার প্রেক্ষাপটও বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আল্লামা ফযুলে রসূল বদায়ুনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর ইলমে খিদমত ও রদ্দে-ওয়াহাবিয়া'য় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হির কাসীদাতান রা'ই'আতানি (قصيدتان رائعتان) নামে ৩১৩ বদরী সাহাবীর সংখ্যা অনুপাতে এক দীর্ঘ আরবী কবিতা রচনা করেন। ইরাকের সাদ্দাম ইসলামী ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. রশীদ আবদুর রহমান ওবাইদী ব্যাখ্যা সহকারে ইরাক ও ভারত থেকে উক্ত কাসিদা প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর উর্দু ও ফার্সী কবিতার মতো তাঁর আরবী কবিতাগুলোতে সূফীতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, ভাষা অলংকার, নৃতত্ত্ব, প্রবাদ-প্রবচন এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি কাব্যগুণে সমুন্নত। ফলে আরব বিশ্বের অনেক গবেষক তাঁর আরবী কবিতার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কবিতাগুলোকে আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এ মহান মনীষীর জ্ঞান সমুদ্র থেকে উপকৃত হওয়ার আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

আ-মী-ন।

প্রবন্ধ

জামাআত বর্জনের কুফল

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তানসন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ তেমন করে,তবে ওই সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।[১] মুফাসসীরগণের একটি দলের মতে উপরোক্ত আয়াতে "যিকরুল্লাহ" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সুতরাং যারা নিজের সম্পদ যেমন; ক্রয়-বিক্রয় বা টাকা-পয়সা অথবা নিজের সন্তান-সন্ততির কারণে নামায ঠিক সময়ে আদায় করার বিষয়ে উদাসিন হয়, তারা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।[২]

অন্য আয়াতে নামায অনাদায়কারীদের সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে: 'তোমাদেরকে কিসে দোযখে নিয়ে গেছে?' তারা বলবে, 'আমরা নামায পড়তাম না।[৩]

হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:"বান্দার কাছ থেকে কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে আমল সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে, তা হলো তার নামায। যদি তার নামায সঠিক হয় তবে সে মুক্তি ও কল্যাণ পেয়ে যাবে এবং যদি এতে অপূর্ণতা থাকে, তবে সে ব্যক্তি অপদস্থ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৪]

অন্যত্র ইরশাদ করেন: আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে তা আদায় করলো এবং এর হককে নগণ্য মনে করে এ থেকে কোনটি নষ্ট করলো না, তবে আল্লাহ তায়ালার বদান্যতার দায়িত্বে তার জন্য ওয়াদা রয়েছে যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যে তা আদায় করলো না তবে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার দয়াময় দায়িত্বে কোন ওয়াদা নেই, চাইলে তাকে আযাব দিবেন, চাইলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৫]

জামাআতের গুরুত্ব বুঝাতে পবিত্র কুরআনুল করিমে ইরশাদ হচ্ছে: আর নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু' করে তাদের সাথে রুকু' করো।[৬]

মুফাস্সীরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এই আয়াতে জামাআত সহকারে নামায আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে: নামায আদায়কারীদের সাথে জামাআত সহকারে নামায পড়ো।[৭]

কোন অপারগতা ছাড়া জামাআত সহকারে নামায না পড়া এমন এক আমল, যার কারণে কাল কিয়ামতে আযাব ও অপদস্ততা নিয়তিতে পরিণত হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: যে দিন এক 'সাক্বু' (পায়ের গোছা) উন্মুক্ত করা হবে (যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহই জানেন) এবং সিজদার প্রতি আহ্বান করা হবে, অতঃপর (যারা) তা করতে পারবে না; তাদের দৃষ্টি অধোমুখী হয়ে থাকবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং নিশ্চয় তাদেরকে দুনিয়ায় সিজদার প্রতি আহ্বান করা হতো (কিন্তু তারা সাড়া দিতো না) যখন তারা সুস্থ ছিলো।[৮]

হযরত ইব্রাহিম তাঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন: "তা হবে কিয়ামতের দিন, সেই দিন সে লজ্জা এবং অপমানে ডুবে থাকবে, কেননা তাকে দুনিয়ায় যখন সিজদার প্রতি ডাকা হতো তখন সে সুস্থ্য থাকার পরও নামাযে উপস্থিত হতো না।" হযরত কা'বুল আহবার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "মহান প্রতিপালকের শপথ! উপরোক্ত আয়াত জামাআত বর্জনকারীদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন অপারগতা ছাড়া জামাআত বর্জন কারীদের জন্য এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে।"[৯]

হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "যদি জামাআত সহকারে নামায বর্জন করা ব্যক্তি এটা জানতো

[১] -সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ৯
[২] - কিতাবুল কাবাইর, কিতাবুর রাবেয়া ফি তরকিস সালাত, ২০ পৃষ্ঠা
[৩] - সূরা মুদাসসীর, আয়াত ৪২, ৪৩
[৪] - জামে তিরমিযী, ১/৪২১, হাদীস নং- ৪১৩
[৫] - সুনানে আবু দাউদ, ২/৮৯, হাদীস নং-১৪২০
[৬] - সূরা বাকারা, আয়াত ৪৩
[৭] - তাফসীরে খাযিন, ১ম পারা, সূরা বাকারা:৪৩, ১/৪৯
[৮] - সূরা কলম, আয়াত -৪২, ৪৩
[৯] - তাফসীরে কুরতুবি, সূরা কলম, আয়াত:৪২, ৪৩, ৯/১৮৭

প্রবন্ধ

যে, সেই বর্জনকারীর জন্য কি (শাস্তি) রয়েছে? তবে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়েও উপস্থিত হয়ে যেতো।"[১০]

জামাআত সহকারে নামায পড়াতে যেমনি মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, তেমনি নামাযের সাওয়াবও অনেক গুণে বেড়ে যায়। অসংখ্য হাদীসে জামাআত সহকারে নামায পড়লে সাওয়াব বৃদ্ধি এবং অনেক নেয়ামতের সুসংবাদও বর্ণিত রয়েছে। আসুন! এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কয়েকটি বাণী শ্রবণ করি:

১. যে পরিপূর্ণভাবে ওযু করলো, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য চলে গেলো এবং ইমামের পেছনে ফরয নামায পড়লো, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১১]

২. আল্লাহ তায়ালা জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীকে ভালবাসেন।[১২]

৩. জামাআত সহকারে নামায একাকী নামায পড়ার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি উত্তম।[১৩]

৪. যখন বান্দা জামাআত সহকারে নামায পড়ে, অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের চাহিদার প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করেন যে, বান্দা চাহিদা পূরণ হওয়ার পূর্বে ফিরে যাবে।[১৪]

সুতরাং জামাআত সহকারে নামায আদায়কারী কতইযে সৌভাগ্যবান, সে জামাআতে অংশগ্রহণ করার কারণে ২৭ (সাতাশ) গুণ বেশি সাওয়াব লাভ করবে, এমন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হয়ে যায়, তার দোয়া কবুলিয়্যতের মর্যাদা লাভ করে এবং নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হওয়াতে প্রতিটি কদমে নেকী অর্জিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত জামাআতের অপেক্ষায় বসে থাকে, তার নামাযের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকে। এক কথায় জামাআত সহকারে নামায আদায়কারী সর্বদা উপকারেই থাকে। কিন্তু আফসোস! জামাআতের তোয়াক্কা করা হয়না, বরং নামাযও যদি কাযা হয়ে যায় তবুও কোন দুঃখ হয়না, কিন্তু পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, যদি তাঁদের তাকবীরে উলা (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর) কখনো ছুটে যেতো তবে তাঁদের এরূপ দুঃখ অনুভূত হতো, যেনো অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে, তাঁরা দুনিয়ায় এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা থেকে তাকবীরে উলাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন এবং আসলেও তাই। হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: পূর্ববর্তী বুযুর্গদের নিকট নামাযের এরূপ গুরুত্ব ছিলো যে, যদি তাদের মধ্যে কারো তাকবীরে উলা ছুটে যেতো তবে তিনদিন পর্যন্ত এর আফসোস করতে থাকতেন এবং যদি কারো কখনো কোন জামাআত ছুটে যেতো, তবে সাতদিন পর্যন্ত দুঃখ করতেন।[১৫] হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সন্তানকে নসিহত করতে গিয়ে বলেন: বৎস! মসজিদই তোমার ঘর হওয়া উচিৎ, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, মসজিদ হচ্ছে মুত্তাকীদের ঘর এবং যার ঘর মসজিদ হবে, আল্লাহ তায়ালা তার মাগফিরাত, রহমত এবং জান্নাতের দিকে পুলসিরাতের উপর দিয়ে নিরাপত্তা সহকারে গমনের জামিনদার হয়ে যান।[১৬]

বুদ্ধিমান সে, যে শুধু নিজেই দ্বীনের বিধানের প্রতি আমলকারী নয় বরং নিজের সন্তানদেরও সুন্নাতের অনুসারী বানায় এবং জামাআত সহকারে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বলে। কেননা, সকল ইবাদতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামায আর এটিই মুক্তির মাধ্যম এবং জান্নাতের চাবি, তাই নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষনাবেক্ষন করা উচিৎ ও তা সময় মতো জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ। সাধারণত দেখা যায় যে, লোকেরা ঘরেই নামায আদায় করে নেয় এবং মসজিদে যাওয়াতে অলসতা করে আর শুধুমাত্র অলসতার কারণে মহান সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। মনে রাখবেন! প্রত্যেক সজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, সক্ষম লোকের উপর জামাআত ওয়াজিব, বিনা কারণে একবারও বর্জনকারী গুনাহগার এবং শাস্তির অধিকারী আর বারবার বর্জন করতে থাকা ফাসিক, স্বাক্ষ্য গ্রহণের অযোগ্য (অর্থাৎ তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়) এবং তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, যদি প্রতিবেশিরা এবিষয়ে চুপ থাকে তবে তারাও গুনাহগার হবে।[১৭]

হযরত উবাইদুল্লাহ বিন ওমর কাওয়ারিরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:"আমি সর্বদা ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছি, কিন্তু আফসোস! একবার আমার ইশার নামাযের জামাআত ছুটে গেলো। এই কারণেই হলো যে, আমার নিকট একজন মেহমান এলো, আমি তার মেহমানদারীতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। ব্যস্ততা সেরে যখন

[১০] - আল মু'জামুল কবীর, ৮/২২৪, হাদীস নং-৭৮৮৬

[১১] - সহীহ ইবনে খোযায়মা, ২/৩৭৩, হাদীস নং-১৪৮৯
[১২] - মুসনাদে আহমদ, ২/৩০৯, হাদীস নং-৫১১২
[১৩] - সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, ১/২৩২, হাদীস নং-৬৪৫
[১৪] - হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৯৯, হাদীস নং-১০৫৯১

[১৫] - মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৬৮ পৃষ্ঠা
[১৬] - মুসানিড়বফ আবী শেয়বা, ৮/১৭২, হাদীস নং-১
[১৭] - বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ

মসজিদে পৌঁছলাম তখন জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এমন কি কাজ করা যায়, যার দ্বারা এই ক্ষতি পূরণ করে নেয়া যায়। হঠাৎ আমার আল্লাহ তায়ালার হাবীব, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই মহান বাণীটি স্মরণ এলো যে, জামাআত সহকারে নামায একা নামায আদায়কারীর নামায থেকে একুশ (২১) গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ। অনুরূপভাবে পঁচিশ (২৫) এবং সাতাশ (২৭) গুণ বেশি ফযীলতও বর্ণিত রয়েছে।"[১৮] আমি চিন্তা করলাম, যদি আমি সাতাশবার নামায পড়ে নিই তবে সম্ভবত জামাআত ছুটে যাওয়াতে যে কমতি রয়ে গেছে তা পুরণ হয়ে যাবে। সুতরাং আমি সাতাশবার ইশার নামায পড়েছি, অতঃপর আমার তন্দ্রাভাব এসে গেলো। আমি নিজেকে কয়েকজন ঘোড়ার আরোহীদের সাথে দেখলাম, আমরা সবাই কোথাও যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন ঘোড়ার আরোহী আমাকে বললো: "তুমি তোমার ঘোড়াকে কষ্ট দিয়ো না, নিশ্চয় তুমি আমাদের সাথে শামিল হতে পারবে না।" আমি বললাম: "আমি আপনাদের সাথে কেন শামিল হতে পারবো না?" বললো: এই জন্য যে, আমরা ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছি।"[১৯]

যদি কেউ জানতে পারে যে, তার নিকট যে বস্তু রয়েছে, তার শহরে সেটার বিক্রয়মূল্য এক টাকা কিন্তু তা সাগরের ওপাড়ে গিয়ে বিক্রি করলে তবে ২৭ টাকায় বিক্রি করতে পারবে, তবে অবশ্যই ঐ ব্যক্তি সাগরের ওপাড়ে গিয়েই নিজের সম্পদ বিক্রি করাকে প্রাধান্য দিবে, কেননা ২৭ গুণ লাভ ছেড়ে দেয়া কেইবা পছন্দ করবে? অতিব আশ্চার্যের বিষয় হলো যে, কয়েক কদম হেঁটে মসজিদে জামাআত সহকারে নামায আদায় করাতে ২৭ গুণ সাওয়াব অর্জিত হয় কিন্তু লোকেরা এর তোয়াক্কা না করেই বিনা কারণে জামাআত বর্জন করে থাকে। অথচ সাহাবায়ে কিরামগণের এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, জামাআতে অংশগ্রহণ করার জন্য এক মাইল দূর থেকে মসজিদে আসতেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: আমাদের ঘর মসজিদ থেকে দূরে ছিলো, তাই আমরা নিজেদের ঘর বিক্রি করে দেয়ার মনস্থির করলাম, যেনো আমরা মসজিদের নিকটে এসে যেতে পারি, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিষেধ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: তোমাদের প্রতিটি কদমের পরিবর্তে সাওয়াব অর্জিত হয়।[২০]

সাহাবায়ে কিরামদের মাঝে জামাআত সহকারে নামায আদায় করার কতইনা আগ্রহ ছিলো, আসলেই পাঁচ ওয়াক্তেই এক মাইল দূর থেকে আসা সহজ কাজ নয় আর আনুগত্যের প্রেরণাও দেখুন যে, শুধু এই কারণেই মসজিদে নববী শরীফের নিকটে ঘর কিনেননি, যেনো দূর থেকে আসাতে বেশি সাওয়াব অর্জিত হয়! পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এরূপ যে, আমাদের ঘরের পাশেই মসজিদ রয়েছে, মসজিদ সামান্য দূর হলেও এবং পায়ে হেটে যাওয়াতে অলসতা হলে গাড়ি, মোটর সাইকেলের মাধ্যমে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, মসজিদেও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তারপরও জামাআত সহকারে নামায পড়া হয়না। ঐ সকল লোকেরা যারা শুধুমাত্র অলসতার কারণে জামাআত সহকারে নামায আদায় করেনা, তাদের উচিৎ, মনোযোগ সহকারে নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ শ্রবণ করা এবং বারবার এ বিষয়ে চিন্তা করা অলসতা ও উদাসীনতাকে দূর করে নিয়মিত জামাআত সহকারে নামায আদায়ের মানসিকতা তৈরি করা।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক ওয়াক্ত নামাযে কিছু মানুষকে অনুপস্থিত পেয়ে ইরশাদ করলেন: আমি চাই যে, কোন ব্যক্তিকে আদেশ দিই যে, সে যেনো নামায পড়ায়, অতঃপর আমি ঐ সকল লোকদের নিকট যাই যারা নামায (জামাআত সহকারে) পড়া থেকে বিরত রয়েছে এবং এ কারণে তাদের ঘরকে জ্বালিয়ে দিই।[২১] হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এখানে বলার বিষয়টি মুনাফিকদের দিকেই নিহিত, কেননা কোন সাহাবী বিনা কারণে জামাআত এবং মসজিদে উপস্থিতি বর্জন করতেন না।[২২]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন: হযরত ওমর ফারুক তাঁর বাগানের দিকে গেলেন, যখন ফিরে আসলেন তখন লোকেরা আসরের নামায আদায় করে নিয়েছিলো, এটা দেখে তিনি পাঠ করলেন এবং বললেন: "আমার আসরের জামাআত ছুটে গেলো, সুতরাং আমি তোমাদের স্বাক্ষী বানালাম যে, আমার বাগানটি মিসকিনদের জন্য সদকা করে দিলাম যেনো এই কাজের কাফফারা হয়ে যায়।"[২৩]

[১৮] - সহীহ বুখারী, ১/২৩২, হাদীস নং-৬৪৫-৬৪৬
[১৯] - উয়ুনুল হিকায়াত, ২/৯৪
[২০] - সহীহ মুসলিম, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬
[২১] - সহীহ মুসলিম, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫১ ও ২৫২
[২২] - মিরাতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/১৬৮
[২৩] - আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, বাবু সালাতিল জামাআত, ১/১১৩

প্রবন্ধ

মনে রাখবেন! ইফতার পার্টি, বিয়ে ও ওলীমার দাওয়াত, ওরশ, ইসালে সাওয়াবের মাহফিল এবং নাতের অনুষ্ঠান ইত্যাদির কারণে ফরয নামায সমূহে মসজিদের জামাআতের তাকবীরে উলা বর্জন করার কোন অনুমতি নেই, এমনকি যে লোকেরা ঘর বা হল অথবা বাংলোর কম্পাউন্ডে তারাবীর জামাআতের ব্যবস্থা করে থাকে এবং নিকটেই মসজিদ বিদ্যমান তবে তাদের উপরও ওয়াজিব যে, প্রথমে ফরয নামায জামাআতে তাকবীরে উলার সাথে মসজিদে আদায় করা। যারা শরয়ী কারণ ব্যতিরেকে ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও ফরয নামায মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করে না, তাদের ভয় করা উচিৎ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "যার এটা পছন্দ যে, কাল আল্লাহ তায়ালার সাথে মুসলমান হয়েই সাক্ষাৎ করবে তবে সে যেনো এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায (জামাআত সহকারে) সেখানে নিয়মিত করে, যেখানে আযান দেয়া হয়, কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবীর জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন এবং এই (জামাআত সহকারে) নামাযও সন্নাতে মুয়াক্কাদা আর যদি তোমরা নিজের ঘরে নামায পড়ে নাও, তবে তোমরা তোমাদের নবী এর সুন্নাত ছেড়ে দিলে এবং যদি তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"[২৪] এই হাদীস শরীফ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জামাআতে নামায আদায়কারীদের উত্তম পরিণতি হবে এবং যারা শরয়ী কারণে ছাড়া জামাআত বর্জন করবে তাদের পরিণতি অত্যন্ত মন্দ হবার আশংকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: যদি আযান শুনে মসজিদে প্রবেশ করার জন্য ইকামতের অপেক্ষা করতে থাকে তবে গুনাহগার হবে।[২৫] তিনি আরো বলেন:"যে ব্যক্তি আযান শুনে ঘরে ইকামতের জন্য অপেক্ষা করে, তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"[২৬]

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রশ্ন দাঁড় করেন যে, জামাআত সহকারে নামায কেন আদায় করা হয়, এতে হিকমত কি? মসজিদে উপস্থিত কেন হতে হয়? অতঃপর এর উত্তর দিতে গিয়ে নিজেই বলেন: জামাআতে দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনেক হিকমত রয়েছে, দুনিয়াবী হিকমত তো এটাই যে, জামাআতের বরকতে জাতির মধ্যে শৃংখলা বজায় থাকে যে, মুসলমানগণ তাদের সকল কাজের জন্য, ইমামের ন্যায় নেতা এবং আমীর খুঁজে নেয়, অতঃপর আমীরের এরূপ আনুগত্য করবে যেমন মুক্তাদী ইমামের (আনুগত্য করে), জামাআত দ্বারা পরস্পর একতা বৃদ্ধি পায়, প্রতিদিন পাঁচবারের সাক্ষাত ও সালাম দোয়া মনের শত্রুতাকে দূর করে দেয়, জাতিতে সময়ের নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস হয়ে যায় যে, সকলেই জামাআতের সময়ে দৌড়ে আসে, জামাআতের মাধ্যমে অহঙ্কারীদের অহঙ্কার দূর হয়ে যায় যে, এখানে বাদশাহকেও গরীবের সাথে দাঁড়াতে হয়, তাছাড়া মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের মিলন সাক্ষাৎ স্থল, যেখানে একত্র হয়ে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ করতে পারে, যেনো মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার কনফারেন্স হয়ে থাকে, দ্বীনি উপকারীতা হলো যে, যদি জামাআতে একজনের নামায কবুল হয়ে যায় তবে সবার কবুল হয়ে যাবে, জামাআতে যেনো মুসলমানদের প্রতিনিধিদল আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হয় এবং প্রকাশ্য যে, শাসকের দরবারে একাকীর পরিবর্তে সম্মিলিত ভাবে যাওয়া বেশি সম্মানের হয়ে থাকে, জামাআতে মানুষ আল্লাহ তায়ালার আদালতে উকিল অর্থাৎ ইমামের মাধ্যমে আরয করে থাকে, যার কারণে কথার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যায়, মসজিদের দিকে আসা যাওয়ায় প্রতিটি কদমেই দশটি করে নেকী অর্জিত হয়, জামাআত মানুষকে ধর্মীয় নেতা, ওলামা ও সূফীদের আদব করা শেখায়।[২৭]

আমাদের মধ্যে এমন লোকের আধিক্য, যারা বাজারের রঙ তামাশায় বসে থাকে, অফিসে ব্যস্ততার নামে সময় অতিবাহিত করে দেয়, আযান হয়ে যায়, জামাআত শেষ হয়ে যায় এবং তাদের এতটুকু অনুভূতিও পর্যন্ত থাকে না এবং যারা নামায পড়েও তবে জামাআত বিহীন, অনেক সময় কথা বলতে বলতে বা কাজকর্ম করতে করতে জামাআত তো জামাআত নামায পর্যন্ত ছেড়ে দেয় কিন্তু আহ! এর কোন আফসোস পর্যন্ত হয়না। আমাদেরও উচিৎ, আমরাও যেনো আমাদের মাঝে জামাআত সহকারে নামাযের গুরুত্ব এবং এর ভালবাসা সৃষ্টি করি আর নিজের সন্তানদেরও বাল্যকাল থেকেই জামাআত সহকারে নামায পড়াতে অভ্যস্ত করি।

---

[২৪] - মুসলিম শরীফ, ১/২৩২, হাদীস নং-২৫৭

[২৫] - ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/১০২ : আল বাহরুর রায়েক, ১/ ৬০৪

[২৬] - আল আবহরুর রায়েক, ১/৪৫১

[২৭] - রিসালায়ে নঈমিয়া, ২৮৮ পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ

ইয়াজিদের ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা

অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইয়াজিদ ছিল একজন কুখ্যাত স্বৈর-শাসক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, ইয়াজিদ ছিল মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ফাসেক-ফাজের এবং কবিরা গুনাহ্গার। তবে কাফের বলা ও লা'নত বর্ষণ করা/অভিশাপ দেয়ার ব্যাপারে কোন কোন ইমাম সতর্কতা অবলম্বন তথা (তাওয়াক্কুফ) করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম তাফতাযানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সহ অনেকেই ইয়াজিদকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং তার উপর, তার অনুসারী ও সমর্থকদের উপর লা'নাতুল্লাহি বলেছেন। দলিল হিসেবে যে আয়াতে করিমা তারা পেশ করেছেন তা হল-

فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا ارحامكم والئك لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم-

অর্থাৎ এটাই কি তোমাদের উচিত যে, তোমরা রাজ্যের মালিক হয়ে আল্লাহর জমীনে অন্যায় ও ফ্যাসাদ শুরু করে দেবে এবং আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেবে? এরাইতো সেসব লোক যাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত বর্ষণ করেছেন, তাদেরকে বধির এবং তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন।

[সূরা মুহাম্মদ: আয়াত-২২-২৩]

এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, ইয়াজিদ বাদশাহ্ হয়েই আল্লাহর জমীনে বিশেষত: পবিত্র মক্কা ও মদিনায় উভয় হেরেমে ফাসাদ সৃষ্টি ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। সে কারবালার ময়দানে নবী বংশের উপর নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে নিস্পাপ মাসুম বাচ্চাসহ অনেক জনকে শহীদ করেছে। পবিত্র মক্কা এবং মদিনা শরীফকেও অপবিত্র করেছিল। তার সৈন্যদের ঘোড়ার পায়খানা ও পেশাব দ্বারা মসজিদে নববীর মিম্বার শরীফকে অপবিত্র করেছিল। মসজিদে নববীতে তিন দিন পর্যন্ত আযান-ইকামাত, নামায জামাআত বন্ধ করে দিয়েছিল। তার নির্দেশে তার জালেম বাহিনী মদিনা পাকের অসংখ্য সাহাবী ও তাবেয়ীদের শহীদ করেছিল। মূলত এসব জঘন্য অপরাধের পেছনে ছিল সরাসরি ইয়াজিদের ভূমিকা। নবীজির কলিজার টুকরা ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করে তাঁর উপর এবং কারবালার অন্যান্য শহীদগণের উপর তার জালিম বাহিনীর ঘোড়া দৌড়িয়েছিল। শির মোবারক বর্শায় গেঁথে ইয়াজিদ সৈন্যরা উল্লাসে মেতেছিল। অথচ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কত যে প্রিয় ছিলেন তার বর্ণনা অসংখ্য হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি হযরত হাসান-হোসাইনের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল সে মূলত আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল, তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্বেষ পোষণ করবেন। আর যার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্বেষ পোষণ করবেন, তাকে আল্লাহ্ আগুনে তথা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

[হাকেম: আল্ মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, ৩য় খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৭৭৬]

উক্ত হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্বেষ পোষণ করার অর্থ অসন্তুষ্ট ও নারাজ হওয়া।

তাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম তাফতাযানী ও ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী সহ ইমামগণের অনেকেই তাকে কাফের ও মালউন বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

আর যে ইয়াজিদের কুকর্ম ও প্রকাশ্য কবিরা গুনাহ্ করাকে অস্বীকার করে এবং মজলুমে কারবালা ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দোষারোপ করে, ইয়াজিদকে নির্দোষ মনে করে বিশেষত: ইয়াজিদ এর মত ফাসেক ও শরাবীকে রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলে অবশ্যই সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা জান্নাতী দল হতে খারিজ হয়ে গোমরাহ ও পথ ভ্রষ্টদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ফাসিকের প্রশংসা করলে আরশ আজীমে জলজলা সৃষ্টি হয় যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যার অন্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং নবী বংশের তথা আহলে বাইতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত-ভালোবাসা বিন্দুমাত্র রয়েছে সে এমনটা চিন্তাই করতে পারে না। সহীহ বোখারী শরীফে যে হাদীস খানা বর্ণিত আছে তা ''কসতুনতুনিয়া যুদ্ধে'' অংশ

ফতোয়া বিভাগ

গ্রহণ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "যারা সর্বপ্রথম মদিনা কায়সার তথা কসতুনতুনিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হবে।"

সহীহ ও বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী সে যুদ্ধে ইয়াজিদ অংশগ্রহণ করেনি। কারণ কসতুনতুনিয়া প্রথম যুদ্ধ হয়েছে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেলাফতের সময় ৩২ হিজরিতে আর ইয়াজিদ কসতুনতুনিয়ার যে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল তা আরো পরে। সুতরাং ইয়াজিদ ক্ষমা প্রাপ্তির শুভ সংবাদ সক্রান্ত হাদীসে অন্তর্ভুক্ত নাই। ইয়াজিদ কসতুনতুনিয়ার যে যুদ্ধে শরীক ছিল তার পূর্বে কসতুনতুনিয়ায় মুসলিম সেনা বাহিনী ৩/৪ বার হামলা করেছিলেন। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দ্বারা এটাই প্রমাণিত।

[নুজহাতুলকারী শরহে সহীহ বোখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০ কৃত: মুফতি শরিফুল হক আমজাদী ইত্যাদি]

তদুপরি ৬১ হিজরিতে ইসলামের ইতিহাসে ইয়াজিদ কারবালায় যে হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত করেছে যেখানে কুখ্যাত ইয়াজিদের নির্দেশে ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আহলে বাইতে রাসূল সহ ইমাম হোসাইনের অনুসারী ৭২ জন সদস্যকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। এই নিষ্ঠুর পাপের অভিশাপ হতে ইয়াজিদ এবং তার দোসররা মুক্তি পেতে পারে না। অথচ আহলে বাইতে রাসূলের পবিত্রতা, মান-মর্যাদা পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন। যেমন-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا- (سورة احزاب-33)

"হে প্রিয় নবীর খান্দান্ আল্লাহ্ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক যাবতীয় অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পুতঃপবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। [সূরা আহযাব: আয়াত ৩৩, পারা ২২]

আর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قل لااسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى-

অর্থাৎ-"হে প্রিয় হাবীব, আপনি আপনার উম্মতকে বলে দিন, আমি সেটার জন্য অর্থাৎ (ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে (ক্বোরআন) দান করার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় চাই না, কিন্তু চাই আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা।"

[সূরা আশ্শুরা: আয়াত ২৩]

সুতরাং যাদের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা ঈমানের দাবী, আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের নির্দেশ, তাদেরকে অর্থাৎ সে আহলে বাইতে রাসূল-এর সাথে ইয়াজিদের কারবালার ময়দানে যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে শহীদ করেছে, নবী বংশের প্রতি যে অপমান-অসম্মান পৃথিবীর বুকে সে করেছে তা মূলত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশকে অমান্য ও অপমান করেছে। অপর দিকে হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ও হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সর্বপোরি রাসূলে আকরম নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে মারাত্মক আঘাত দিয়েছে। আর যে বদবখত জালেম প্রিয় নবীকে কষ্ট/আঘাত দিয়েছে সে মূলত স্বয়ং আল্লাহকেও কষ্ট দিয়েছে আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিয়েছে তার ঠিকানা জাহান্নাম। যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা- "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করবেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক-লাঞ্ছনার আযাব আল্লাহ্ তা'আলা তৈরি করে রেখেছেন।

[সূরা আহযাব: আয়াত ৫৭]

এখানে আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার অর্থ হলো তাঁর প্রিয় বান্দাদের কষ্ট দেয়া। ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর পাপিষ্ঠ ইয়াজিদের নির্দেশে তার বাহিনীরা যে তলোয়ার চালিয়েছিল তাতে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীব নবীয়ে দো'জাহা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই সীমাহীন কষ্ট পেয়েছেন। সুতরাং ইয়াজিদকে নির্দোষ ও রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইত্যাদি বলা মূলত আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু ও তাঁর প্রিয় হাবীবকে কষ্ট দেয়া। তাই ইসলামী জগতের অন্যতম আকিদার কিতাব শরহে আকায়িদে নসফীতে ব্যাখ্যাকারী ইমাম তাফতাযানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইয়াজিদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বশেষ ফয়সালা দিয়েছেন- 'ইয়াজিদ, তার দোসর ও তার সাহায্যকারী সকলের উপর আল্লাহর লা'নত ও অভিশাপ। সুতরাং যারা এ কথা বলে সরল প্রাণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইয়াজিদকে জান্নাতের টিকেট দিয়েছেন এবং ইয়াজিদ ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, তারা জঘন্যতম মিথ্যুক। বরং সহীহ হাদিস দ্বারা এ কথা

ফতোয়া বিভাগ

প্রমাণিত যে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা বলেন নাই তা যদি কেউ রাসূলে পাকের দিকে সম্পর্কিত করে বলে যে, আল্লাহর রাসূল এটা বলেছেন- তবে তার ঠিকানা জাহান্নাম এবং সে মিথ্যুক ও ভণ্ডনবীদের অন্তর্ভুক্ত।

[সহীহ মুসলিম ও সুনানে ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদি]

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইয়াজিদ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হানজলাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

انه رجل ينكح امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلوة-

অর্থাৎ ইয়াজিদ এমন দুষ্ট ও লম্পট প্রকৃতির লোক ছিল যে, ইসলামী শরিয়তে যেসব নারী বিবাহ করা হারাম এসব মুহরিমাতকে বিবাহ করত শরাব পান করত এবং নামায ছেড়ে দিত। [তারিখুল খোলাফা (আরবী): ১৭৪ পৃষ্ঠা]

হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আহলে বাইতে রাসূলের শাহাদতের ঘটনা বর্ণনার পর ইমাম সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

لعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد ايضًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম হোসাইনের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হত্যাকারী, ইবনে জিয়াদ এবং ইয়াজিদের উপর লা'নত/অভিশাপ বর্ষণ করুন।

[শরহে আকায়েদে নসফী, নিবরাস (শরহে আকায়েদে নসফীর ব্যাখ্যা), তারিখুল খোলাফা কৃত: ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রাহ. ইত্যাদি]

আল্লামা ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহু বলেন, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে একটি দল দামেশকে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করলেন। সে তাদেরকে ভালভাবে আপ্যায়ণ করাল এবং অনেক উপহার প্রদান করল। এ দলের আমীর ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হানযালা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। হযরত হানযালা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন যাকে ফেরেশতারা আসমানে গোসল দিয়েছিলেন। দামেশকে অবস্থানকালে তাঁরা ইয়াজিদের সীমালঙ্ঘন ও ফিসক নিজ চোখে দেখেছিলেন যা তাদেরকে ভীষণভাবে মর্মাহত করেছিল।

অতঃপর তাঁরা মদীনায় ফিরে আসলেন, মদীনা মুনাওয়ারার সবাইকে জানিয়ে দিলেন ইয়াজিদের নানা অপকর্মের কাহিনী। বিশেষ করে মদ পান করা, মাতাল হয়ে নামায ছেড়ে দেয়া ছাড়াও আরো বিভিন্ন অপকর্মের কথা। মসজিদে নববীর মিম্বররের সামনে সবাই এসে উপস্থিত হলেন। ইয়াজিদকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করলেন। তার নিকট বাইআত করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এ সংবাদ পৌঁছে গেল ইয়াজিদের নিকট। ইয়াজিদ (ক্ষিপ্ত হয়ে) মুসলিম বিন উকবার অধীনে একটি সেনাদল প্রেরণ করল। যখন ইয়াজিদ বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছল, মুসলিম বিন উকবাহ্ তার বাহিনীকে মদীনা মুনাওয়ারা তিন দিনের জন্য হালাল ঘোষণা দিল। (অর্থাৎ তিন দিনে তারা মদীনা মুনাওয়ারায় ইচ্ছেমত যা কিছু করার করতে পারবে, কোন বাধা থাকবে না।) এ তিন দিনে ইয়াজিদের বাহিনী অনেক মানুষ হত্যা করেছিল। মসজিদে নববীতে আযান-নামায বন্ধ করে দিয়েছিল। তার বাহিনীরা মসজিদে নববীতে ঘোড়া-গাদা বেঁধেছিল। চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা পায়খানা-প্রস্রাব করিয়ে মসজিদে নববী ও রওজা শরীফ নাপাক করেছিল। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এ সময় ইয়াজিদের বাহিনী ৭০০ জন হাফিজে ক্বোরআনকে শহীদ করেছিল। এর মধ্যে সাহাবায়ে রাসূলও ছিলেন। এ ঘটনাকে ইতিহাসে হার্‌রার ঘটনা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

[আল্ বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্: অধ্যায় ইখবারু ওয়াকেআতিল হাররাহ্]

এ ঘটনাকালে ইয়াজিদ বাহিনী মানুষ হত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন এবং নারী ধর্ষণ সহ সব কিছুই করেছিল। জালিম ইয়াজিদের নির্দেশে তার বাহিনী কর্তৃক পবিত্র মদীনায় জুলুম-অত্যাচারের বিবরণ আত্ তাবারী-৫/৪৮৪, আল্ কামিল: ৪/১১২ কৃত: ইবনে আসীর, আল্ বিদায়া ওয়ান নেহায়া: ৮/২১৮- কৃত: ইমাম ইবনে কাছির এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনাকালে মুসলমানদের রক্তে মদীনার রাস্তাগুলো লাল হয়েছিল গড়িয়ে গড়িয়ে প্রিয় নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মোবারক পর্যন্ত পৌঁছেছিল। মসজিদে নববী রক্তে ভরে গিয়েছিল। হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল।

[আত্ তাযকিরাহ্: কৃত ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী]

শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, ঐতিহাসিকগণ হাররার তথা পবিত্র মদীনার ঘটনার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ ঘটনায় অনেক সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনার পর আর কোন বদরী সাহাবী জীবিত ছিলেন না।

[সহীহ বোখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারী: ৮/৬৫১ কৃত- ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রাহ.]

ফতোয়া বিভাগ

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি হাদিস প্রদত্ত হল:

হুযূর পুরনূর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'হে আল্লাহ্, যে ব্যক্তি মদীনা বাসীর উপর অত্যাচার করে এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে, তুমি তাকে ভয় প্রদর্শন কর। এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের লা'নত বর্ষিত হোক।

[মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী: ২/১২৫/১, আস সিললিাতুস্ সাহীহাহ লিল আলবানী: ১/৬২০, ১/৩৫১ আলা মাজমা' লিল হাইসামী: ৩/৩০৬]

উক্ত হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ আক্রমণকারীর উপর লা'নত দিয়েছেন। ইতিহাসবিদগণ ঐকমতের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, ইয়াজিদের নির্দেশে ৬৩ হিজরিতে মদীনা শরীফে হত্যা, লুঠ, ধর্ষণ হয়েছিল।

হযরত সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর প্রতি মন্দ আচরণ করার ইচ্ছা পোষণ করবে, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তাকে (তার শরীরকে) এমনভাবে গলিয়ে ফেলবেন, যেমনভাবে পানিতে লবণ গলে যায়।

[সহীহ বুখারী ফাদাইলিল মাদীনাহ: ৩/২৭, হাদীস নম্বর- ১৭৭৮]

সহীহ মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, তার দেহ শীশা দ্বারা গলিয়ে দেয়া হবে। [মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব: ৪/১১৩]

আর হাফিয ইবনে হাজারের কথা অনুসারে সকল ঐতিহাসিকগণ একমত হয়েছেন যে ইয়াজিদ শুধু মন্দ আচরণই করে নাই, তার নির্দেশে মদীনা মুনাওয়ারাতে সাহাবীদেরকে এবং উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শহীদ করা হয়েছে। এবার চিন্তা করুন এবং আল্লাহ্-রাসূলের উপর পরিপূর্ণ ঈমান রেখে বলুন যদি কোন ইমাম বা ব্যক্তি ইয়াজিদ (যে শারাবী, মদ খোর, নামায তরককারী, নবীজির কলিজার টুকরা আওলাদ, শুহাদায়ে কারবালা বিশেষত: জান্নাতের সরদার ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার নির্দেশ দাতা নবীজির পবিত্র মদীনার মান-সম্মান-ইজ্জত লুণ্ঠনের এবং মদীনা বাসীদের হত্যা, ধর্ষণ ও জুলুম-অত্যাচার করার নির্দেশ দাতা তদুপরি তার জালেম বাহিনী মক্কা শরীফের পবিত্র খানায়ে কাবায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ও পাথর নিক্ষেপ করেছিল। যা নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। (যার উদ্ধৃতি পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে) তাকে রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলে সম্মান করে বা ইয়াজিদের পক্ষ অবলম্বন করে সে মূলত ইয়াজিদের জঘন্যতম যাবতীয় নাফরমানী শারাব পান সহ নবীজির আওলাদকে নির্মমভাবে শহীদ করা, পবিত্র হেরেমাইন তথা মদীনা মুনাওয়ারা ও খানায়ে কা'বায় তার বাহিনী দ্বারা জুলুম অত্যাচার করাকে সমর্থন করার নামান্তর। এ ধরনের ইমামের পেছনে নামায শুদ্ধ হওয়া দূরের কথা বরং তার ঈমানও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। ইয়াজিদ মার্কা এ ধরনের ইমাম ও খতিবের খপ্পর থেকে মুসলিম মিল্লাতকে আল্লাহ্ তা'আলা হেফাযত করুন।

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

অধ্যক্ষ মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্**
মুরাদপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

◈ **প্রশ্নঃ** শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। বিভিন্ন পন্থায় শয়তান প্ররোচনা দেয়। শয়তানের প্ররোচনা হতে বাঁচার উপায় জানিয়ে ধন্য করবেন।

📖 **উত্তরঃ** পবিত্র ক্বোরআনে "শয়তানের কথা মহান আল্লাহ্ তা'আলা বহুবার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু বলে ঘোষণা করেছেন এবং শয়তানকে অনুসরণ না করার তাগিদ প্রদান করে ইরশাদ করেছেন-

ولاتتبعوا خطوات الشيطن أنّه لكم عَدُوّ مُبِيْنٌ-

অর্থাৎ- এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না; নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

[সূরা বাকারা: আয়াত- ২০৮]

এ আয়াতের আলোকে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হলেও মানুষ তাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে না- ফলে শয়তানকে প্রতিহত করা বা তার ফাঁদ হতে বেঁচে থাকা সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্ট সাধ্য। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীসে পাকে শয়তান হতে বেঁচে থাকার উপায় উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন-

عن ابو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى الشيطانُ احدكم فيقول مَنْ كذا مَنْ خَلَقَ كذا حتى يقول مَنْ خلق ربك فاذا بَلَغَهُ فَلْيَستَعِذ باللهِ ولْيَنْتَه- (متفق عليه)

অর্থাৎ- সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- শয়তান তোমাদের কারো নিকট এসে বলে, অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করেছে? অমুক বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এমন কি সে বলে তোমাদের প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন এতটুকুতে পৌঁছে যাবে তখন 'আওজু বিল্লাহ্' বলে আল্লাহ্‌র কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় চাও এবং (এ বিষয়ে) বিরত থাক।

[বোখারী ও মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ]

মেশকাত শরীফে আরো বর্ণিত রয়েছে-

فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذالك شيئًا فَلْيَقُلْ امَنْتُ بالله ورسوله- (متفق عليه)

অর্থাৎ- অতঃপর যার অন্তরে এরূপ কুমন্ত্রণা ও বাজে খেয়াল আসবে সাথে সাথে বলবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এনেছি।

[বোখারী ও মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ- পৃষ্ঠা- ১৮]

আরো বর্ণিত আছে যে, অন্তরে খারাপ ধারনা সৃষ্টি হলে বা শয়তান মন্দ প্ররোচনা দিলে, ইস্তেগফার ও সূরা ইখলাস পাঠ করবে। তারপর নিজের বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করবে আর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাইবে।

তাছাড়া মনের মধ্যে শয়তানী প্ররোচনা/প্রতারণা উপলব্ধি হলে তাৎক্ষণিকভাবে বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করে শয়তানকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করবে এবং মনের ওয়াস-ওয়াসা অন্তরেই শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করবে এবং তা কাজে পরিণত/বাস্তবায়ন করার পূর্বেই বেশি বেশি আল্লাহর জিকির, প্রিয় নবীর উপর দরূদ পাঠ করে শয়তান-এর কুমন্ত্রণা ও প্রচারণা হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং আজে-বাজে খারাপ কল্পনা-ঝল্পনা থেকেও বেচে থাকার চেষ্টা করবে। বর্তমান সময়ের অপসংস্কৃতি- আকাশ মিডিয়া সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত অশ্লীল ছায়াছবি, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও নগ্নতায় ভরা প্যাকেজ অনুষ্ঠান হতে নিজেও বেঁচে থাকবে, ছেলে-সন্তানদেরকে বিরত রাখবে।

[সহীহ মুসলিম, মেশকাত শরীফ ও মেরকাত শরহে মেশকাত ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ শফিউল আলম**
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

◈ **প্রশ্নঃ** ইদানিং কিছু ইমামকে দেখা যায় নামাযে পাগড়ী না বেঁধে রুমালকে মহিলার ঘোমটার ন্যায় দুই পাশে ঝুলিয়ে দেয়। রুকু সাজদার সময় টেনে টেনে ঠিক করতে দেখা যায়। ইমামের এহেন কাজ শরিয়তে

কতটুকু বৈধ বা অবৈধ এ ব্যাপারে জানালে উপকৃত হব।

📖 **উত্তর:** পাগড়ী পরিধান করা সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা। পাগড়ী পরিধান করার ফজিলত হাদীসে পাক দ্বারা সাব্যস্ত। পাগড়ী বেঁধে নামায আদায়ের সাওয়াব পাগড়ী ছাড়া নামায আদায়ের চেয়ে ২৫ থেকে ৭০ গুণ বেশি। যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এ ছাড়াও হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

عَلَيْكُمْ بِالعمائم فإنّها سيماءُ الملائكة-

অর্থাৎ- তোমরা পাগড়ী বাঁধবে, কেননা এটা ফেরেশতাদের প্রতীক।

[শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নম্বর ৬২৬২, কৃত: ইমাম বায়হাকী রাহ.]

অপর হাদীসে পাকে রয়েছে 'তোমরা পাগড়ী পরিধান কর, নিশ্চয় পাগড়ী ইসলামের নিদর্শন এবং তা মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্যকারী।

[তিরমিযি শরীফ: ১ম খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা]

নামাযে 'সদল' বা কাপড় তথা চাদর বা রুমাল ঝুলিয়ে দেয়া মাকরূহে তাহরীমি। যেমন মাথা বা কাঁধের উপর চাদর, রুমাল, শাল ইত্যাদি এমনভাবে রাখা যে, উভয় প্রান্ত সরাসরি ঝুলতে থাকে। তবে যদি এক প্রান্ত এক কাধেঁর উপর রাখা হয় এবং অপর প্রান্ত ঝুলতে থাকে তাহলে অসুবিধা নেই। আজকাল দেখা যায়, কোন কোন নামাযী ও ইমাম মাথা বা কাধেঁর উপর এমনভাবে রুমাল ঝুলিয়ে রাখে যা রুকু অবস্থায় গলা, মাথা ও কাধেঁর উভয় প্রান্তে সরাসরি লটকে ও ঝুলে থাকে। এভাবে নামায পড়া মাকরূহ। এটা পাগড়ী বা আমামা নয় বরং নামাযের প্রতি অবহেলা।

তাছাড়া নামায অবস্থায় বার বার নড়াছড়া করা বা নামাযে আস্তিন, রুমাল বা চাদর বারবার উপরের দিকে এমনভাবে কুড়িয়ে নেয়া যাতে হাতের কুনুইগুলো প্রকাশ পায় তখনও নামায মাকরূহ হবে। এটা নামাযের প্রতি চরম অবহেলা ও অবজ্ঞা। নামাযের প্রতি অবশ্যই যত্নবান ও আন্তরিক হতে হবে নতুবা অবশ্যই গুনাহগার হবে।

[ফাতহুল ক্বদীর, বাহরুর রায়িক এবং ফতোয়ায়ে রযভীয়া: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৬ ও ৪২৩]

✍ **মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

◈ **প্রশ্ন:** কাশ্‌ফ কি? কাশ্‌ফ হতে অর্জিত জ্ঞান কতটুকু আমলযোগ্য? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

📖 **উত্তর:** কাশ্‌ফ মূলত আরবী শব্দ। যার অর্থ উম্মুক্ত হওয়া, বাতেনী রহস্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। তরিকতের দৃষ্টিতে কাশ্‌ফ হচ্ছে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে প্রকৃত অলি, গাউস ও সাধক বাতেনী জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য বিষয়াদি এবং আল্লাহ্ তা'আলার জাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান। এবং ভবিষ্যত জগতের অনেক কিছু তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে এটা অর্থাৎ কাশ্‌ফ প্রকৃত আল্লাহ্‌র বন্ধুদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে খাচ দয়া ও করুণা। কোন কোন তরিকতপন্থী সূফির নিকট কাশ্‌ফ লব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। কিন্তু ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সহ অনেক বুজর্গানে দ্বীন প্রসিদ্ধ ও হকপন্থী তরিকতের ইমামদের উক্তি উদ্ধৃতি পূর্বক লিখেছেন যে, আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল তথা শরিয়তের বিধি-বিধানকে ওলিদের কাশ্‌ফ অতিক্রম করতে পারে না। ক্বোরআন ও প্রিয়নবীর সুন্নাহ্ তথা ওহীর মাধ্যমে যে ইলম অর্জিত অর্থাৎ ইলমে দ্বীন এটাই মূলজ্ঞান। প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাধক-অলিকুল শিরমণি, সৈয়্যদুনা হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, 'আমাদের সূফীদের ইলম (হাল ও কাশ্‌ফ) হল মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত দ্বারা আবদ্ধ। আর যে কাশ্‌ফের স্বপক্ষে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূল সাক্ষ্য দেয় না তা কোন বস্তুই নয়। আর তাই প্রকৃত অলিদের ইলম তথা কাশ্‌ফ অর্জিত জ্ঞান কখনো কিতাবুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের বাইরে যাবে না। যদি সামান্য পরিমাণও বাইরে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে তা প্রকৃত ইলম নয়, প্রকৃত সূফীদের কাশ্‌ফও নয়। বরং নিছক মূর্খতা।

আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন, সে বহু কাশ্‌ফের অধিকারী ব্যক্তিকে ধোকায় পতিত করে। ফলে ঐ ধরনের কাশ্‌ফের দাবীদার ভন্ডরা সেটাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনে করে।

এটার উপর আমল করে নিজে যেমন পথভ্রষ্ট হয় অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। ঐ জন্যই শরিয়ত তরিকতের প্রখ্যাত ও প্রকৃত শায়খ ও ইমামগণ কাশ্‌ফ দ্বারা অর্জিত ইলমের/জ্ঞানের উপর আমল করার পূর্বে তা কিতাবুল্লাহ্ তথা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের মাপকাঠিতে যাচাই করে নেন। যদি কাশ্‌ফে অর্জিত জ্ঞান কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতের অনুরূপ হয় তবেই তা আমলযোগ্য, নতুবা তা পরিত্যাজ্য এবং আমল যোগ্য নয়। বরং তা শয়তানের প্রতারণা মনে করতে হবে।

[ফতোয়ায়ে রজভীয়া: কৃত- ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা বেরলভী রাহ. ও সাবয়ে সানাবেল: কৃত- মীর আবুল ওয়াহিদ বিলগরামী ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ ফারহান উদ্দীন**
হাটহাজারী, মাদার্শা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ছোট বেলা হতে হুজুরদের কাছে জেনেছি নামাযে দাঁড়ালে দুই পায়ের মাঝখানে ৪ আঙ্গুল ফাঁকা রাখতে হয়। কিন্তু এখন দেখা যায় যে দু'পায়ের মাঝখানে বিরাট ফাঁকা রেখে নামাযে দাঁড়াতে দেখতে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর: নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝখানে কতটুকু পরিমাণ ফাঁকা রাখতে হবে প্রায় এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভ্রান্তি দেখা যায়। কেউ তো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ালে দেখা যায় উভয়ের পায়ের মাঝে ফাঁকের পরিমাণ অনেক বেশি, যা একেবারে বেমানান এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। ওজর বা অসুবিধা হলে ভিন্ন বিষয়। তখন সুযোগমত নামাযে দাঁড়াবে। তবে কোন প্রকারের ওজর বা অসুবিধা না হলে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা মুস্তাহাব এবং দু-পাকে সোজা রেখে পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী রাখা সুন্নাত। বিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ 'রাদ্দুল মুহতার''-এ উল্লেখ রয়েছে-

وسبغنى أنْ بكونَ بينهما مقدارُ أربع اصابع اليد لِاَنّهُ اَقْرَبُ اِلَى الخشوع هكذا روى عن اِبِى نَصْر الدبوسئ أنّه كانَ يَفْعَلَهُ- (ص- 374- ج- 3)

অর্থাৎ নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মাঝখানে হাতের চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা উচিত। কেননা নামাযের মধ্যে খুশু বা একাগ্রতার জন্য এটি অতি নিকটবর্তী। হযরত আবু নসর দাবুসী রাহিমাতুল্লাহি আলায়হি থেকেও এমন বর্ণনা পাওয়া যায়- তিনি নিজেও এ রকম আমল করতেন।

[রাদ্দুল মুহতার: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৪, কৃত আল্লামা আলাউদ্দীন খাচকফি হানাফী রাহ.]

উপরোক্ত বর্ণনা হতে বুঝা যায়, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা উত্তম ও সুন্দর পন্থা।

✍ **মুহাম্মদ রহমত আলী**
চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: এক বক্তি একটি মাদ্‌রাসা দিয়েছেন। কিন্তু ঐ মাদ্‌রাসায় হোস্টেল/এতিমখানা নেই এবং এ অবস্থায় ঐ মাদ্‌রাসার নামে যাকাত ফিতরা এবং কোরবানির চামড়ার টাকা আদায় করা শরীয়ত সম্মত কিনা? বা কতটুকু জায়েজ? দলিল সহকারে জানালে বিশেষভাবে উপকৃত হব।

উত্তর: ইসলামী শরিয়তের নির্ভরযোগ্য ফিকহ্ ফতোয়ার গ্রন্থাবলী যেমন- ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া (আলমগীরি), তাবয়ীন, কাজী ইদাহ, ফতোয়ায়ে ফয়জুর রাসূল, ফতোয়ায়ে বাজ্জাযিয়া ও বাহারে শরিয়ত সহ ইত্যাদি গ্রন্থ সমূহে উল্লেখ রয়েছে- কুরবানির পশুর চামড়া কুরবানি দাতা ইচ্ছা করলে ব্যবহারযোগ্য করে জায়নামায, দস্তরখানা, থলে/ব্যাগ ও বিছানা ইত্যাদি তৈরি করে নিজে ও নিজের পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করতে পারবে। আর কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রয় না করে সম্পূর্ণ চামড়া মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ফোরকানিয়া, এতিমখানা, ঈদগাহ্ ও স্কুলসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য পরিচালনা কমিটিকেও প্রদান করতে পারবে। যেমন- ফতোয়ায়ে ফয়জুর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আল্লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

لہذا اسے مسجد مدرسہ قبرستاں یا عیدگاہ کی معیر میں لگا جا ر ر
ہے خواہ انکے مد طمدیں کو چمڑا دے کہ وہ بیچ کرانکی معیر پر صرف
کریں یا اں چیزوں کی تعمیر میں صرف کرنے کی نیت سے بیچ
کر اسکی قیمت دیں یہ بھی جا فتاوی رہے- ار یہ میں ہے- لہ
ان يبعها بالدارهم ليتصدق بها- (صفه ٤٧٣- ج ٦)

অর্থাৎ কুরবানির পশুর চামড়া মসজিদ, মাদ্‌রাসা, (ফোরকানিয়া, এতিমখানা) কবরস্থান, ঈদাগাহ্ নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা জায়েয। কোরবানি দাতা ইচ্ছা করলে পরিচালনা কমিটিকে কুরবানির পশুর চামড়া দেবে, কমিটি তা বিক্রয় করে উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করবে, অথবা সে সকল প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা, কবরস্থান, ঈদগাহ ইত্যাদিতে) খরচের নিয়তে কুরবানি দাতা কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রয় করে মুল্য প্রদান করবে, তাও জায়েয।

উল্লেখ্য যে, কুরবানি দাতা সাদকা করার নিয়তে কুরবানির পশুর চামড়া, দিরহাম তথা টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা জয়েয।

[ফতোয়ায়ে, ফয়জুর রাসূল- ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৭৩]

এ ছাড়াও মসজিদের ইমাম, খতিব, মোয়াজ্জিন, মাদ্‌রাসা, ফোরকানিয়া বা অসহায়কে হেবা করতেও পারবে। তবে মাদ্‌রাসা বা ফোরকানিয়ায় গরীব, ইয়াতিম ও অসহায় ছাত্রদের খানা-পিনা ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না থাকলে সরাসরি জাকাত ও ফিতরা সংগ্রহ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মাসিক তরজুমান ১৪৩৮ হিজরি, নভেম্বর- ২০১৬ ইংরেজী সফর সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করার হয়েছে। তা সংগ্র করার অনুরোধ রইল।

📰 দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা 📰 একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে 📰 প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। 📰 প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা: প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক

(রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

সুজলা-সুফলা গিরি কুন্তলা সাগর মেখলা প্রাচ্যের সৌন্দর্য্যের রাণী 'চট্টলা' চাটগাম তথা চট্টগ্রাম। এ জেলার উত্তর পূর্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কোলঘেঁষে চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি সড়কের দু-পাশ ধরে অবস্থান গ্রাম সুলতানপুর, রাউজান উপজেলার একটি ইউনিয়ন রাউজান পৌরসভা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও চিহ্নিত। বর্ধিষ্ণু এ গ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিতি মুকিম বাড়ির মরহুম বেলায়েত আলী চৌধুরী ও বেগম ফজিলাতুন্ নেছার ঔরসে এক শুভক্ষণে একটি শিশুর জন্ম হয় ২০ জুলাই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দঘন পরিবেশে ইসলামী শরীয়ত মতে নাম রাখা হয় আবদুল খালেক।

মোগল আমলের পদাতিক বাহিনীর চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান শেখ বড় আদম লস্করের বংশধরের প্রদীপ হয়ে এ শিশু জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সম্রাট আওঙ্গজেবের আমলে চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সে সময় মোগল পদাতিক বাহিনীর প্রধান হয়ে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে গৌড় হতে বড় আদম লস্করের সুলতানপুর আগমন।

বড়বোন তামান্না ও আবদুল গণি চৌধুরীর আদরের ছোট ভাই শিশু আবদুল খালেক। শিশু আবদুল খালেক অতি অল্পবয়সেই পিতৃহারা হলেন। বড় ভাই-বোন পিতৃহারানোর বিয়োগ-ব্যথা উপলব্ধি করতে পারলেও শিশু আবদুল খালেক ছিলেন নিতান্তই অবুঝ। শোকাবহ এ সংসারকে বেগম ফজিলাতুন্ নেছা একাধারে মা ও বাবার দ্বৈত ভূমিকায় সন্তানদের আগলে রাখেন অতি কষ্ট করে। এমতাবস্থায় মরহুম বেলায়ত চৌধুরীর জ্ঞাতি ভাই চাচা মরহুম আহমদ মিয়া চৌধুরী এগিয়ে আসেন। ভাইয়ের এ সংসারকে টিকিয়ে রাখতে তিনি মহত্বের পরিচয় দেন। আহমদ মিয়া চৌধুরী ছিলেন সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার মহান মুর্শিদ কুতুবুল আউলিয়া আওলাদে রসুল (৩৯তম) দ. হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেয সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)-এর খলীফা আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আবু মুহাম্মদ তবিবুল আলমের পিতা। তিনি আলোকিত মানুষ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক সম্পর্কে বলেন, মুরুব্বী, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের নিকট শুনেছি ভাইজান বাল্যকালে খুবই শান্ত স্বভাবের ছিলেন। পথ চলতেন ধীরলয়ে, কথা বলতেন ধীরলয়ে নরম স্বরে। আদুরে স্বভাবের শিশুটিকে সবাই আদর করতেন। বড় ভাই আবদুল গণি চৌধুরীর কাঁধে চড়ে চলতেন, প্রায়শ: বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েরা হাসতেন এবং তিনি অন্যদের খেলা উপভোগ করতেন। শুনেছি ডা. আবুল হাশেম (এম এ হাশেম জ্ঞাতি ভাই) ও তিনি বাল্যকালে একই স্বভাবের ছিলেন। হাশেম সাহেব কোলকাতা হতে এমবি পরীক্ষায় গোল্ডমেডেল লাভ করেছিলেন অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে। তিনি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসেবে আন্দরকিল্লা থেকে আমৃত্যু মানুষের সেবা করেছেন।

গরীব দুঃখী মানুষকে ভিক্ষা করতে দেখলে তিনি বেদনাহত হতেন। বাড়িতে ভিক্ষুক আসলে সবার অজান্তে মোটকা (চাউল রাখার পাত্র) থেকে চাউল এনে বিলিয়ে দিতেন। একা একা বাইরে বেরোতেন না। মসজিদ, মক্তবে যেতে হলেও কেউ একজন গিয়ে তাকে দিয়ে আসতেন। একান্ত লাজুক ও ঘর কুনো মানুষ বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি অল্পবয়স থেকেই ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। বড়দের সাথে তিনি মসজিদে যেতেন। সব সময়ই বাল্যকাল হতেই তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সুস্থ মূল্যবোধ সম্পন্ন পরিবারে বেড়ে উঠার কারণে তিনি একজন উন্নত ও নৈতিকতাসম্পন্ন চরিত্রের মানুষ বলেই নিজেকে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ হিসেবেই তিনি আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। পারিবারিক গন্ডীতেই একটি শিশুর মন-মানসিকতা গড়ে উঠে। একথা সকলেরই উপলব্ধি করা বাঞ্চনীয়। বখাটে ও উশৃংখল হবার ক্ষেত্রে পরিবারই অনেকটা দায়ী। প্রতিকুল পরিবেশে বেড়ে উঠা ও অনুকূল পরিবেশে গড়ে উঠা শিশুর মধ্যে বিস্তর ফারাক। আবদুল খালেক সাহেবের ধার্মিক ও সুকুমার মূল্যবোধের পরিবার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বে তিনি মা, ভাই-বোনদের নিকট হতে প্রারম্ভিক পড়া-লেখার অনেকটাই আয়ত্ব করেছিলেন। পাঁচ বছর বয়সেই ভর্তি হন রাউজান ষ্টেশন প্রাইমারি স্কুলে। বিদ্যালয়টি রজনী মাষ্টারের স্কুল নামে পরিচিত লাভ করেছিল। পরবর্তীতে নামকরণ হয় ভিক্টোরিয়া প্রাইমারি স্কুল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হলেও তিনি অধিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন বলেই ২য় ও ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়ার মাধ্যমে তাঁর মেধার বিকাশ ঘটে। বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে ২টি অর্থাৎ ২য় ও ৫ম শ্রেণি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে বঙ্গীয় বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাউজান আর আর এসি ইনষ্টিটিউশানে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। সে সময়কার মুসলিম ছেলেরা পড়ালেখায় অনগ্রসর ছিল। উপরন্তু মুসলিম সমাজে ইংরেজী ও বাংলা শেখার আগ্রহ ছিল খুবই কম। তবে গুটিকয়েক মুসলিম পরিবারে ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। এ সকল পরিবারের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পরিবার অন্যতম। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক সুলতানপুর গ্রামে আরব দেশ হতে অনেক বুযুর্গ ও ব্যবসায়ী আগমন করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এখনো এ গ্রামে আরব দেশ হতে আগত নাগরিকদের বংশানুক্রম বিদ্যমান। অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে বঙ্গীয় বৃত্তি লাভ করে মেধার স্ফুরন ঘটায়। হিন্দু ছাত্রদের বঙ্গীয় বৃত্তি লাভের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হয়ে যাওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায় যেমন মনঃক্ষুন্ন, তেমনি মুসলিম সম্প্রদায় ও পরিবার চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে বঙ্গীয় বৃত্তি লাভ করায় ইনষ্টিটিউশান কর্তৃপক্ষ সুলতানপুরের দুই জ্ঞাতি ভাই ডা. মুহাম্মদ আবুল হোশেম ও ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেককে ৮ম শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করায় মহাখুশী। আনন্দে উদ্বেলিত ও উচ্ছসিত। রাউজান আর আর এসি ইনস্টিটিউশন কর্তৃপক্ষ সুলতানপুরের দুই জ্ঞাতি ভাই ডা. মুহাম্মদ আবুল হাশেম ও ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেককে ৮ম শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করায় সংম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। দু'ভাইয়ের জন্য দু'বার অনুষ্ঠান করেছিল। একই স্কুল হতে ১৯১২ খ্রীঃ এন্ট্রাশ (এসএসসি) পরীক্ষায় চট্টগ্রাম জেলায় প্রথম হয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এ দু' ভাইয়ের কৃতিত্ব নিয়ে সমগ্র চট্টগ্রাম জেলার মুসলিম সম্প্রদায় গৌরববোধ করেছিলেন এবং দেখার জন্য গ্রামের বাড়িতে যেতেন। ১৯১২ খ্রীঃ চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন আইএসসি শ্রেণিতে। অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা ছিল তাঁর মূল বিষয়। জেলা বৃত্তি পাওয়ায় টিউশান ফি দিতে হয়নি। বই কেনার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ টাকা দিয়েছিল। ১৯১৪ খ্রীঃ পুনরায় জেলা বৃত্তি নিয়ে তিনি আইএসসি পাশ করেন।

কি পড়বেন, কোথায় পড়বেন, আর্থিক সাহায্যই বা যোগাড় হবে কি করে, এসব যখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। (কেননা পনর টাকার মাসিক বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়।) তখন চাচা আহমেদ মিয়া চৌধুরী (আবু মোহাম্মদ তবিবুল আলমের পিতা) বলেছেন আবুল হাশেম কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ছে, আবদুল খালেকও সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে।

চাচার অনুপ্রেরণায় ও সাহসে ভর করে তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ভর্তির ব্যাপারে বড় ভাই ডা. হাশেম সহযোগিতা করেন। চাচা আহমেদ মিয়া চৌধুরীর বদান্যতায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পড়ালেখা করে কৃতিত্বের সাথে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। তিনি দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকবৃন্দ তাঁকে উর্দুভাষী ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান মনে করতেন। ইংরেজি ও উর্দু দু'ভাষাতেই তিনি পড়তেও লিখতে পারতেন। চমৎকার ভাষায় স্যারদের সাথে কথা বলতেন। এক পরীক্ষক একবার তাঁকে পরখ করার জন্য ইংরেজি ও উর্দু দু' ভাষায় পরীক্ষা নেন। খালেক সাহেব দু'ভাষাতেই সমান পারদর্শিতার সাথে উত্তর দিয়ে পরীক্ষককে হতভম্ব করেন। তিনি অংকে ১০০ ও ইংরেজিতে ৯৮ নম্বর পেয়েছিলেন ৮ম শ্রেণী বৃত্তি পরীক্ষায়।

ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসার পর তিনি সকল স্কুল শিক্ষকদের সাথে দেখা করেছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে। অবসর সময়ে বন্ধুদের নিয়ে মসজিদ ও মক্তব পরিষ্কার করতেন। বিনে পয়সায় ইংরেজি অঙ্ক শিখাতেন। স্কুলে স্কুলে গিয়েও তিনি ক্লাস নিতেন অবসর সময়ে। অনেক সময় মসজিদে আযান দেয়া ও ইমামতিও করেছেন। ধার্মিক, বন্ধুবৎসল, সমব্যথী পরোপকারী আবদুল খালেক ছিলেন সকলের প্রিয় ও আদর্শ মানুষ।

১৯২০ সালে চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীতে সহকারী তড়িৎ প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। তাঁর কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ ৫/৬ বছরের মধ্যে তাঁকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেন। চাকুরির প্রলোভনে তিনি আত্মসমর্পণ করেননি বলেই ১৯৩২ সালে চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। চিটাগাং

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং আরো পদোন্নতি দিয়ে চাকুরী করার জন্য প্রস্তাব দিলেও তিনি সহাস্যে তা ফিরিয়ে দেন। আসলে ঐ সময় থেকেই মনের ভাবান্তর ঘটে। মানুষের জন্য দেশের জন্য কিছু করার মানসিকতায় তিনি আক্রান্ত হন। মধ্যবর্তী সময়ে স্কুলের সহপাঠি বন্ধু আবদুল জলিল বি.এ. (আলিগড়), (মাষ্টার আবদুল জলিলের সাথে) রেঙ্গুন গমন করেন। সে সময়েই কুতবুল আউলিয়া আউলাদে রসূল শাহেনশাহে সিরিকোটি পেশোয়ারী হুজুর হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ (রহ.)এর সাথে পরিচয় হয়। অতঃপর বাইয়াত গ্রহণ করেন। কিছুকাল রেঙ্গুনে কাটিয়ে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন। এরপরেও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কয়েকবার রেঙ্গুন সফর করেছেন। মুর্শিদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন বিনম্র শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাথে। শশ্রুমন্ডিত দুধে আলতা রং মেশানো সৌম্যকান্তি চেহারায় নূরানী ঝলক উদ্ভাসিত হতো সর্বদা। তাঁর আকর্ষণীয় নূরানী চেহারার দিকে তাকালে অজান্তে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে উঠতো যে কারো মন। আবেগহীন, সরল চাহনী, মধুর হাসি ও বিনয়ী বাক্যালাপে শ্রোতা দর্শক, বিনম্র শ্রদ্ধায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ভক্ত হয়ে যেতো। স্বীয় কর্মপরিধিকে বিস্তৃত করে মানব কল্যাণে নিজেকে সমর্পিত করে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করাই ছিল তাঁর প্রতিটি কর্মের মহৎ উদ্দেশ্য। ধার্মিক পরিবারের সন্তান বিধায় আল্লাহ্-রসূল এর প্রতি স্বভাবজাত শ্রদ্ধাবোধ ও নিঃশর্ত সমর্পণে তিনি সন্তুষ্ঠি লাভে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। মানুষ যে পেশায় থাকুক না কেন তাকে Social এবং Rational being হিসেবে সমাজে বিচরণ করতে হবে। নইলে তার সৃষ্টিশীল যে কোন কর্ম অভিশাপ হয়ে ফিরে আসবে নিজের দিকে।

ব্যবসায়ী জীবনের শুরুতে ১৯২৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন কোহিনূর লাইব্রেরি অথচ তড়িৎ প্রকৌশলীর ব্যবসা হওয়া ছিল লব্ধ জ্ঞান বিষয়ভিত্তিক। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের মহাসোপান হচ্ছে লাইব্রেরি বা পাঠাগার। বিনে পয়সায় গরীব শিক্ষার্থীদের বই প্রদান, পত্রিকা পড়া ও বই পড়ার সুযোগ ছিল কোহিনূর লাইব্রেরীতে। জ্ঞানার্জন ও পাঠক সৃষ্টি করার গভীর প্রত্যয় নিয়ে তিনি প্রথম এ ব্যবসার গোড়াপত্তন করেন। সম্মানজনক পদবী ও মোটা অংকের মাসোহারা ত্যাগ করে সামান্য একটা লাইব্রেরি খুলে বসায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই মন ভারাক্রান্ত করেছিলেন সে সময়। কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলে সুনাম অর্জনে সহায়ক হয়। তেমনি কয়েক বছরের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী অনেকেই এ লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক বনে যান। জ্ঞান আহরণে সমৃদ্ধ হন। কিছুদিনের মধ্যে (১৯৩০ সালে) কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস স্থাপন করেন। ছাপাখানা জগতে নবদিগন্তের সূচনা করেন। উভয় প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক আন্দরকিল্লা মোড়ের দু'পাশে অবস্থিত। অর্থপ্রাপ্তির চেয়ে বইপড়া, জ্ঞানসমৃদ্ধ হবার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনেই তিনি পাঠাগার ও ছাপাখানা স্থাপন করে একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে।

'কোহিনূর' পারিবারিক কারো নাম নয়। মুসলমানদের শৌর্যবির্যের প্রতীক মুঘল সাম্রাজ্যের মহামূল্যবান হীরক খন্ডের মুকুটকে স্মরণ করেই এ নামাকরণ। মুসলমান কবি, সাহিত্যিকদের রচনা ছাপানোর জন্য কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বল্প অর্থে বা বিনা অর্থে ছাপার কাজ করে দিতেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চলাকালীন ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে রফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ অনেক শহীদ হলে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত চট্টগ্রামের গৌরব লেখক কবি মাহবুব আলম চৌধুরী (গহিরা রাউজান উপজেলা) শহীদদের উদ্দেশ্য করে রচনা করেন 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' এক অমরগাথাঁ দীর্ঘ কবিতা। তৎকালিন নুরুল আমিন সরকারের প্রশাসনের নির্যাতনের ভয়ে সেই কবিতাখানা ছাপাতে কেউই রাজি হননি। অমিত সাহসের অধিকারি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কারণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর প্রেস থেকে ছাপিয়ে দেন। ভোর হতে না হতেই পুলিশ প্রেসে এসে ম্যানেজার দবির উদ্দিন ছাহেবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। প্রেস মালিককে গ্রেফতার করতে চাইলে দবির আহমদ চৌধুরী স্বেচ্ছায় মালিকের অজান্তে এ কবিতা ছাপিয়েছেন বলে পুলিশকে অবহিত করেন যদিও এটা সত্য নয়, তথাপি শ্রদ্ধাস্পদ গুণীজনকে গ্রেফতার এড়ানোর কৌশল ছিল এটি। দবির আহমদ সাহেব কয়েকমাস জেল খেটে মুক্ত হন। একুশের প্রথম কবিতা ছাপিয়ে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক সর্বমহলে প্রশংসিত হলে দৃঢ়তা ও সাহস প্রত্যক্ষ করে আপামর জনতা আরেকবার বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এ মহানুভব ব্যক্তিত্বকে।

শৈশব থেকে তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন। একথা পূর্বে বিধৃত হয়েছে। প্রাথমিক হতে কলেজে পড়া অবধি সবসময়ই ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্মীয় কার্যাদি যথাসময়ে নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। কোহিনূর লাইব্রেরি ও কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস স্থাপন করে লেখক পাঠক ও জ্ঞানচর্চার ধারা রচনা করলেও স্বাধীন মতামত জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা ও যুক্তিনির্ভর পরামর্শ উপস্থাপন করতে হলে একটি সংবাদপত্র প্রয়োজন, যেখানে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হবে। এ উপলব্ধি হতে তিনি সাপ্তাহিক কোহিনূর পত্রিকা বের করেন এবং ১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদী পত্রিকা বের করেন। ইতোপূর্বে চট্টগ্রামে বহু সংবাদপত্র বের হলেও কোনটি স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারেনি।

দৈনিক আজাদী প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি আপন মুর্শিদ আউলাদে রসূল কুতবুল আউলিয়া হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) এর দো'আ প্রার্থনা করেন। হুযুর পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের জন্য দোআ করেন এবং হুজুরের মুরীদানদের সকলকে একখানা পত্রিকা ক্রয় করে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হুজুর আরো বলেছিলেন চট্টগ্রামে কোন পত্রিকার প্রকাশনা স্থায়ী হয়নি। এ পত্রিকা স্থায়ীভাবে দ্বীন মিল্লাত মাযহাব ও কওমের খেদমত আঞ্জাম দিবে ইনশাআল্লাহ্। অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হয়েও বন্ধুরপথ পাড়ি দিয়ে 'দৈনিক আজাদী' স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হলো, শরীয়ত তরিকত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন ও লেখক, কবি সাহিত্যিক সৃষ্টি করা যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

শেরে বাংলা আজিজুল হক আলকাদেরী (রহ.)'র ওপর ওহাবীদের সশস্ত্র আক্রমণ ও দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আদালতে মামলা চলাকালে সার্বিকভাবে সহায়তা করার ফলে দোষীদের জেল জরিমানা হয়েছিল।

আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতীব হিসেবে আউলাদে রসূল হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল করিম (র.) কে খতীব নিয়োগ দেয়া হলে একদল নবী-ওলী দুশমন মুসল্লিদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। তখন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে যৌক্তিক বক্তব্য প্রদান করে মুসল্লীদের শান্ত করেন এবং খতীব সাহেব নির্বিঘ্নে বহু বছর ইমামত ও খেতাবতের দায়িত্ব পালন করেন। ভিক্ষুক আসলে তাকে আজাদী পত্রিকার কতগুলো কপি হাতে দিয়ে এগুলো বিক্রী করে কমিশন নিয়ে জীবিকার্জন করার পরামর্শ দিতেন। এভাবে অনেক পত্রিকা হকার সৃষ্টি করেছেন তিনি।

রেঙ্গুনে গিয়ে তিনি পীর ছাহেব ক্বিবলা সৈয়্যদ আহমদ শাহ (রহ.) কে চট্টগ্রাম আসার অনুরোধ জানান। ১৯৪১ সালে রেঙ্গুন ত্যাগ করে ছিরিকোট শরীফে প্রত্যাবর্তনকালে হুযুর চট্টগ্রামে সংক্ষিপ্ত অবস্থান করেন। কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের ওপর তলায় হুজুর ক্বিবলার অবস্থান ছিল বিধায় এটা খানকাহ শরীফ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখান হতে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া তথা সুন্নীয়তের আন্দোলনের গতি সঞ্চার হয়। ১৯৪২ সাল হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর হুজুর চট্টগ্রাম তথা পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের ওপরের তলায় অবস্থান করে শরীয়ত তরীক্বতের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ধার্মিক স্ত্রী হুজুরের খানাপিনা, আগত মেহমানদের আপ্যায়ন প্রভৃতি কাজ অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতেন। হুজুর তাকেও খুবই স্নেহ করতেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ছিলেন ফানাফিশ শায়খ।

ঐতিহাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কোহিনূর লাইব্রেরির ওপর তলায় তাঁরই উপস্থিতিতে হতো। তিনি আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া পরিচালনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থেকে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। বছরের পর বছর তিনি ও তাঁর বিদূষী স্ত্রী হুজুরের ও পীরভাইদের খেদমত করেছেন সদা প্রফুল্লচিত্তে। হুজুর সিরিকোটি (রহ.) ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক ছাহেবের খেদমত ও দ্বীন-মাযহাব মিল্লাতের প্রচার-প্রসারে নিঃস্বার্থ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রিয় মুরীদানকে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার খেলাফতদানে গৌরবান্বিত করেন। নিরহংকার, সদা হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি, স্নেহ-মমতায় কথোপকথন, প্রচার-বিমুখ কার্যক্রম তাঁকে পীর ভাইসহ সকল পেশা শ্রেণির মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, সাংস্কৃতিক ব্যবসায়ী সরকারি আমলা থেকে শুরু করে ধনী দরিদ্র

নির্বিশেষে এমন কি ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলের কাঁছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মুরুব্বীদের নিকট শুনেছি আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি যে, তিনি যার সাথে কথা বলেছেন, সেই তাঁকে আপন মনে করতেন। সকলের সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। হুজুর ক্বেবলার সফরসঙ্গী হয়ে হজ্বব্রত পালন করেছেন। ১৯৫৮ সালে হুজুর সিরিকোটি (রহ.)'র দৌহিত্র সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী ও একমাত্র ছাহেবজাদা গাউসে জমান হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) কে সাথে নিয়ে চট্টগ্রাম সফরে এসে প্রায় ৬/৭ মাসব্যাপী অবস্থান করেন। হুজুর এখান হতেই ৩০/৩৫ জন মুরীদসহ ষ্টীমারযোগে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে জেদ্দা যাত্রা করেন। হুজুর তৈয়্যব শাহ্ দেশে ফিরে যান। এটাই ছিল সিরিকোটি (রহ.)'র শেষ হজ্ব এবং চট্টগ্রাম তথা পূর্ব পাকিস্তানে আখেরী সফর। হজ্ব শেষে হুজুর জেদ্দা হতে স্বদেশ (পেশোয়ার) প্রত্যাবর্তন করেন। সফরসঙ্গী মুরীদানবৃন্দ ষ্টীমার যোগে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। হুজুর দেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হুজুরকে চট্টগ্রাম আনার জন্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নেতৃত্বে ৮/১০ জন নেতৃস্থানীয় পীরভাই সিরিকোট শরীফ গমন করেন। কিন্তু হুজুর আসেননি। হুজুর বলেন মন চায় যাবার জন্য, কিন্তু ওপরওয়ালার হুকুম নেই। সুস্থ হলেই সফরে আসবেন এ রকম কথা বলে ভাইদের বিদায় দেন। মনঃক্ষুন্ন হয়ে ভাইয়েরা হুজুরের দোয়া নিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। প্রাণপ্রিয় মুর্শিদকে আনতে না পেরে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। বুঝতে বাকি রইলোনা যে, হুজুর তাঁদের ছেড়ে যাবেন।

১৯৬১ সালের ২২ মে শাহেনশাহে সিরিকোট আওলাদে রসূল, সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ ইন্তেকাল করেন (ইন্না.....রাজেউন)। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মুর্শিদের বিয়োগ ব্যথায় শোকাতুর হয়ে পড়েন।

মুর্শিদের সাথে বিচ্ছেদ তাঁকে খুব বেশী ব্যথিত করেছিল। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এ মহান ব্যক্তিত্ব সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র পীরভাইদের নয়নমণি সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু সমাজ সচেতন আলোকিত মানুষ শ্রদ্ধাস্পদ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)

মানবসেবা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস ও চর্চা করতেন কখনো নিরবে নিভৃতে কখনো প্রকাশ্যে। ১৯৩৮ সালে তুরস্কে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হলে হাজার হাজার মানুষ মারা যান এবং বেঁচে যাওয়া মানুষের চরম হতাশায় অসহায় হয়ে পড়লে ইঞ্জিনিয়ারের দরদী মন কেঁদে উঠে। তিনি তুরস্কের দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে রাজপথে নেমেছিলেন সাহায্য সংগ্রহে। খান বাহাদুর ফরিদ আহমদ চৌধুরী, মুসলিম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান এম.এ.বিটি ও ডা. আবুল হাশেমসহ অনেক বিশিষ্টজন তার সাথে ঐকব্যদ্ধ হয়ে সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত অর্থ তুরস্কের দুর্গত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

১৯৬০ সালের ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রামসহ দেশের উপকুলীয় অঞ্চলে প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান মারা যায়। বাড়ি ঘর, সহায় সম্পত্তি সবকিছু হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ খোলা আকাশের নিচে অনাহারে অর্দ্ধাহারে পড়ে থাকে। মানবসেবক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক কালবিলম্ব না করে চট্টগ্রাম রেডক্রস মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম চেম্বার ও আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া প্রভৃতি সংগঠনসমূহ একত্রিত করে তাঁরই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ত্রাণ কমিটি গঠন করেন। মরহুম জানে আলম দোভাষ, আবদুল গণি দোভাষ ও আলহাজ্ব মুন্সেফ আলীর নিকট হতে ৫টি ষ্টীমার বোঝাই চাল ডাল তেল শাড়ি, লুঙ্গিসহ মরহুম এডভোকেট কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে দক্ষিণ চট্টগ্রামের দুর্গত এলাকায় পাঠানো হয়। রিলিফ সামগ্রীর খাজাঞ্চীরূপে আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সদস্য শেখ আফতাব উদ্দিন (শেখ সৈয়্যদ ক্লথ ষ্টোরের মালিক), ইসলাম ক্লথ (ষ্টোরের মালিক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম) ন্যাশনাল প্রেসের মালিক আবদুর রহিম, রাউজানের মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া, কাজির দেউরীর আবদুস সালাম, পাথরঘাটার আবদুল জলিল, জাকের হোসেন, মুহাম্মদ শরীফ, হাজী আবুল কাশেমসহ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ২০ জন ছাত্রকে দূর্গত এলাকায় পাঠিয়ে ছিলেন। 'মানুষ মানুষের জন্য' 'আর্ত মানবতার সেবাই পরম ধর্ম' একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামে যে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল তারও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এ মানবপ্রেমিক।

মেধা ও মননের সংমিশ্রণে তিনি সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। জ্ঞান নির্ভর সমাজ নির্মাণে আল্লাহ্-রসূল প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে তাঁর সমুদয় কর্মকান্ড আবর্তিত হতো। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী সমসাময়িক ইতিহাসে জনদরদী ফানাপীর শায়খ, সহজ সরল নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ব্যক্তি আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক বহুমুখি প্রতিভাসম্পন্ন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আদর্শ ব্যক্তি। তাঁর সমকক্ষ মানুষ এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তিনি শুধু লাইব্রেরি, ছাপাখানা, পত্রিকা, মাদরাসা, খানকা প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজেও একজন সুলেখক, সমালোচক, সংবাদকর্মী হিসেবে সমধিক পরিচিত। মহাকবি স্যার আল্লামা ইকবালকে নিয়ে তাঁর লেখা কবিতার কয়েকটি চরণ:

কবি ইকবাল তুমি দিকপাল
বলিয়াছে কতজনে
আমি শুধু রূপ অভিনব,
আকিঁয়াছি মনে মনে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের লিখিত ১৭টি বইয়ের নাম পাওয়া যায়।

১. প্রাথমিক ভূগোল বিজ্ঞান ও গ্রাম্যজীবন। ২. রচনার প্রথম ছড়া ৩. উর্দু প্রাইমার, ৪. বয়েস ইংলিশ গ্রামার, ৫. ফাস্ট বুক অব ট্রান্সলেশন, ৬. চাইল্ড পিকচার ওয়ার্ড বুক, ৭. ব্যাকরণ মঞ্জুষা, ৮. তাওয়াফ (হজ্বের বই) ৯. ঝলমল (শিশুপাঠ), ১০. মুসলিম বাল্য শিক্ষা, ১১. সহজ পাঠ (শিশু পাঠ)। এ ছাড়া সাপ্তাহিক কোহিনূর দৈনিক আজাদীতে অসংখ্য প্রবন্ধ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। কোহিনূর পত্রিকার ১ম সংখ্যা ওরছুন্নবী (মিলাদুন্নবী) উপলক্ষে 'বিশ্বনবী সংখ্যা' নামে বের করা হয়েছিল।

উপমহাদেশের কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিকদের অনেকের সাথেই তাঁর সখ্যতা ছিল।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আপন মুর্শিদের দিকনির্দেশনা, হেদায়ত আমল করে কাটিয়েছেন। মরহুমের একমাত্র পুত্র দৈনিক আজাদীর মালিক সম্পাদক এম এ মালেক আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সম্মানিত উপদেষ্টা, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক ও তাঁর বিদূষী স্ত্রী মালেকা বেগমকে জামেয়া মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। আনজুমান ও জামেয়া তথা সিলসিলার প্রচার-প্রসারে তাঁর অমূল্য অবদানের কারণে তিনি আমাদের গৌরবোজ্জ্বল পথিকৃৎ। তাঁর আদর্শ অনুসরণে আমরা হতে পারি আল্লাহ্-রসূল (দ.)এর নৈকট্যধন্য ও মুর্শিদে বরহকের যোগ্য মুরীদ। আমাদের এ অভিভাবকের দরজা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বুলন্দ করুন। কবির ভাষায় বলা যায়!

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহা তুমি করে গেলে দান।"

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে অনুসরণ করার তওফিক দিন। আ-মী-ন।

প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স সেক্রেটারি-
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ফখরে কাইনাত রিসালত মাআব হুযূর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدَ لَها دِيْنَهَا- (اَبُوْ داوٗد)

অর্থ: প্রত্যেক শতাব্দির শেষ প্রান্তে এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একজন মুজাদ্দিদ অবশ্যই প্রেরণ করবেন, যে উম্মতের জন্য তার দ্বীনকে সজীব করে দেবে।

[আবূ দাউদ শরীফ]

যিনি মুসলিম উম্মাহ্কে শরীয়তের বিস্মৃত বিধানাবলী স্মরণ করিয়ে দেন, আক্বা ও মাওলা সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর লুপ্ত সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেন, নিজের আলিম সুলভ দাপটের মাধ্যমে সত্যের বাণী ঘোষণা করে বাতিল তথা মিথ্যা ও মিথ্যার অনুসারীদের শিরকে পদ দলিত করেন এবং সত্যের পতাকাকে উড্ডীন করেন তাঁকেই মুজাদ্দিদ বলা হয়।

বলা বাহুল্য, বিশেষত পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে যখন আমাদের পূতঃপবিত্র দ্বীন-মাযহাব ও আক্বাঈদের উপর অনেক ধরনের বাতিলের চতুর্মুখী হামলা হতে লাগলো, তখন আল্লাহ্-রাসূলের অকৃত্রিম প্রেমিক, দ্বীন ও মাযহাবের একান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ দরদী সত্যিকার অর্থে একজন 'মুজাদ্দিদ' হিসেবে যিনি নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এবং সব ধরনের বাতিলের সাথে সফল মোকাবেলা করেছিলেন, তিনি হলেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বংশীয় মর্যাদা, অনন্য মেধা, অগণিত বিষয়ে জ্ঞানগত যোগ্যতা, আল্লাহ্-রসূলের প্রতি অকৃত্রিম ইশ্ক্ব, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা, সব ধরনের বাতিলের প্রতি পূর্ণাঙ্গ ঘৃণা, যে কোন ধরনের সমালোচনা ও আঘাতকে উদপেক্ষা করে সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি একান্ত ইচ্ছা ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে দান করেছিলেন। সুতরাং তিনি আল্লাহ্র এসব নি'মাতের প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজীবন নিরলসভাবে দ্বীন ও মাযহাবের সুদূর প্রসারী ও অনুকরণীয় খিদমতে আত্ম-নিয়োগ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বত্র বিজয় দান করেছেন। তিনি আজ বিশ্বের একজন সফল মুজাদ্দিদ এবং সবার নিকট আ'লা হযরত (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

উপরিউক্ত সহীহ হাদীস শরীফ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার মহান দয়া যে, তিনি প্রতিটি শতাব্দির মাথায় এমনি যোগ্যতম ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি দ্বীনের ক্ষেত্র বা পরিবেশ পুনরায় সজীব করে তোলেন, সুতরাং এমনি মহান কাজের জন্য তিনি যাঁকে চয়ন করে নেন, তিনি তো যুগের আবর্তে যে সব অশোভন অবস্থা ও সমাজে যেসব অশালীন ধর্ম-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড বিরাজ করে ওই সবক'টিকে চিহ্নিত করে, নিরবতা পালন ও সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণ না করে, সেগুলোর সংস্কারে নেমে পড়েন। এমনি অবস্থায় একদিকে একশ্রেণির মানুষ গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা ছড়ানোর সাথে জড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে একশ্রেণির লোক এ প্রথমোক্ত লোকদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর ঝুঁকিটুকু না নিয়ে নিজের জন্য সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণ করে বসে। কিন্তু যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা 'তাজদীদ' বা সংস্কারের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো নির্বিকার, উদাসীন, স্বার্থপর, অহমিকা শূন্য ও ব্যক্তিগত সুবিধাভোগী ও ঝুঁকি বিহীন হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তিনি যখন, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ক্রমে, একদিকে ব্যক্তিগতভাবে দ্বীন ও শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুশীলন করতে থাকেন, অন্যদিকে চলমান যাবতীয় গোমরাহীর বিরুদ্ধে দৈহিকভাবে, মৌখিকভাবে ও ক্ষুরধার লেখনী এবং তর্ক-মুনাযারার মাধ্যমে তুমুল আক্রমণ আরম্ভ করে দেন। ফলশ্রুতিতে একদিকে সত্য প্রেমী ও সত্য-সন্ধানী মানুষেরা খুশী ও গর্বিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে বে-দ্বীনী ও পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে যান এবং উভয় জাহানের সাফল্য লাভ করে ধন্য হয়ে যান, আর অন্যদিকে ভ্রান্তমতবাদী ও অপকর্মে লিপ্ত লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা অপবাদ রচনা, তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা প্রদান এবং তাঁর নিষ্ঠাগুলোকে তাঁর তথাকথিত স্বার্থপরতা হিসেবে চালিয়ে দিয়ে তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, সব সময় জয় সত্যেরই হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, এ উপমহাদেশে এ সব পরিস্থিতির একেক পর্যায়ে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী শায়খ আহমদ

সেরহিন্দী, হযরত আবদুল আযীয মুহাদ্দিস-ই দেহলভী এবং বাদশাহ্ আওরঙ্গযেব আলমগীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমকে বড় বড় প্রতিপক্ষ পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে বীরদর্পে দাঁড়াতে হয়েছিলো। বলাবাহুল্য, এজন্য তাঁদেরকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক জয় ও সাফল্য তাঁদের পদযুগল চুম্বন করেছিল। আর প্রতিপক্ষগুলো দলিত, অপমানিত-লাঞ্ছিত এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন কিংবা প্রত্যাখ্যাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষভাগে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উপমহাদেশের বেরিলীতে (১২৭২ হিজরীতে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর প্রশংসণীয় শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হতেই পুরোদমে নেমে যান দ্বীন ও মাযহাবের সংস্কার কর্মে। তিনি তাঁর আদর্শ জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত (১৩৪০ হিজরী) তাঁর সফল সংস্কার কর্ম চালিয়ে যান। ফলশ্রুতিতে একদিকে তাঁর অনুসরণীয় আদর্শ এবং সহস্রাধিক অকাট্য প্রামাণ্য গ্রন্থ-পুস্তক সত্যপন্থী মুসলমানদের (সুন্নী মুসলমানদের) ধনভান্ডারে পুঞ্জিভূত হয়ে যায়, যা আজ পর্যন্ত, বরং চিরদিন সুন্নী মুসলমানদের অব্যর্থ সম্পদ ও দিক-নির্দেশনা হিসেবে অবদান রেখে যাচ্ছে ও যাবে।

অন্যদিকে তিনি যেসব বাতিলদের মুখোশ উন্মোচন করে এসেছেন, তাদের অস্থিরতার সীমা থাকেনি। এ'তে তাদের উচিৎ ছিলো নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলো শুধরিয়ে নিয়ে ঈমান ও সত্যের গণ্ডিভুক্ত হয়ে যাওয়া। কিন্তু তাদের বেশীরভাগ লোক তা না করে তাদের দোষগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নতুন নতুন ফঁন্দি আটতে থাকে। অনেকে নিজেদের বক্তব্য ও লেখনীগুলোকে নির্বিচারে অস্বীকার করে ফেলেছে, পরবর্তীতে মিথ্যাগুলো প্রমাণিত হয়ে গেলে তারা হয়তো সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, অথবা কিছু দিন নিরব রয়ে, পরবর্তীতে তাদের অন্ধ অনুসারীদেরকে সেগুলো গল:ধকরণের চেষ্টা করেছে। অথবা ওইগুলোর উন্মোচনকারী আ'লা হযরতের নামে নানা মিথ্যা অপবাদ রটনা করে এসেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাদের ওইসব অপবাদ রটনার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে আ'লা হযরতের সত্যতা প্রমাণিত হলে একথা ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয় যে, ওহাবী-দেওবন্দী তথা বাতিলপন্থীরা নিজেদের স্বার্থে কেমন জঘন্য মিথ্যা রচনা ও রটনা করতে পারে? আর একথাও বিশ্বাস করতে সরল প্রাণ মুসলমানদের কষ্ট হয় যে, এত বড় বড় মাদ্‌রাসা গড়া এবং দীর্ঘ ও গোটা শরীর ঢাকা ইসলামী আল-খেল্লা পরার আড়ালে এমন জঘন্য কুফরী আক্বীদা কীভাবে পোষণ ও প্রচার করতে পারে!

আ'লা হযরত ও অন্যান্য সুন্নী ওলামা কেরাম তাদের যেসব মুখোশ উন্মোচন করেছেন, সেগুলোর মধ্যে সবকটির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের সুন্নী লেখক ও বক্তাগণ এ পর্যন্ত দিয়ে এসেছেন ও দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এ নিবন্ধে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে কলেবর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে।

তাই, কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করার প্রায়স পাচ্ছি- উদাহরণ স্বরূপ বিশেষত: অতি সম্প্রতি ওহাবী-দেওবন্দীপন্থীরা বাংলা ভাষায় দু'টি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। ওই দুটি পুস্তিকায় আ'লা হযরতের নামে অতি বিশ্রিভাবে বিষোদ্‌চার করা হয়েছে। তাছাড়া, তারা পুস্তিকা দু'টিতে নিজেদের দোষ গোপন করার জন্য শুধু মিথ্যা ও অপবাদেরই আশ্রয় নিয়েছে। কারণ চোর হাতে নাতে ধরা পড়লে 'সে চুরি করেনি' না বলে বাঁচার বিকল্প কোন পথ তার জন্য খোলা থাকে না। ওই দু'টি পুস্তিকা হলো: ১. বর্ণচোরা কারা? এবং ২. শরীয়তের দৃষ্টিতে পীর-মুরিদ ও ভণ্ডপীরের দাঁতভাঙ্গা জবাব। বলা বাহুল্য, এ বই দু'টিতে বিভিন্নভাবে একাধিক বিষয়ে লেখা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগ লেখা একেবারে খণ্ডণীয়; বিশেষত আ'লা হযরতের প্রসঙ্গটি অতি জঘন্য বিষয়। এ নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রথমত: 'হুসামুল হেরমাঈন' প্রসঙ্গ

শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত দেখলেন ভারতবর্ষে মুসলিম মিল্লাতের ধর্মীয় গুরুঠাকুর সেজে কতিপয় লোক তাদের মৌখিক দাবী ও লিখিত বই-বুস্তকে জঘন্য কুফরী করে বসে আছে। যেমন- ১. মীর্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী নিজেকে প্রকাশ্যে 'নবী' বলে দাবী করে বসেছে, ২. মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তাঁর কিতাব 'ফাতওয়া-ই রশীদিয়া'য় লিখেছে- ''আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন'', ৩. মৌং কাসেম নানূতবী তার 'তাহযীরুন্নাস'-এ লিখেছে- "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী নন।'' ৪. মৌং খলীল আহমদ অম্বেঠভী তার 'বারাহীন-ই ক্বাতে'আহ্'য় লিখেছে- "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম''-এর চেয়ে শয়তানের ইল্‌ম

(জ্ঞান) বেশী।" ৫. মৌং আশরাফ আলী থানভী তাঁর 'হিফযুল ঈমান'-এ লিখেছে- "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় গায়বী ইল্‌ম শিশু, পাগল ও জীবজন্তুর নিকটও রয়েছে।" [নাউযু বিল্লাহ্, সুম্মা নাউযু বিল্লাহ্]

উল্লেখ্য, উক্ত পাঁচজনের কুফরী আক্বীদা, দাবী ও কথাগুলো তাদের লিখিত বই-পুস্তকে এখনো মওজূদ রয়েছে। কিন্তু ওহাবী-দেওবন্দীরা এ প্রসঙ্গে হয়তো নিরব থাকে, নতুবা বলে ও নির্লজ্জভাবে বই পুস্তকে লিখে দেয়- 'উক্ত কথাগুলো তাদের মুরব্বীদের বই পুস্তকে নেই। আ'লা হযরত তাদের নামে অপবাদ রচনা করে তাদেরকে হেয়-প্রতিপন্ন এমনকি কাফির-মুরতাদ বানাতে চেয়েছেন।'

অথচ এমনটি হওয়া সম্ভবই নয়। কারণ, ইমাম আহমদ রেযার সততা, সত্যবাদিতা, খোদাভীরুতা ও সত্য বলা ও লিখার ব্যাপারে নির্ভিকতা জগৎব্যাপী খ্যাত। কিন্তু মিথ্যা বলা, সত্য গোপন করা, নিজেদের দোষকে ধামা-চাপা দেয়ার জন্য জঘন্য অপবাদ রচনা ও রটনা করা বিশেষত ওহাবী-দেওবন্দীদের-ই সহজাত চরিত্র বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব জঘন্য ও বেয়াদবীপূর্ণ ইবারতগুলো দেখে ওলামা-ই আহলে সুন্নাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখে এগুলোর জবাব চেয়েছেন। কিন্তু আফসোস! ওইসব দেওবন্দী আলেম (!) কোন জবাব দিলো না। শেষ পর্যন্ত 'বারাহীনে ক্বাতি'আহ্' প্রকাশের প্রায় ষোল বছর পর, 'তাহযীরুন্নাস' লেখার ত্রিশ বছর পর, 'হিফযুল ঈমান' প্রকাশের প্রায় এক বছর পর - ১৩২০ হিজরীতে 'আল-মু'তাক্বাদ আনমুন্‌তাক্বাদ'-এর পার্শ্ব ও পাদটীকা 'আল মু'তামাদ আল-মুস্তানাদ'-এ মীর্যা ক্বাদিয়ানী এবং উপরোক্ত জঘন্য উক্তিকারীগণ মৌং কাসেম নানূতভী, মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মৌলভী খলীল আহমদ অম্বেঠভী ও মৌং আশরাফ আলী থানভীর উপর, তাদের উক্তসব ইবারতের ভিত্তিতে 'কুফ্‌র' (কাফির)-এর ফাতওয়া প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

বস্তুত: এ ফতাওয়া আরোপ দেওবন্দী আলিমদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত কারণে বা ঝগড়ার ভিত্তিতে ছিলো না, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মান-মর্যাদা রক্ষার নিমিত্তে একটা ফরযই আদায় করেছিলেন আ'লা হযরত বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

আ'লা হযরতের এ সময়োচিত ও ধর্মীয় গুরুদায়িত্ব পালনের প্রশংসা শুধুই সুন্নী-মুসলিম দুনিয়া করেনি, বরং কোন কোন দায়িত্বশীল দেওবন্দী আলিমও তাঁর প্রশংসা করেছেন। যেমন: মুরতাদ্দা হাসান দরভঙ্গী, নাযিম, (ব্যবস্থাপক), তা'লীমাত-ই শো'বা-ই তাবলীগ, দারুল উলূম দেওবন্দ এ ফাত্‌ওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

"যদি (মাওলানা আহমদ রেযা) খান সাহেবের মতে, দেওবন্দের কিছু সংখ্যক আলিম বাস্তবিক পক্ষে তেমনি ছিলেন, যেমনটি তিনি মনে করেছেন, তাহলে খান সাহেবের উপর এ দেওবন্দী আলিমদের বিরুদ্ধে কুফরের ফাত্‌ওয়া আরোপ করা (কাফির বলা) ফরযই ছিলো, যদি তিনি কাফির না বলতেন, তাহলে তিনি নিজেই কাফির হয়ে যেতেন।"

সুতরাং বুঝা গেলো যে, দেওবন্দী-ওহাবীদের সাথে বেরলভী তথা সুন্নী মুসলমানদের বিরোধ কোন 'অনুমিত শাখা- মাসাইল'-এর ভিত্তিতে নয়, বরং মৌলিক ঈমানের প্রশ্নেই ছিলো। একথা মি. মুওদূদীও স্বীকার করেছেন।

[সূত্র: মাক্বালালাত-ই ইয়াউমে রেযা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০]

১৩২৪ হিজরীতে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'আ'লমু'তামাদ আল-মুস্তানাদ'-এর ওই অংশ, যাতে উক্ত ফাত্‌ওয়া রয়েছে, হেরমাঈন-ই তাইয়্যেবাঈনের আলিমদের সামনে পেশ করলেন, যার উপর সেখানকার ৩৫ জন শীর্ষস্থানীয় আলিম সুস্পষ্ট ও অকাট্য অভিমত লিখে দিয়েছেন। তাঁরা মীর্যা ক্বাদ্বিয়ানীর সাথে সাথে অন্য চারজন সম্পর্কেও বলেছেন- "তারা নিঃসন্দেহে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ।" আর দ্বীন-ইসলামের হিফাযতের পরম্পরায় আ'লা হযরত যে-ই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হেরমাঈন শরীফাইনের প্রখ্যাত আলিমদের এ ফাতওয়া 'হুসামুল হেরমাঈন 'আলা মান্‌হারিল কুফরি ওয়াল মায়ন'(১৩২৪) নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এ'তে দেওবন্দী ওহাবীদের মুখোশ আরো দৃঢ়ভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। এ'তে সংশ্লিষ্ট লোকদের এবং দেওবন্দী ওহাবীদের ভুল শুধরিয়ে নিয়ে, উক্ত মৌলভীদের, তাদের উক্তিগুলোকে প্রত্যাহার ও তাওবা করে নতুন করে ঈমান আনার সুযোগ হয়েছিলো। কিন্তু তারা তা না করে বিশেষত: দেওবন্দী আলিমদের একটি দল মিলিত হয়ে একটি পুস্তিকা 'আল-মুহান্নাদ আল-মুফান্নাদ' নামে লিখে দিলো। তাতে তারা অতি চালাকীর সাথে একথা বলতে চেয়েছে যে, তাদের আক্বাইদ তা-ই, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতেরই, অথচ আপত্তিকর ইবারতগুলো তাদের কিতাবগুলোতে তখনো মওজুদই ছিলো এবং এখনো রয়েছে।

সদরুল আফাযিল সাইয়্যেদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী আলায়হির রাহমাহ্ 'আত্ তাহক্বীক্বাত লি দাফ'ইত্ তালবীসাত' লিখে উক্ত সব ইবারত উল্লেখ করে জনসমক্ষে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

'হুসামুল হেরমাঈন'-এর প্রভাব দূরীভূত করার জন্য দেওবন্দী আলিমগণ এ বলে গুজব রটিয়ে দিলো যে, "ফাতাওয়া-ই ওলামা-ই হেরমাঈন" মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলে হাসিল করা হয়েছে। কেননা, ফাতওয়ার মূল ইবারতগুলো উর্দু ভাষায় লিখিত ছিলো, আরবের আলিমগণ উর্দু পড়তে পারেন না। তাছাড়া, হিন্দুস্থানের কেউ 'হুসামুল হেরমাঈন' নামক ফাত্ওয়াটার প্রতি সমর্থন দেননি। এ গুজব ও মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার খণ্ডনে শেরে বীশাহ্-ই আহলে সুন্নাত মাওলানা হাশমত আলী খান রেযভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ উপমহাদেশের আড়াইশ'র অধিক নামকরা আলিমের 'হুসামুল হেরমাঈন'-এর পক্ষে সমর্থন মূলক অভিমত নিয়ে সেগুলোকে 'আস্ সাওয়া-রিমুল হিন্দিয়া' নামে প্রকাশ করেছেন।

এ পর্যন্ত, দেওবন্দী-ওহাবী, কওমী, হেফাজীতরা বিভিন্নভাবে মুসলিম সাধারণকে ব্যাপকভাবে একথা বুঝাতে অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বিনা কারণে দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে কুফরের (কাফির বলে) ফাতওয়া আরোপ করেছেন, অথচ তারা (দেওবন্দী-ওহাবী)রা নাকি ইসলাম ও মুসলমানদের খাদিম ছিলো। আর 'আল-মুহান্নাদ' নামক পুস্তিকায় জোরে শোরে প্রচার করতে থাকে। এমতাবস্থায় 'হুসামুল হেরমাঈন'-এর প্রকাশনা ও প্রচারণা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো, যাতে বিরোধের বিশুদ্ধ প্রেক্ষাপট জন সমক্ষে এসে যায় এবং কেউ যেন এ ব্যাপারে ধোঁকা ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে না পারে। আর এ পর্যন্ত দেওবন্দী-ওহাবী, হেফাযতী-কওমীরা এ প্রসঙ্গে যেসব মিথ্যাচার করেছে, সবকটির জবাবও হয়ে যায়।

সমাজে যখন কোন অ-ইসলামী কার্য দেখা দেয়, তখন অন্য কেউ নিরব থাকতে পারলেও একজন সত্যিকার অর্থের মুজাদ্দিদ নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। এমতাবস্থায়, যখন পাক-বাংলা -ভারত উপমহাদেশে পঞ্চাশোর্ধ ফিৎনা ও বে-দ্বীনী দেখা দিয়েছিলো, তখন শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী মোটেই নিরব থাকতে পারেননি। যখন ১. দেওবন্দীদের উপরোক্ত জঘন্য ফিৎনাগুলোসহ আরো বহু ধরনের ফিৎনার সূচনা হয়েছিলো, ২. যখন মৌং ইসমাঈল দেহলভীর 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান'-এর ফিৎনা শুরু হয়েছিলো, ৩. রসূল-ই করীমের ইলমে গায়বকে অস্বীকার করার ফিৎনা দেখা দিয়েছিলো, ৪. খতমে নবূয়তকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস দেখা দিলো, ৫. আল্লাহ্ তা'আলাকে মিথ্যাবাদী (ইমক্বানে কিয্ব) বলতে আরম্ভ করা হলো, ৬. গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী নিজেকে নবী বলে দাবী করতে আরম্ভ করলো, ৭. এক শ্রেণীর মৌলভী নিজেদেরকে নবীর সমান বলে দাবী করছিলো, ৮. যখন একশ্রেণীর মৌলভী-মোল্লা নবী ও ওলীগণের ইখ্তিয়ার বা ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে লাগলো, ৯. যখন মাযহাব না মানার ফিৎনা আরম্ভ হলো, ১০. নবী করীমের মাতা-পিতার ঈমানকে অস্বীকারের মতো দুঃসাহস দেখানো হচ্ছিলো, ১১. আর্যরা যখন তথাকথিত শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট করে যাচ্ছিলো, ১২. শিয়া ও শিয়াদের দ্বারা প্রভাবিতরা যখন যহরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করতে লাগলো, ১৩. যখন আযান-ইক্বামতে হুযূর-ই আকরামের নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে চক্ষুদ্বয়ে মসেহ করার বিরুদ্ধে ফাতওয়াবাজি শুরু হলো, ১৪. যখন চাঁদ দেখা নিয়ে ফিৎনা আরম্ভ হলো, ১৫. একদিকে শাফা'আতকে অস্বীকার করা হচ্ছিলো, অন্যদিকে ১৬. কাকের গোশ্ত খাওয়াকে জায়েয বলা হচ্ছিলো, ১৭. যখন একশ্রেণীর লোক তা'যীমী সাজদার মতো হারাম কাজকে জায়েয মনে করে ছিলো, ১৮. যখন ভারতকে 'দারুল হারব' ফাতওয়া দিয়ে, কৌশলে মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছিলো, ১৯. যখন রাফেযী-শিয়ারা মাথাচাড়া দিয়েছিলো, ২০. যখন দু'ঈদে করমর্দন, আলিঙ্গন, মীলাদ-মাহফিল ও তাতে ক্বিয়াম-মীলাদ ও ঈসালে সাওয়াবকে অবৈধ বলে ফাতওয়াবাজি করা হচ্ছিলো, ২১. যখন মাযার-শরীফগুলোতে বাতি জ্বালানোকে না-জায়েয বলা হচ্ছিলো, ২২. নবী করীমের সশরীরে মি'রাজকে অস্বীকার করা হচ্ছিলো, ২৩. যখন নাদ্ওয়াতুল ওলামার সৃষ্ট ফিৎনা পুরাদমে চলছিলো, ২৪. যখন খিলাফত কমিটির ফিৎনা দেখা দিয়েছিলো, ২৫.যখন ওহাবীরা হিন্দুদের খুশী করার জন্য গাভী ক্বোরবানী থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো, ২৬. যখন আধুনিক দর্শনের ফিৎনা শুরু হলো, ২৭. যখন শিয়াদের

তাযিয়াদারীর ফিৎনা শুরু হলো, ২৮. মাযারগুলোতে নারীদের অবাধে যাতায়তের ফিৎনা দেখা দিলো, ২৯. যখন শরীয়তকে তরীক্বত থেকে পৃথক করে দেখানোর মতো ফিৎনা দেখা দিলো, ৩০. যখন গায়েবী জানাযা পড়াকে কেন্দ্র করে ফিৎনা দেখা দিলো, ৩১. যখন শিয়াদের নেকাহে মাত্'আহ্র ফিৎনা আরম্ভ হয়েছিলো, ৩২. যখন ইংরেজদের বহুবিধ ষড়যন্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে তুঙ্গে, তখন ইমাম আহমদ রেযা শতাব্দির মুজাদ্দিদ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পালন করেছেন। এতে সংশ্লিষ্ট বাতিলপন্থীরা নাখোশ হলেও তাঁর প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্ ও রসূল তাঁকে প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্য করেছেন। ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত বাতিলপন্থীদের এত বিরোধিতার পরও আ'লা হযরত আ'লা হযরতই আছেন। তিনি, সহস্রাধিক অকাট্য গ্রন্থ-পুস্তক লিখে দিয়েছেন, ওইগুলো ইনশাআল্লাহ্ চিরদিনই অকাট্য ও প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত-সমাদৃত হয়েই থাকবে।

আ'লা হযরত ১০ শাওয়াল-ই মুকার্‌রম ১২৭২ হিজরী/১৪জুন, ১৮৫৬ ইংরেজী সালে শনিবার যোহরের সময়, ভারতের বেরিলী নগরী (ইউ.পি)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বংশীয়ভাবে 'পাঠান', মাযাহাবের দিক দিয়ে 'হানাফী', তরীক্বতের দিক দিয়ে 'ক্বাদেরী'। তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা নক্বী আলী খান। তাঁর সম্মানিত পিতামহ মাওলানা রেযা আলী খান অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আলিম ও বেলায়তের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হযরত সাঈদ উল্লাহ্ খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আফগাস্তিানের কান্দাহারের ঐতিহ্যবাহী 'বড়হীস' গোত্রীয় পাঠানি ছিলেন। লাহোরের শীষমহল তাঁর জায়গীর ছিলো। অতঃপর তিনি সেখান থেকে দিল্লী তাশরীফ আনেন। তখন তিনি ঐতিহাসিক 'শশহাযারী' পদে উন্নীত হন। শাহী দরবার থেকে তিনি 'শজা'আত জঙ্গ' (রণ বীরত্ব) খেতাবে ভূষিত হন।

ইসলামী রীতি অনুসারে চার বছর বয়স থেকে আ'লা হযরত লেখাপড়া শুরু করেন। অসাধারণ মেধাবী আ'লা হযরত অতি কৃতিত্বের সাথে মাত্র তের বছর দশ মাস বয়সে সমস্ত অধ্যয়ন, গবেষণা ও চিন্তাগত পাঠের জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করেন এবং 'দস্তারে ফযীলত' (শেষবর্ষ সনদ ও সম্মানসূচক পাগড়ি প্রতীক) দ্বারা ভূষিত হন। এর পরবর্তী বছর (১৪ শা'বান ১২৮৬ হিজরী। ১৯ নভেম্বর, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) রাদ্দা'আত সম্পর্কিত ফাতওয়া প্রণয়ন করে তিনি সমসায়িক বিজ্ঞ মুফতী সমাজকে হতবাক করে দেন। এ বছরই তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা নক্বী আলী খান 'ফাতওয়া প্রদান'-এর দায়িত্বভার আ'লা হযরতকেই অর্পণ করেন।

এভাবে তিনি সত্তরাধিক বিষয়ে বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন এবং পঞ্চাশোর্ধ বিষয়ে কিতাব রচনা ও প্রণয়ন করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সহস্রাধিক গ্রন্থ-পুস্তক রচনা ও প্রণয়ন করেন। ওইগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ 'কান্‌যুল ঈমান ফী তরজমাতিল ক্বোরআন' এবং ১২ খণ্ড বিশিষ্ট 'ফাতাওয়া-ই রযভিয়া' সববিশেষ প্রসিদ্ধ।

কারামত

আ'লা হযরত তরীক্বতের ক্ষেত্রে অতি উচ্চ পর্যায়ের ওলী-ই কামিল ছিলেন। তাঁর অসংখ্য কারামতও প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একটি কারামত নিম্নে উল্লেখ করলাম-

আ'লা হযরত ট্রেনযোগে পিলীভেত থেকে বেরিলী শরীফ যাচ্ছিলেন। নবাবগঞ্জ ষ্টেশনে দু/এক মিনিটের জন্য ট্রেন থেমেছিলো। তখন মাগরিবের নামাযের সময় হয়েছিলো। তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে নামায আদায়ের জন্য নেমে পড়লেন। সফরসঙ্গীরা এভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, হয়ত ট্রেন চলে যাবে। আ'লা হযরত আলায়হির রাহমাহ্ বললেন, ''চিন্তা করোনা, গাড়ী আমাদেরকে নিয়েই যাবে।''

সুতরাং আযান দেওয়ানো হলো এবং অতি একাগ্রতার সাথে তিনি নামায পড়িয়ে দিলেন। এদিকে ড্রাইভার যথা সময়ে ইঞ্জিন চালু করতে চাইলো। কিন্তু ইঞ্জিন এক ইঞ্চি পরিমাণও আগে বাড়লো না। ড্রাইভার ইঞ্জিনকে পেছনের দিকে চালালো। তখন তা চলতে লাগলো। অতঃপর সে পুনরায় সামনের দিকে চালাতে চাইলো। কিন্তু ইঞ্জিন প্রথম স্থানে এসে বন্ধ হয়ে গেলো। তখন এক উচ্চরব শোনা গেলো- ''দেখো, ওই দরবেশ নামায আদায় করছেন। এ কারণেই গাড়ীটি চলছে না।'' দারুণ কৌতুহলী হয়ে লোকেরা তাঁর চতুপার্শ্বে জড়ো হয়ে গেলো। ইংরেজ গার্ড, যে এতক্ষণ যাবৎ হতবাক হয়ে দাঁড়ানো ছিলো, অতি আদব সহকারে তাঁর নিকট বসে পড়লো। যখনই আ'লা হযরত নামায শেষ করলেন এবং ট্রেনে উঠে বসলেন, তখন রেল গাড়ী চলতে লাগলো। এ অলৌকিক ঘটনা দেখে গার্ড আ'লা হযরতের পরিচয় নিলো এবং নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে করে বেরিলী শরীফ হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। আলহামদু লিল্লাহ্!

মোটকথা, আ'লা হযরত ছিলেন এ উম্মতের জন্য শতাব্দির মুজাদ্দিদ এবং আল্লাহর এক অনন্য নি'মাত।

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

৩৩ তম আন্তর্জাতিক শাহাদাতে কারবালা মাহফিল সমাপ্ত

ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের মাধ্যমে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে

ব্যাপক উৎসাহ্ উদ্দিপনায় বিপুল সংখ্যক সুন্নী মুসলমানদের উপস্থিতিতে শেষ হলো ১০ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ৩৩তম শাহাদাতে কারবালা মাহফিল। গত ১১-২০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত মাহফিলে আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে অংশ নেন, মিশর, লেবানন, মালয়েশিয়া, ভারত ও শ্রীলংকার ইসলামী স্কলার ও বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কেরাম। মাহফিলের সমাপনী দিবসে বক্তারা বলেন জোর জবরদস্তি করে খলিফা হওয়ার জন্য ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইয়াজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি বরং ইয়াজিদের দুশ্চরিত্রের প্রতিবাদে স্বৈরতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের সত্যিকারের ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আহলে বায়তের এ আত্মত্যাগ যুগযুগ ধরে মুসলমানদের সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেরণা জোগাবে।

মাহফিলের সমপনী দিবসে সভাপতিত্ব করেন মাইজভান্ডার দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন শাহ্সুফি মাওলানা সৈয়দ সাইফুদ্দিন আহমদ আলহাসানী।

এতে কৃতজ্ঞতাসূচক বক্তব্য দেন শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। তিনি ১০দিন ব্যাপী আহলে বায়াতের স্মরণে মাহফিলকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য কমিটির সদস্যসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, জমিয়তুল ফালাহর কারবালা মাহফিল শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্বের ঈমানদার জনতার মাঝে জাগরণ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এই মাহফিল হয়ে উঠেছে দেশি-বিদেশি প্রাজ্ঞ-বোদ্ধাজনদের মিলনস্থল । ইসলামিক স্কলার ও শিক্ষাবিদ-গবেষকরা ১০ দিনব্যাপী মাহফিলে এসে যে ম্যাসেজ দিয়ে গেছেন তা আমাদের জীবনে ধারণ ও প্রতিফলিত করতে হবে। মাহফিলে যোগদানকারী, সহযোগিতাকারী প্রশাসন-মিডিয়াসহ বিভিন্ন দরবার, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, আনজুমান সিকিউরিটি ফোর্স, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি এ শানদার মাহফিলের সূচনাকারী খতিবে বাঙাল অধ্যক্ষ আল্লামা জালাল উদ্দীন আলকাদেরী (রহ) এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান।

মাহফিলে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন। তিনি বলেন, এ মাহফিল সকল সুন্নি জনতার মিলনস্থল ও রূহানী খোরাক হয়েছে ভবিষ্যতে এর রওনক আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

মাহফিলে বিদেশি আলোচক ছিলেন ভারতের কাসওয়াসা দরবার শরিফের সাজ্জাদানশিন আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আশরাফ আল আশরাফি আল জিলানি, মিসর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ইব্রাহিম সালেহ হুদহুদ, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুলুদ দিন ফ্যাকাল্টির ডিন প্রফেসর ড. আবদুল ফত্তাহ আবদুল গণিসহ মিসরের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আলহাজ্ব সামীম মোহাম্মদ আফজাল, বিভাগীয় পরিচালক আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, প্রকল্প পরিচালক তৌহিদুল আনোয়ার, জমিয়তুল ফালাহ মসজিদের খতিব আল্লামা আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ভাইস প্রেন্সিপ্যাল ড. আ.ত.ম. লিয়াকত আলী।

প্রফেসর ইব্রাহিম সালেহ হুদহুদ বলেন, সেদিন কী অপরাধ করেছিলেন আহলে বায়তে রাসূলের (দ) মহাত্মা রমণী ও অবুঝ সদস্যগণ। দুগ্ধশিশু ইমাম আলী আসগর, আলী আকবর ও নিষ্পাপ কাসেম-কেন তাদের এমন নির্মমভাবে শহীদ করা হলো। আল্লাহর জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মনিবেদিত হয়ে এই শাহাদাতের বদলা নিতে হবে।

আল্লামা মাহমুদ আশরাফ জিলানি বলেন, ৬১ হিজরিতে কারবালা ময়দানে পানি সরবরাহ, সকল প্রকার খাদ্য

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে ইয়াজিদ যে জঘন্য নৃশংসতার জন্ম দিয়েছে তা স্মরণে এলে আমরা বেদনাস্তব্ধ হয়ে পড়ি। প্রফেসর ড. আবদুল ফত্তাহ আবদুল গণি বলেন, ক্ষুধায় মেরে এবং পানির কষ্টে নিপতিত করে ইয়াজিদ সেদিন জঘন্য নির্মমতার স্বাক্ষর রেখেছে। ফোরাত নদীর পানি কুকুর-বিড়াল চতুষ্পদ প্রাণির জন্য উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু পানির জন্য আহাজারি করা সত্ত্বেও দুগ্ধশিশু আলী আসগর, আলী আকবরসহ পূত পবিত্র আহলে বায়তে রাসূলের (দ) সদস্যদেরকে এক ফোটা পানি দেয়নি ইয়াজিদি দুরাচারিরা। এই নির্মমতা সত্যিই বেদনাদায়ক। কারবালা পরিবর্তী মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা আহমদ রেজা ফারুকী, ড. মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আযহারী। শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পর্ষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা, মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, সৈয়দ আব্দুল লতিফ, খোরশেদুর রহমান, জাফর আহমদ সাওদাগর, আব্দুল হাই মাসুম,অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ দিলশাদ আহমেদ, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সালামত উল্লাহ, ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, এস এম সফি, মুহাম্মদ মনসুর সিকদার, মুহাম্মদ মাহাবুবুল আলম, মাওলানা আহমুদুল হক, হাফেজ ক্বারী মুফতি মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন ও মাওলানা জিয়াউল হক প্রমুখ।

মাহফিলে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আন্তর্জাতিক ক্বারী শাইখ আহমদ বিন ইউসুফ আল আযহারী ও নাতে রাসূল (দ) পাঠ করেন শায়ের মাওলানা জয়নুল আবেদীন। উল্লেখ্য, মাহফিলে জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্সের নিচতলায় পর্দা সহকারে মহিলাদের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা ছিল।

উদ্বোধনী দিনের মাহাফিলে সভাপতিত্ব করেন পর্ষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও চেয়ারম্যান ইসলামী চিন্তাবিদ পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়্যারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র আলহাজ্ব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন। তিনি বলেন, জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ থেকে সূচিত মহররম মাসে শাহাদাতে কারবালা মাহফিল সারা দেশে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। এতে বিদেশি আলোচক (মিসর) শাজলীয়া কাদেরিয়ার শায়খ প্রফেসর ড. ইউসরি রুশদি জবর আলহাসানী আল আযহারি বলেছেন, আহলে বায়তে রাসুলের (দ.) প্রতি ভালোবাসাই ঈমান। নবী পরিবার তথা আহলে বায়তে রাসুলের (দ.) প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা অন্তরে জাগ্রত করে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হবে। প্রফেসর ড. ইউসরি বলেন, শুধু স্মরণ ও ভালোবাসা নয়, আহলে বায়তে রাসূলের (দ) ত্যাগের আদর্শও অনুসরণ করতে হবে।

উদ্বোধক ছিলেন জমিয়তুল ফালাহর খতিব ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন। মাহফিলে আলোচক ছিলেন পীরে তরিকত আল্লামা তাওসিফ রেজা খান ব্রেলভি কাদেরি (ভারত) ও আল্লামা শাহ্সুফি এহছান ইকবাল কাদেরী (কলম্বো, শ্রীলংকা।

আল্লামা ইহছান ইকবাল কাদেরী বলেন, সারা বিশ্বে আজ মুসলমানরা নির্যাতন নিপীড়নের শিকার। মুসলমানদেরকে শেকড়চ্যুত করতে ও ঈমানহারা করতে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষী চক্র গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

ইসলামের দৃষ্টিতে শাহাদত ও শহীদের মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভি।

মাহফিলে অতিথি ছিলেন পিএইচপি প্যামিলির ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ মহসিন চৌধুরী, জমিয়তুল ফালাহর প্রকল্প পরিচালক মুহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার, ব্যারিস্টার আবু সাঈদ মুহাম্মদ কাশেম।

১০ দিন ব্যাপী মাহফিলে আহলে বায়তের মর্যাদা, কারবালার শিক্ষা ও বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ও করণীয় বিষয়ে তকরির করেন, বৈরুত ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আওলাদে রসূল, ড. সৈয়দ জামাল মুহাম্মদ শাক্বার আল হোসাইনী, মিশর আলযহারের সাবেক চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ইব্রাহীম সালেহ হুদহুদ, আলআযহারের উসুলুদদীন ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর ড. আবদুল ফাত্তাহ, ভারতের কাসওয়াসা দরবার শরীফের আল্লামা হাফেজ সৈয়দ মুহাম্মদ নূরানী মিয়া আশরাফী, মিসর আলআযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ওসামান ইয়াসিন মিহানী, প্রফেসর আবদেল দায়েম মুহাম্মদ আবদেল রহমান, আহমেদ নাসের, প্রফেসর ড. ইব্রাহীম সালেহ সৈয়দ সোলায়মান, ফ্যাকাল্টি ডিন প্রফেসর ড.

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

আবদেল গণি মুহাম্মদ ইব্রাহীম, গ্র্যান্ড ইমামের কনসালটেন্ট এম্বাসেডর আবদুর রহমান মুছা, প্রফেসর ড. ইসমাইল মুহাম্মদ আলী আবদুর রহমান, হোসাইন আবদুন নাঈম, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী, আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ অছিয়র রহমান, আল্লামা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী, উপাধ্যক্ষ আল্লামা আবুল কাসেম ফজলুল হক, ড. এ.এস.এম. বোরহান উদ্দীন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন মাইজভান্ডার দরবার শরীফের শাহজাদা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান (মু.জি.আ.), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী, বাংলাদেশ পুলিশ চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবদুচ সালাম, চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমোডর জুলফিকার আজিজ, রাজনীতিবিদ মাওলানা এম.এ. মতিন, পিএইচপি ফ্যামিলির পরিচালক আলহাজ্ব আমির হোসেন সোহেল।

বিভিন্ন স্থানে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে ও আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ওরস মাহফিল

আনজুমান ট্রাষ্ট'র উদ্যোগে শোহাদায়ে কারবালা মাহফিলে বক্তারা-

ন্যায় ও সত্যের আদর্শকে সমুন্নত রাখাই কারবালার মূল শিক্ষা

আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত মাহফিলের সমাপনী দিবসের মাহফিল আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে আলমগীর খানকা-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ট্রাস্ট'র সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, বক্তারা বলেন- হযরত ইমাম হোসাইন(রাদি.) ন্যায় ও সত্যের পতাকা সমুন্নত রাখতে আপসহীন ছিলেন। অন্যায়, অসত্য, অনৈতিকতা ও স্বেচছাচারের বিরুদ্ধে মাথা নত না করাই কারবালার মূল শিক্ষা। এতে প্রধান ওয়াইজ হিসেবে তকরীর করেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান।

জামেয়ার সহকারী মাওলানা আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আলকাদেরী'র সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন, আনজুমান ট্রাস্ট'র এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক,এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব এস.এম.গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী অধ্যাপক আলহাজ্ব কাজী শামসুর রহমান, জামেয়ার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, আনজুমান সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল হাই মাসুম, আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ কন্ট্রাক্টর, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনছুর, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাদেক হোসেন পাপ্পু, আলহাজ্ব শেখ আহমদ, অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ মনোয়ার হোসেন মুন্না, হাফেজ মুহাম্মদ আজহারুল হক আজাদ, মোজাফ্ফর হোসেন, আলমগীর সহ উত্তর ও দক্ষিণ জেলার কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ।

সমাপনী দিবসে জামেয়ার মুদাররিস মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আলকাদেরীর পরিবেশনায় পবিত্র গেয়ারভী শরীফ আদায় ও মিলাদ- কিয়াম শেষে দেশ, জাতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে মুনাজাত করেন শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী। মাহফিলের ১ম দিবসে তকরির করেন, আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী, দ্বিতীয় দিবসে তক্বরির করেন আলহাজ্ব মাওলানা আবুল আসাদ মোহাম্মদ জোবাইর রজভি, মাওলানা আবদুল মোস্তফা রাহিম আজহারী, মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ইব্রাহীম।

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

সিলেটে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল

সিলেট হযরত শাহ্ জালাল (রহ.) এর মাযার সংলগ্ন খান কটেজে মাযার কমিটির মোতাওয়াল্লি সামুন মাহমুদ খানের সভাপতিত্বে ও সার্বিক সহযোগিতায় আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইসমাইল খিজরীর তত্ত্বাবধানে গত ২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল হতে পবিত্র খতমে ক্বোরআন, খতমে গাউসিয়া ও খতমে খাজেগান অনুষ্ঠিত হয়। শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে বাদে আসর হতে আলোচনা, বাদে মাগরিব পবিত্র গিয়ারভী শরীফ এবং মোশায়েরা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শিক্ষার্থী যথাক্রমে মুহাম্মদ মাকসুদুল হাসান, মুহাম্মদ আব্দুল করিম, মুহাম্মদ মহসিন আনোয়ারী, মুহাম্মদ মহসিন, হাফেজ মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, হাফেজ এনামুল হক সাকিব, মুহাম্মদ মাকসুদুল আলম, মুহাম্মদ মিসবাহ্ উদ্দিন, মুহাম্মদ আব্বাস, মুহাম্মদ এমরান হোসাইন, হাফেজ মুহাম্মদ এমরান, মুহাম্মদ আবছার উদ্দিন, মুহাম্মদ রেজা প্রমুখ। শেষে মিলাদ, কিয়াম ও মুনাজাতের মাধ্যমে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, প্রতি চান্দ্র মাসের ১০ তারিখ বাদ মাগরিব নিয়মিত পবিত্র গিয়ারভী শরীফ আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

বলুয়ারদিঘী খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়দিয়া তৈয়্যবিয়া

বলুয়ারদিঘীস্থ খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে ১০ দিনব্যাপী মাহফিলের সমাপনী দিবস গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় মহাসচিব মুহাম্মদ শাহজাদ ইবনে দিদার, তকরীর করেন আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল গফুর রেজভী ও মাওলানা ইউনুছ রেজভী। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সাব্বির আহমদ, আলহাজ্ব কাজী মঈনুদ্দিন ফারুক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ্ মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল মনছুর, উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গাজী নুরুল আমিন প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ উপজেলা শাখা

গত ৭ সেপ্টেম্বর মাঝিনা নদীর পাড়স্থ ঈদগাহ্ ময়দানে হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ)'র ওরস মোবারক উপলক্ষে এক আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রূপগঞ্জ শাখা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন এবং সঞ্চালক এর দায়িত্ব পালন করেন সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ রেফাজ উদ্দিন। প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আঞ্জুমানের সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ঢাকা আঞ্জুমানের এ্যাসিটেন্ট সেক্রেটারী ও গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ঢাকার সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মালেক বুলবুল, সদস্য শাহ্ হোসেন ইকবাল।

এতে ওয়াজ করেন চট্টগ্রাম কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম মাদরাসার মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ উমায়ের রজভী, আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন আত তাহেরী, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ নাহিদুল ইসলাম আল-কাদেরী প্রমুখ। মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আঞ্জুমানের ট্রেজারার আলহাজ্ব শোয়েবুজামান চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ হযরত আলী, গাউসিয়া কমিটি ঢাকার সেক্রেটারী মুহাম্মদ কাশেম, জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসাইন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল কাশেম প্রমুখ।

ঢাকা খিলগাও থানা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর আওতাধীন খিলগাঁও থানা শাখার সহযোগিতায় শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন কাদেরিয়া তাহেরিয়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মুফতি সাইফুল ইসলাম বাগদাদী, এতে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি খিলগাও থানা শাখাসহ অন্যান্য ওয়ার্ড ও ইউনিটের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে শোহাদায়ে কারবালার শিক্ষা, আহলের বায়তে মর্যাদা এবং গাউসিয়া কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা হয়।

রাঙ্গামাটি পৌর গাউসিয়া কমিটি

রাঙ্গামাটি পৌর গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল গত ১৭ সেপ্টেম্বর নূরানী রিজার্ভ মুখ খানকায়ে কাদেরিয়া ছৈয়দিয়া তৈয়বিয়া তাহেরিয়া প্রাঙ্গণে পৌর গাউসিয়া কমিটির সভাপতি

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

মুহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম (ওয়াসিম)-এর সভাপতিত্বে সেক্রেটারী মুহাম্মদ মনছুর আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ নেছারুল ইসলাম আল-কাদেরী, মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ওসমান গণি চৌধুরী, মাওলানা জসিম উদ্দিন নুরী, মাওলানা রেজাউল করিম নঈমী, মাওলানা হাফেজ সেলিম খান কাদেরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলা গাউসিয়া কমিটির সদস্য-সচিব মোহাম্মদ আবু ছৈয়দ, হাজী হাবিবুর রহমান চৌধুরী সেলিম, আকরব আলী, মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন, আহবায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, সদর উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ নুর হোসেন, মাহফিল প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, ওয়ার্ড কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আবু তাহের, মোহাম্মদ রাশেদ, হাজী মোহাম্মদ নিজাম, ডাঃ ওমর ফারুক, মমতাজ উদ্দিন সওদাগর, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ শরীফ, হাজী আহমদ হোসেন, মাওলানা মোহাম্মদ নাজমুল হক, মোহাম্মদ বদিউল আলম, মোহাম্মদ সেলিম।

গাউসিয়া কমিটি নাঙ্গলকোট উপজেলা শাখা

গাউসিয়া কমিটি কুমিল্লা নাঙ্গলকোট উপজেলা শাখার উদ্যোগে গত ৬ সেপ্টেম্বর নাঙ্গলকোট হাজী মুজাফ্ফর আহমদ (রহঃ) ছায়েরা প্লাজায় খতমে গাউসিয়া, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ মুছা কলিম উল্লাহ সওদাগরের সভাপতিত্বে খতমে গাউসিয়া পাঠ করেন মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসাইনি। মিলাদ শরীফ পাঠ করেন মাওলানা জসিম উদ্দিন মজুমদার। মুনাজাত করেন- পাটোয়ার ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুন নবী রহমানী। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন সওদাগর, মাওলানা আব্দুর রহমান, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, হাফেজ লোকমান হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে আসন্ন জশনে জুলুস ঈদে মিলাদুন নবী (স.) উদযাপন উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন আলহাজ্ব মাওলানা জসিম উদ্দিন ও ডাক্তার ইসহাক ফারুকী।

রাউজান দারুল ইসলাম কামিল মাদরাসা

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত রাউজান দারুল ইসলাম কামিল মাদরাসায় গত ১০ সেপ্টেম্বর আওলাদে রসূল আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি ও সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সালানা ওরস মোবারক অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হক্কানী-রব্বানী ওলামা মাশায়েখ তৈরীর এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন হুজুর সিরিকোটি (রহ.) ও আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)। যার বদৌলতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার-প্রসারে বিশাল ভূমিকা রাখছেন। ওহাবী-সালাফী-মওদুদী গংদের ভ্রান্ত আক্বীদা নবী-ওলী বিদ্বেষী প্রচারণার বিরুদ্ধে তীব্র ও জোরদার ভূমিকা পালন করছেন হুজুর ক্বেবলার দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ।

রাউজান দারুল ইসলাম কামিল মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সালানা ওরস মোবারকের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান ট্রাস্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব সিরাজুল হক, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর ড. সুলতান আহমদ, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী। পূর্বাহ্নে কামিল ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ছবক প্রদান করেন শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী। উপস্থিত ছিলেন রাউজান উত্তর গাউসিয়া কমিটির সেক্রেটারি মাওলানা ইয়াসিন হায়দারী, জেলা পরিষদ সদস্য কাজী আব্দুল ওহাব, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আলহাজ্ব কাজী মুজিবুর রহমান, সৈয়্যদ কামাল উদ্দীন, তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তৈয়ব প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপাধ্যক্ষ মাওলানা মারেফাতুন নুর ও মাওলানা শামসুদ্দিন হেলালী।

সীতাকুন্ড মাদরাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া

সীতাকুন্ড উপজেলার বানুরবাজারস্থ মাদরাসা-এ মুহাম্মদিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (আলিম) এবং খানকাহ-এ ক্বাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া ছাবেরিয়া পরিচালনা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত ৬ সেপ্টেম্বর আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.), আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.), হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) এবং মরহুম মরহুমা পীর ভাই

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

বোনদের ঈছালে সাওয়াব উপলক্ষে সালানা ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ জাবেদ হোসাইনের সঞ্চালনায় অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হাছান রেজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিল উদ্বোধন করেন মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম আনছারী। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলহাজ্ব দিদারুল ইসলাম, প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী, বিশেষ বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন সওদাগর। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক আলহাজ্ব শাহ্ এমরান মুহাম্মদ আলী চৌধুরী। মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাছির আহমদ জবার, আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার রফিক উদ্দিন আহমদ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ জানে আলম, মাওলানা মুহাম্মদ শফিউল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ মুছা আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ আতিক উল্লাহ্ আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ নূরী, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান শরীফ, ও মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আলকাদেরী প্রমুখ।

ফটিকছড়ি এফ.এ ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা

ফটিকছড়ি নানুপুরস্থ এফ.এ ইসলামিয়া সুন্নীয়া মাদ্‌রাসা ও মারকাজ তাহফিজুল কুরআন ওয়াদারুল আইতাম আয়োজিত পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা ও গাউসে জামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সালানা ওরশ মোবারক গত ১৬ সেপ্টেম্বর কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার শায়খুল হাদীস আল্লামা ড. শেখ সৈয়্যদ জামাল মোহাম্মদ সাক্বার আল হাসানী, প্রধান আলোচক ছিলেন আঞ্জুমান রিচার্স সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা এম.এ মান্নান। পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সংগঠক মাষ্টার মুহাম্মদ আবুল হোসাইন এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন রাউজান উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ আল্লামা আইয়ুব আনসারী, মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মুফতি মাওলানা আখতার হোসাইন, মাওলানা জসিম উদ্দিন আবেদী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুচ, মাসিক তরজুমানের সহ সম্পাদক আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, হাফেজ মাওলানা দিদারুল ইসলাম, মাওলানা ফজলুল বারী, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, মাওলানা জিয়াউর রহমান, মাষ্টার মুহাম্মদ মাসুদ, মুহাম্মদ হায়দার আলী, মাওলানা মিজানুর রহমান, মাষ্টার মুহাম্মদ আলমগীর, হাফেজ মুহাম্মদ খোরশেদ আলম, হাফেজ মুহাম্মদ মহিবুল্লাহ, হাফেজ মুহাম্মদ লোকমান প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা সৈয়দ জয়নাল আবেদীন বলেন, আওলাদে রাসুল (দ.)'র প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা অর্জন করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। তিনি শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত রুপ-রেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের মতাদর্শকে মানুষের অন্তরে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে সকলকে দ্বীন প্রচারের কার্যক্রমে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে মহিলাদের আলাদা প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত তালিমী জলসায় বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক প্রবাসী মির জাহারা পান্না হাসান আল-কাদেরী।

গাউসিয়া কমিটি আনোয়ারা উপজেলা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় আওলাদে রসূল, আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সালানা ওরস মোবারক আনোয়ারা শোলকাটাস্থ খানকা এ কাদেরীয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া হেফজখানা ও এতিমখানায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব হাসানুর রশিদ রিপন। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব মাহবুবুল হক খাঁন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনসুর।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আহমদ কবির ও সহ সাধারণ সম্পাদক মনির আহমদের যৌথ সঞ্চালনায় উক্ত সালানা ওরস মোবারকে প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন হাজী বজল আহমদ সওদাগর। আরো উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব আশরাফুজ্জামান চৌধুরী, আলহাজ্ব আনোয়ার খান মুন্সী, মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী, এস.এম. আব্বাস উদ্দিন, হারুনুর রশিদ, কামরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার, আলমগীর চৌধুরী,

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

আবদুল আজিজ, আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহমদ, হাফেজ মুহাম্মদ কবির, সামশুল আলম, মুহাম্মদ রিদোয়ানুল হক রহিম (মেম্বার), কেরামত আলী মেম্বার, মাওলানা কাজী বদরুজ্জামান নঈমী, মাওলানা মোজাম্মেল হক, ফরিদ উদ্দিন খান মিল্টন, এমদাদুল হক বকুল, মুহাম্মদ মিয়া মেম্বার, হাফেজ মোহাম্মদ বেলাল, হাজী শফিক আহমদ, মুহাম্মদ ইব্রাহীম, মুহাম্মদ আবু ছালেক, ডা. শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ আবুল বশর, মাওলানা নাজিম উদ্দিন কাজেমী, আবুল কাশেম ভেন্ডার, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ উলা মিয়া, আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ, মুহাম্মদ বেলাল, মাস্টার মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মুহাম্মদ ইয়াকুব, মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ ইসহাক, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস, আবুল বশর মিয়াজী, সেলিম উল্লাহ্ খাঁন মেম্বার প্রমুখ।

সাতকানিয়া উপজেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলার ব্যবস্থাপনায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল ও আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.)'র সালানা ওরস মোবারক সাতকানিয়া ড্রিম হাউস কমিউনিটি হলে উপজেলার সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, উদ্বোধক ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান, প্রধান বক্তা ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, রাজনীতিবিদ আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব এ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাস্টার, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ সদস্য মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন।

মাহফিলে বক্তব্য রাখেন আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলিম রেজভি, মাওলানা আহমদ রেযা নকশবন্দী, মাওলানা জসীম উদ্দিন আলকাদেরী, মাওলানা সরওয়ার কামাল আল কাদেরী, মাওলানা কামাল উদ্দিন রেজভী, মাওলানা সামশুল আলম সিদ্দিকী, এস.এম. ইলিয়াছ, মাওলানা আহমদ কবির রেজভী, আখতারুজ্জামান সেলিম, মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, সাইফুদ্দীন হোসেন, মাওলানা মাহবুবুল আলম নুরে বাংলা। মাহফিল পরিচালনায় ছিলেন মাওলানা মাঈনুদ্দীন ও শাহাদাত হোসেন।

পটিয়া বরলিয়া ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার বরলিয়া ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে পবিত্র আহলে বায়তে রাসুল স্মরণে মাহফিলে শোহাদায়ে কারবালা ও গাউসে জামান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহঃ)'র ওরস মোবারক ও অভিষেক অনুষ্ঠান গত ২১ সেপ্টেম্বর আলহাজ্ব আলী আকবর খানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক হাবিব উল্লাহ মাষ্টার, সহ-সভাপতি আলাহাজ্ব নেজামত আলী বাবুল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহমদ, সহ-প্রচার সম্পাদক আবুল মনসুর মহিউদ্দিন আরমান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার সভাপতি এম মাহবুবুল আলম এম কম, সেক্রেটারী শহিদুল ইসলাম চৌধুরী শামীম, যুগ্ম সম্পাদক জাকির হোসেন মেম্বার, সহ-সম্পাদক আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম, কাজী নুরুল আবছার, মোহাম্মদ আবু নোমান, মাহফিলের উদ্বোধক ছিলেন বরলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শাহিনুল ইসলাম (শানু)। প্রধান আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের যুগ্ম মহা-সচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন ছোবহানিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস আল্লামা কাজী মইনুদ্দিন আশরাফি, বিশেষ ওয়ায়েজ ছিলেন মওলানা আব্দুল জলিল আনসারী ও হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব। বরলিয়া ইউনিয়ন সেক্রেটারী নুরুল আবছারের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ শামসুদ্দিন, আলহাজ্ব আবুল কাশেম, সৈয়দ আক্তার, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ হাসান, মোহাম্মদ হাফেজ আহমদ, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইসমাইল, মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ ইয়াসিন সুমন, মোহাম্মদ জামশেদ শরীফ, ডাঃ মোহাম্মদ আজমগীর, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন, ফেরদৌস সওদাগর, মোহাম্মদ এহসান হিরো, সৈয়দুল করিম প্রমুখ।

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

দক্ষিণ চান্দগাঁও ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ দক্ষিণ চান্দগাঁও ইউনিট শাখার উদ্যোগে খাজারোডস্থ বাদামতল মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদে আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহ.)'র সালানা ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুল হক বীর প্রতীকের সভাপতিত্বে সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় মহাসচিব আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাদ ইবনে দিদার, প্রধান বক্তা ছিলেন ড. মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, আনজুমান ট্রাস্ট সদস্য এবং গাউসিয়া কমিটি চান্দগাঁও থানা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব তসকির আহমদ, গাউসিয়া কমিটি চান্দগাঁও থানার সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব সামসুল আলম সওদাগর, সহ সভাপতি এস এম নুরুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন মানিক, সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী আবু তাহের, সহ সাধারন সম্পাদক মুহাম্মদ জানে আলম, মাহফিলে আরোও উপস্থিত ছিলেন শাহচান্দ আউলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আল্লামা সিরাজুল ইসলাম, মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মাদ জাবেরুল হক হোসাইনী, সেক্রেটারী ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন, তাহেরিয়া ছাবেরিয়া আবুল হাশেম সুন্নিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারী ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ নুরুল আলম, মাওলানা আবদুল গফুর রিজভী, গাউসিয়া কমিটি চান্দগাঁও থানার দাওয়াতে খাইর সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান হাসান আলকাদেরী, অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন খোকন, মুহাম্মদ মাজেদুল ইসলাম বেলাল, মুহাম্মদ আবদুর রহমান, হাফেজ আবদুল বারী, হাফেজ আবদুল হামিদ শাহ রজভী, মাওলানা আবদুল আউয়াল,মাওলানা মুহাম্মদ মহসীন, মোহাম্মদ লোকমান হাকিম, হাজী বাবুল আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাছের, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম বাবু, মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম মামুন, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন, মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান শহীদ, মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মুহাম্মদ সরওয়ার জামান চৌধুরী তারেক প্রমুখ।

হাজীপাড়া খলিলশাহ্ বাড়ী ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বায়েজিদ থানার অন্তর্গত পাঁচলাইশ ৩নং ওয়ার্ডের আওতাধীন হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা খলিলুর রহমান (রহ.) বাড়ী ইউনিট শাখার উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট হাজী চাঁন মিয়া সওদাগর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আওলাদে রসূল আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি ও আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)র ওরস মোবারক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। হাফেজ মাওলানা আহমদুর রহমান হক্কানীর সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা তারেকুল ইসলাম আলকাদেরী, প্রধান অতিথি ছিলেন পাঁচলাইশ ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটির সেক্রেটারি মুহাম্মদ মহিউদ্দিন খোকন, বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আবছার আলকাদেরী, মাওলানা রবিউল করিম আলকাদেরী, উপদেষ্টা এস.এম. বাহাদুর, এস.এম. আখতার হোসেন, এস.এম. রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ শাহজাহান, উপদেষ্টা ডা. মুহাম্মদ ইদ্রিস ও মুহাম্মদ আবুল কাসেম লেদু। আরো উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ হাসনাত, মুহাম্মদ আরমান, মুহাম্মদ এনাম, মুহাম্মদ আবু নোমান, মুহাম্মদ আরাফাত, মুহাম্মদ মোরশেদ, মুহাম্মদ ফাহিম, মুহাম্মদ আনিস, মুহাম্মদ আয়েছ, মুহাম্মদ মিরাজ, মুহাম্মদ শওকত, মুহাম্মদ ফরহাদ, মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সাকিব, মুহাম্মদ হৃদয়, মুহাম্মদ ইমন, নিজাম উদ্দিন টিপু, মুহাম্মদ আসিফাত হোসেন, রায়হান, রুবেল, আমজাদ, মন্টু, ফকরুল ইসলাম, রুবেল হোসেন, ও মাহিন।

গাউসিয়া কমিটি লতিফপুর ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানার আওতাধীন লতিফপুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট পাকা রাস্তার মাথা মদনী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় ও ওয়ার্ড সভাপতি মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়ার সভাপতিত্বে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মদনী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী, বিশেষ অতিথি ছিলেন পাহাড়তলী থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ মাসুদ, সহ সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ, মদনী জামে মসজিদের সাধারণ

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

সম্পাদক মুহাম্মদ আজম খান, হাফেজ মুহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, মুহাম্মদ তৌহিদ আজম সাজ্জাদ, মুহাম্মদ আলী, ইব্রাহীম শাকিল, ইকবাল হোসেন রুবেল, মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, মুহাম্মদ তানভীর প্রমুখ।

চরকানাই ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পশ্চিম পটিয়া শাখার আওতাধীন হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের চরকানাই ৫নং ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব চরকানাই ফোরকানিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে আহলে বায়তে রসূল স্মরণে মাহফিল ও গাউসে জমান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)র সালানা ওরস মোবারক মুহাম্মদ নাসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সেক্রেটারি রউফুর রহমান আজাদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব মাহবুবুল হক খাঁন, প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি পশ্চিম পটিয়া শাখার সভাপতি আলহাজ্ব সগীর চৌধুরী। প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন আল্লামা গাজী আবুল কালাম বয়ানী, বিশেষ ওয়ায়েজ ছিলেন মাওলানা বাকের আনসারী। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি পশ্চিম পটিয়া শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব ফারুক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা এয়াকুব আলী, প্রকাশনা সম্পাদক নুর সোবহান চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুর উদ্দীন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহজাদা ইদ্রিস চৌধুরী সেলিম, ইউনিয়ন উপদেষ্টা মাস্টার মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, ইউনিয়ন সভাপতি মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী, সেক্রেটারি মীর মুহাম্মদ ইমরান, যুগ্ম সম্পাদক বেলাল হোসেন, অর্থ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি ছনহারা ওয়ার্ড শাখা

উত্তর ছনহারা খানকা-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়া ও গাউসিয়া কমিটি পটিয়া ছনহারা ওয়ার্ড শাখার ব্যবস্থাপনায় গাউসে জামান আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সালানা ওরস মোবারক ও পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল গত ২১ সেপ্টেম্বর কাজী আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দীন সবুর, প্রধান বক্তা ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবদুর রশিদ দৌলতী, বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলার সহ সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ মাস্টার, দক্ষিণ জেলার সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ, পটিয়া উপজেলা সভাপতি মাহবুবুল আলম এম.কম. সহ সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম, প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা সরোয়ার কামাল আলকাদেরী, বিশেষ ওয়ায়েজ ছিলেন মাওলানা ইউসুফ জিলানী ও মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন ছনহরা ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জোফর আলী, আনোয়ার উদ্দিন, হারুন মাস্টার, নুর মুহাম্মদ বদি, মুহাম্মদ আহমদ নুর, মুহাম্মদ নুরুল হক সওদাগর, শহিদুল আলম সওদাগর, ছৈয়দ হোসেন মুন্সি, মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, শফিউর রহমান, আবদুর রহিম দৌলতী, আবদুর রশিদ সিকদার, মুহাম্মদ মাইদুল হক, মুহাম্মদ ইউনুছ, মুহাম্মদ মুরাদ রাব্বি, হাসান সাগর, মুহাম্মদ সোলায়মান, মুহাম্মদ মিজান, আবদুল শুক্কুর, মুহাম্মদ জুয়েল, মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন প্রমুখ।

শ্রীপুর মাদরাসা-এ গাউসিয়া তাহেরিয়া

বোয়ালখালী শ্রীপুরস্থ মাদরাসা এ গাউসিয়া তাহেরিয়া সুন্নীয়ায় গাউসে জামান হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ)'র সালানা ওরস মোবারক মাদরাসা হলে অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসার সুপার আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন আলকাদেরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাদরাসার সেক্রেটারি আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ ইদ্রিস বি.কম। আরো উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ মানিক সওদাগর, কাউসার আলম প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন মাদরাসার সহ সুপার মাওলানা আব্দুল আজিজ, মাওলানা মোশারফ হোসেন, মাওলানা শফিউল আলম, মাওলানা সোহাইল আজাদ, মাস্টার বেলাল উদ্দীন, আরিফুল মতিন নাছের, পারভেজ খাঁন, রবিউল হোসেন নয়ন, মাদরাসার সাবেক ছাত্র সাহাব উদ্দীন, আবু তৈয়্যব, হাবীব, কামরুল, রহিম, করিম ও ওমর ফারুক।

গাউসিয়া কমিটি আহলা করলডেঙ্গা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালখালী উপজেলার ১০নং আহলা শাখা ও তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদ পরিচালনা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ১০ দিন ব্যাপী শোহাদায়ে কারবালা মাহফিলের সমাপনী দিবস মাওলানা নুরুল গণির

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

সভাপতিত্বে গত ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধক ছিলেন আহলা করলডেঙ্গা ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ আজিজুল হক মেম্বার, প্রধান মেহমান ছিলেন আলহাজ্ব শাহ্ আলম আলকাদেরী। বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম রহিমি আল ক্বাদেরী, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন আলকাদেরী, মাওলানা মহিউদ্দিন আলক্বাদেরী, মাওলানা ইসমাইল আশরাফী, মাওলানা জসীম উদ্দিন আলকাদেরী, মাওলানা সাজ্জাদ হোসেন আলক্বাদেরী, মাওলানা আব্দুল্লাহ্ আল মামুন ক্বাদেরী, মাওলানা খোরশেদ আলম আলকাদেরী, মাওলানা রেজাউল করিম আলকাদেরী, বিশেষ মেহমান ছিলেন মুহাম্মদ সোলায়মান তালুকদার মেম্বার, নুর হোসেন মেম্বার, আবুল বশর, আতাউর রহমান মাস্টার, সাইফুদ্দিন মাস্টার ও আবুল মনসুর প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি পতেঙ্গা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পতেঙ্গা থানার কোনার দোকান ইউনিট শাখার উদ্যোগে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে ২দিনব্যাপী নূরানী মাহফিল হযরত ওসমান গণি জিন্নুরাইন (রহ.) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিবসে প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা গাজী আবুল কালাম বয়ানী, বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা মনিরুল হাসান আলকাদেরী, মাওলানা রবিউল আলম আলকাদেরী, উদ্বোধক ছিলেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্ব সালেহ আহমদ চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন ক্যাপ্টেন (অব). নুর বক্স। ২য় দিবসে প্রধান আলোচক ছিলেন আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফী, বিশেষ বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা শাহাদত হোসেন আলকাদেরী, মাওলানা মাসউদ আলম আলকাদেরী, উদ্বোধক ছিলেন মাওলানা সৈয়দুল আলম আলকাদেরী, সভাপতিত্ব করেন হাজী সামশুল আলম। মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, হাফেজ মাওলানা আলী আকবর, মাওলানা মাহবুবুল আলম। উপস্থিত ছিলেন ওয়াহিদুল আলম চৌধুরী, হাজী আকরাম হোসেন, আবুল কালাম সওদাগর, আলী ওসমান, মুসলিম চৌধুরী, আলমগীর আলম (আঙ্কুর), গোলাম মোস্তফা, জয়নাল আবেদীন, সালাউদ্দিন, নুরুল আবছার, আবদুস সালাম, রুবেল সাহাব উদ্দিন, তাকের, সাজু, সাদেক হোসেন, মোহাম্মদ ইউছুফ, মোহাম্মদ সেলিম, সালাউদ্দিন, আবু বকর প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি খরনদ্বীপ ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালখালী ৮নং শ্রীপুর খরনদ্বীপ ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় শ্রীপুর গাজী শেরে বাংলা (রহ.) স্মৃতি মিলনায়তনে গাউসিয়া কমিটি ৮নং শ্রীপুর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মাওলানা আবু সাহেদ কাদেরীর সভাপতিত্বে দাওয়াতে খায়র মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুজিবুর রহমানের পরিচালনায় মাহফিলে উদ্বোধক ছিলেন শেখ মুহাম্মদ ফোরকান কাদেরী, প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বোয়ালখালী উপজেলা সভাপতি আলহাজ নুরুল ইসলাম মুন্সি। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মমতাজুল ইসলাম। প্রধান আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বোয়ালখালী শাখার দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম কাদেরী।

গাউসিয়া কমিটি রাউজান সুলতানপুর উত্তর

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান সুলতানপুর (উত্তর) শাখার উদ্যোগে পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে ও হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রাঃ)'র সালানা ওরশ মোবারক উপলক্ষে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল গত ২৯ সেপ্টেম্বর খানকা সম্মুখস্থ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সুলতানপুর উত্তর শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব আবু বকর চৌধুরী'র সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি রাউজান উপজেলা (উত্তর) শাখার সভাপতি হযরতুলহাজ্ব আল্লামা অধ্যক্ষ ইলিয়াছ নুরী। উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি সুলতানপুর (উত্তর) শাখার সভাপতি আলহাজ্ব আবদুল্লাহ হিল কাফি। আলোচক ছিলেন আল্লামা সেকান্দর হোসাইন আলকাদেরী, আল্লামা সাইফুর রহমান ফারুকী, মাওলানা এম এ মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি সুলতানপুর উত্তর শাখার প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব ওসমান গণি চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান, গাউসিয়া কমিটি সুলতানপুর দক্ষিন শাখার সভাপতি নুরুল আমিন সওদাগর, মাওলানা জসিম উদ্দীন। সংবর্ধিত হাজীবৃন্দ আলহাজ্ব ইলিয়াছ চৌধুরী, আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব আজিজ উদ্দিন, আলহাজ্ব আবু নাসের চৌধুরী, আলহাজ্ব সৈয়্যদ শফিকুল হক, আলহাজ্ব

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

সুফী জাফর আহমদ। সুলতানপুর (উত্তর) শাখার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহেদুল আলম ক্বাদেরীর সঞ্চালনায় এতে আরো উপস্থিত ছিলেন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ নোমান, মাওলানা মুহাম্মদ জানে আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ এয়াকুব মিয়া চৌধুরী, মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ শওকত হোসাইন, আলহাজ্ব নাহিম উদ্দীন খোকন, আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম মুন্সি, কাজী আশেকুল ইসলাম, এম এ রায়হান, জয়নুল আবেদীন, রাশেদুল আলম, মঈন উদ্দীন, সাহেদ হোসেন, তৌহিদুল আলম, হাফেজ জোনাইদ, তৌহিদুর রহমান, এরশাদ, আরজু, রায়হান, প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, হাটহাজারী উপজেলার ১০ নম্বর উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা স্মরণ ও আওলাদে রাসূল আল্লামা তৈয়্যব শাহ (রহ.)'র সালানা ওরশ মোবারক ২৯ সেপ্টেম্বর চৌধুরীবাড়ী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি আল্লামা সৈয়্যদ পেয়ার মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার।

সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জামশেদ এর সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদাসার মুহাদ্দিস আল্লামা জসিম উদ্দিন আযহারী। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন আল্লামা কাজী হারুন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী পূর্ব থানার সভাপতি গাজী মুহাম্মদ লোকমান, সাধারণ সম্পাদক ব্যাংকার জসিম উদ্দিন, সহ-সভাপতি সেকান্দর হোসেন মাস্টার, সহ-সভাপতি সৈয়্যদ মোহাম্মদ মিয়া সওদাগর, সহ অর্থ সম্পাদক আরশাদ চৌধুরী, সহ সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা শাহজান, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক আব্দুল্লাহ শাহ, ১০ নং উত্তর মাদার্শা শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি এমদাদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাস্টার এনামুল হক, সালাউদ্দিন বাবর, ফয়েজুল বারী, ইয়াসির আরফাত, এস এম সাহেদ, জাহিদ হাসান, মেহেদী হাসান, আবুল হোসেন কোম্পানী, রহমত উল্লাহ মাষ্টার, জয়নাল আবেদীন জাবেদ, সালমান, সাজ্জাদ হোসেন, মহিউদ্দিন খোকন, মোহাম্মদ হাসান, রিয়াদ প্রমুখ। মাহফিলে নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া (দরসে নেযামী) কমপ্লেক্স

কালুরঘাটস্থ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া দরসে নেযামী মাদরাসা ময়দানে পবিত্র আহলে বায়তে রাসুল (দ:) স্মরণে শাহাদাতে কারবালা মাহফিল ও গাউসে জামান হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর সালানা ওরস মোবারক আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী কাজী শামসুন নুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক এড. মোসাহেব উদ্দীন বখতিয়ার। প্রধান ওয়ায়েজের তকরির ও আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী। মাদরাসার সেক্রেটারী আলহাজ্ব শামসুদ্দীন খান ও এডিশনাল সেক্রাটারী আশেক রসুল খান বাবু শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুরশেদুল কাদেরী, মাওলানা গিয়াস উদ্দীন কাদেরী, মাওলানা হাফেজ শাহীদুল হক, মাওলানা সাদ্দাম হোসেন, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ফোরকান রব্বানী, মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস, মাওলানা হাফেজ আরিফুল হক, মাদরাসা পরিচালনা পরিষদ সহ-সম্পাদক মুহাম্মদ লোকমান, মুহাম্মদ মুসা সোলাইমান, অর্থ-সম্পাদক আলী আকবর, হাজী শফি, জাহেদুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি মোহরা ও চান্দগাঁও থানার নেতৃবৃন্দ।

গাউসিয়া কমিটি জহুর মার্কেট ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ জহুর মার্কেট ইউনিটের উদ্যোগে পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা ও আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ওরস উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হাজী জাগির হোসেন। আলহাজ্ব জালাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় উদ্বোধক ছিলেন মহানগর গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আলহাজ্ব সালামত উল্লাহ্, প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

সম্পাদক আলহাজ্ব সাদেক হোসেন পাপ্পু, প্রধান আলোচক ছিলেন মহানগর গাউসিয়া কমিটির দাওয়াতে খায়র সম্পাদক আল্লামা সৈয়দ জালার উদ্দিন আযহারী, বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা নুর হোসাইন আলকাদেরী, মাওলানা নুরুল হক আলকাদেরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর গাউসিয়া কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব হাফেজ আজহারুল আজাদ, সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা হারুনুর রশিদ চৌধুরী, আলহাজ্ব আবুল হাশেম, আব্দুল আলম আব্দুল্লাহ্, আলহাজ্ব আহমদ কবির, আলহাজ্ব ফজলুল কবির, মোহাম্মদ মহসিন, মাহমুদুল হক, মউদ্দিন, মাহবুবুল আলম, শহিদুল আলম, জাকারিয়া, শহিদুল্লাহ্, মোজাম্মেল হক, জামাল উদ্দিন, ফেরদৌস আলম, জামাল উদ্দিন, শামশুল আলম, আলি নুর মানিক, মুহাম্মদ সুমন, গোলাম মোস্তফা জাকির প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি কধুরখীল শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কধুরখীল ইউনিয়ন শাখা ও খানকাহ্-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়ার ব্যবস্থাপনায় ইয়া রাসুলাল্লাহ (দ.) কনফারেন্সে বক্তারা বলেন, হোসাইনী আদর্শালোকে গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সুচিত সংস্কার কর্ম চিরদিন বিশ্বমানবতাকে সৎ পথের দিশা দেবে মত ব্যক্ত করে মুসলিম মিল্লাতকে হুজুর কেবলার আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। গত ২৫ সেপ্টেম্বর কধুরখীল খান্কা শরীফে অনুষ্ঠিত মাহফিলে শোহাদায়ে কারবালা, গাউসে জামান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রহঃ)'র ওরছ মোবারক ও বোয়ালখালী উপজেলা গাউসিয়া কমিটির উপদেষ্টা আলহাজ্ব অলি আহমদ খতিবীর ১৫তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে ইয়া রাসুলাল্লাহ (দ.) কনফারেন্সে বক্তারা উপরোক্ত আহ্বান জানান। বোয়ালখালী উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুদ দৌল্লাহ খতিবীর সভাপতিত্বে কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সি. ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শায়খুল হাদিস শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী। অনুষ্ঠানে জামেয়া'র অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ অসিয়র রহমান বিশেষ আলোচক ও আনজুমান ট্রাস্ট'র জয়েন্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম এ ওহাব, আনজুমান সদস্য ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ কমরুদ্দিন সবুর, চট্টগ্রাম মহানগর গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব সাদেক হোসেন পাপ্পু, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাজী মুহাম্মদ লোকমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মোহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় সম্মানিত আলোচক ও অতিথি ছিলেন সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা সৈয়দ জালাল উদ্দিন আল আজহারী, পূর্ব বাকলিয়াস্থ আহমদিয়া করিমিয়া ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ খোরশিদ আলম, আরবি প্রভাষক মাওলানা কফিল উদ্দিন কাদেরী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ নেজাবত আলী বাবুল, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টার, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ সালাউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনসুর, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহমদ, বোয়ালখালী উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মুন্সি, সহ-সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক এসএম মমতাজুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল কবির, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ শাহেদুল আলম কাদেরী, সহ-দাওয়াতে খায়র সম্পাদক সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসমাইল সিকদার, বোয়ালখালী পৌরসভা গাউসিয়া কমিটির সি. সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলম খান, কধুরখীল ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আহমদ নবী সওদাগর, মাওলানা মুহাম্মদ শফিউল আলম, মুহাম্মদ বদরুদোজ্জা, মুহাম্মদ ইমরান কাদেরী প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি কুতুবদিয়া শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কুতুবদিয়া থানার আলী আকবর ডেইল ৬নং ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে ছৈয়দ আব্দুল কাদের (র:) চৌধুরী পাড়া জামে মসজিদে শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মুহাম্মদ একরামুল হক ছিদ্দিকী, প্রধান আলোচক ছিলেন কাজী মাওলানা আবুল আনছার মুহাম্মদ শোয়াইব ছিদ্দিকী, বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা আসহাব উদ্দিন আল-ক্বাদেরী, মাওলানা

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

শামসুল আলম আল-ক্বাদেরী। ২য় দিনে সভাপতিত্ব করেন কুতুব আউলিয়া সুন্নীয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার কাজী মাওলানা আবুল আনছার মুহাম্মদ শোয়াইব ছিদ্দিকী, প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা ইসমত আলী আল-ক্বাদেরী, বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা শামসুল আলম আল-ক্বাদেরী, মাওলানা আসহাব উদ্দিন আল-ক্বাদেরী।

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে গাউসে জামান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ওরস মোবারক উদযাপন উপলক্ষে আজিমুশ্‌শান নূরানী সুন্নী মাহফিল সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব ইদ্রিস মুহাম্মদ নুরুল হুদার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আব্দুল আলী জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান আলোচক ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রেজভী। বিশেষ আলোচক ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সোলায়মান আল হাসানী। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মুহাম্মদ আইয়ুব, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজান, আলহাজ্ব ডা. মীর মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মুহাম্মদ ইউসুফ সওদাগর, মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, মুহাম্মদ মুছা, মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, মুহাম্মদ ইউসুফ, মুহাম্মদ এনামুল হক কাদেরী, কে.এম. নুর উদ্দিন চৌধুরী, হামিদুল ইসলাম হাবিব, মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন, নাঈমুল হাসান তানভীর, কামাল আহমেদ মজু, মুহাম্মদ মিজান উদ্দিন, মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, কাজী মুহাম্মদ রবিউল হোসেন রানা, মুহাম্মদ জয়নাল, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, নুর আহমদ জনি প্রমুখ।

বলুয়ার দিঘীর পাড়স্থ খান্‌কা শরীফে ৪০তম ওরছ মোবারকের স্মারক আলোচনায় বক্তারা

দ্বীন-মাযহাব ও মানবসেবায় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী

গত ৩০ সেপ্টেম্বর নগরীর বলুয়ার দীঘি পাড়স্থ খানক্বা-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় আওলাদে রাসুল গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রধান খলিফা, আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল-কাদেরী (রহ.)'র ৪০তম সালনা ওফাত বার্ষিকী স্মারক আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ সওদাগর আল কাদেরী (রহ.) তৎকালীন সময়ের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি আপন পীর মুর্শিদের নির্দেশনার প্রতি নিবেদিত ছিলেন বিধায় একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। দরবারে আলিয়ায়ে কাদেরীয়া, জামেয়া ও আনজুমানের খেদমতকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে নেয়ার কারণে তিনি গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)র প্রধান খলিফা হিসেবে "আল-কাদেরী" উপাধী লাভ করেন।

অন্য বক্তারা আরো বলেন, প্রকৃত পক্ষে কুতুবুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) ও গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সংস্পর্শে মরহুম আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী (রহ.) ইনসানে কামেলে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর বিনয় খেদমত ও শিষ্টাচার সকলের কাছে আজো পরম অনুকরণীয় আদর্শ উল্লেখ করে বক্তারা তাঁর জীবন চর্চার মাধ্যমে বর্তমান সমাজে শান্তির বারতা আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন। ত্বরিকত হলো সৃষ্টির সেবার নাম। প্রকৃত অর্থে ত্বরিকতে তারাই সফলকাম হয়েছেন যারা সেবাকে ব্রত হিসেবে নিতে সক্ষম হয়েছেন। শাহান শাহে সিরিকোট (রাঃ)'র হাতে বায়াত গ্রহণ করে, যে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি দ্বীন ও মানুষের সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন তাদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল কাদেরী। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সনে চালু হওয়া সর্বপ্রথম জসনে জুলুছ তাঁর নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি মারকাজ চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা সহ বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সূচনাতে তাঁর অবদান ছিল অনন্য।

ওফাত বার্ষিকী স্মারক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলহাজ্ব প্রফেসর কাজী মুহাম্মদ শামসুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান। প্রধান আলোচক ছিলেন আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী। বক্তব্য রাখেন আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, আল্লামা হাফেজ আনিসুজ্জামান। পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে রহমানিয়া

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। বিশেষ মেহমান ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এডিশনাল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ শামসুউদ্দিন, এসিট্যান্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব এস এম গিয়াস উদ্দিন শাকের, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, আনজুমান ট্রাস্ট'র সদস্য আলহাজ্ব শরফউদ্দিন মোহাম্মদ শাহীন, ওয়েষ্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, রাজনীতিবিদ চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন, সুবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা হারুনুর রশিদ, জামেয়ার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুবুল হক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মাহবুব এলাহী সিকদার, মহানগরে সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব সাদেক হোসেন পাপ্পু, সাদান বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র অধ্যাপক মাওলানা সৈয়্যদ জালাল উদ্দিন আজহারি, ড. মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রেজভী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার প্রভাষক মাওলানা সাইফুদ্দিন খালেদ আল আযহারী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. সাইফুল আলম, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম, জামেয়ার প্রভাষক মাওলানা জসমি উদ্দিন আল কাদেরী, মাওলানা নঈমুল হক নঈমী, মাওলানা আবু নওশাদ নঈমী, ঢাকা মহানগর গাউসিয়া কমিটি'র সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল মালেক বুলবুল, ঢাকা মহানগর গাউসিয়া কমিটি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হোসেন, ঢাকা খিলগাও তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সভাপতি মুহাম্মদ হযরত আলী, কায়েৎটুলী খানকাহ্ সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ার সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাসেম, দৈনিক পূর্বদেশ'র সহ-সম্পাদক অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, চট্টগ্রাম মহানগর গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনছুর।

জামেয়া পরিদর্শনে আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদল

এশিয়াখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া পরিদর্শন করেন বিশ্বের প্রাচীনতম মিশর আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক প্রতিনিধিদল। পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ মিজানুর রহমানের তত্ত্বাবধানে প্রতিনিধিদল জামেয়ায় পৌঁছলে তাদের স্বাগত জানান আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। প্রফেসর ড. আল্লামা সৈয়্যদ ওসামা ইয়াসিনের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের প্রতিনিধি দল জামেয়ার এ্যাসেম্বলিতে অংশ নেন। প্রতিনিধিদল জামেয়ার ভৌত অবকাঠামো, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও পাঠদান ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা ভবিষ্যতে জামেয়ার সাথে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক আরো বেশি গভীরতর হবে বলে মত ব্যক্ত করেন। দ্বীন-মাযহাব ও আক্বিদাগত সম্পর্কের সাথে সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শালোকে সূফীতাত্ত্বিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ও আল আযহার শরীফ যৌথ ভাবে কাজ করবে এতে করে বিশ্বব্যাপী শান্তি -নিরাপত্তা এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞাময় ভবিষ্যতের হাতছানি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দলের সম্মানে আনজুমান ট্রাস্ট, জামেয়া পরিচালনা পর্ষদ এবং শিক্ষক মন্ডলীর উপস্থিতিতে সংবর্ধনার জবাবে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেন। আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রফেসর ড. আব্দুদ দায়েম মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, প্রফেসর সৈয়্যদ ওয়ায়েল মাহমুদ , প্রফেসর সৈয়্যদ ড. ইব্রাহিম, প্রফেসর ড. আব্দুল গণি মুহাম্মদ ইব্রাহিম, প্রফেসর আল্লামা আব্দুর রহমান মুহাম্মদ মুসা, প্রফেসর ড. ইসমাইল মুহাম্মদ আলী, প্রফেসর আল হুসাইন আব্দুল নঈম, সৈয়্যদা সুরাইয়া মুহাম্মদ আজীজ, সৈয়্যদা শাইমা বাহজাত, প্রফেসর দবী জাহদী প্রমুখ। সভায় বক্তব্য রাখেন পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, আনজুমান ট্রাস্টের সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, জামেয়া পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর আলহাজ্ব মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত ছিলেন এডিশনাল সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামসুদ্দিন, জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাাজুল হক, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি এস,এম, গিয়াস উদ্দিন সাকের, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী মুহাম্মদ শামসুর রহমান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, ঢাকা ক্বাদেরীয়া

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

তৈয়্যবিয়া আলিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, ড. মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আযহারী। জামেয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান ও জামেয়ার প্রাক্তন ছাত্র ,সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আল আযহারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মুনাজাত পরিচালনা করেন জামেয়ার শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী। অতিথিদের ৩০ পারা দরূদ শরীফ গ্রন্থ মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (দ.)সহ অন্যান্য সাহিত্য-প্রকাশনা ও উপহার সামগ্রী হস্তান্তর করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার উপাধ্যক্ষ ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী, মুফতি আল্লামা কাযী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, মুহাদ্দিস আল্লামা সৈয়্যদ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, মুহাদ্দিস আল্লামা আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ আল আযহারী, মাওলানা জিয়াউল হক, মাওলানা হামেদ রেযা নঈমী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষান্তে মিলাদ কিয়াম পরিচালনা করেন জামেয়া ও আল আযহারের প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মোস্তফা রাহীম আল আযহারী।

ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর আল-আযহার গ্রেজুয়েটসের বাংলাদেশ চ্যাপ্টার গঠিত

প্রাচীন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বাংলাদেশের সুন্নি, সুফি, ইসলামিক স্কলারদের সম্পর্ক স্থাপনে ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর আল-আযহার গ্রেজুয়েটস গঠন করা হয়। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল সংস্থা হিসেবে এটি বিশ্বের প্রায় ৫০টির ও অধিক রাষ্ট্রে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ চ্যাপ্টার গঠনে পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সুফি ব্যক্তিত্ব আলহাজ সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমানকে এই সংস্থার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে একটি পরিষদ গঠন করা হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে সংস্থাটি স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ১৩ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল। এ প্রতিনিধি দলকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে মিসরের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ইসলামিক স্কলার গ্রান্ড ঈমাম ইমামুল আকবর ড. আহমেদ আল তৈয়ব এ দেশে প্রেরণ করেন।প্রতিনিধিদল আলহাজ সুফি মিজানুর রহমানসহ নবগঠিত পরিষদকে অভিনন্দন জানান ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন। দলটি এদেশের সাথে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেতুবন্ধন সূচনা হলো বলে উল্লেখ করেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইব্রাহিম সালাহ হুদ হুদ, ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর আল-আযহার গ্রেজুয়েটস এর ভাইস চেয়ারম্যান ওসামা এয়াসিন ও মহাসচিব প্রফেসর ড. আবদু দায়েম, এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার অয়াল মাহমুদ, বিশ্ববিদ্যালয়টির ডিন ড. আদদুল ফাত্তাহ, শাইখুল আযহার এর এডভাইজার সাবেক রাষ্ট্রদূত আদুর রহমান মুসা।

প্রবীণ শিক্ষক মাওলানা জালাল আহমদের বিদায় সংবর্ধনা

রাউজান দারুল ইসলাম কামিল মাদরাসার প্রবীণ শিক্ষক জালাল আহমদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১০ সেপ্টেম্বর মাদরাসা হলে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও আনজুমান ট্রাস্টের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স সেক্রেটারি অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান, তিনি বলেন বিদায়ী শিক্ষক জালাল আহমদ পাঠদানে যেমন নিবেদিত ছিলেন তেমনি মাদরাসার যাবতীয় কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আওলাদে রসুল হযরত আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির মুরীদ হয়ে সুদীর্ঘ ৪২ বছর শিক্ষকতা করার পাশাপাশি সিলসিলার যাবতীয় কর্মকান্ড আনজাম দিয়ে এ তরিকার প্রচার-প্রসারে সমগ্র এলাকায় ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তিনি সকলের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবেন। অধ্যক্ষ মাওলানা রফিক আহমদ ওসমানী বিদায়ী শিক্ষককে মাল্যভূষিত করেন। উপাধ্যক্ষ মাওলানা মারেফাতুন নুর ক্রেস্ট প্রদান করেন। শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেক শ্রেণীর পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষক শামসুল আলম হেলালী ও উপাধ্যক্ষ মারেফাতুন নুর। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আলহাজ্ব কাজী মুজিবুর রহমান, আলহাজ্ব কামাল উদ্দিন চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

শোক সংবাদ

মুহাম্মদ তাহের সর্দার

কোতোয়ালী থানা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি শিক্ষানুরাগী সমাজসেবক মুহাম্মদ তাহের সর্দার গত ১৪ সেপ্টেম্বর ইনতেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়েসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন স্থানীয় চুল মুবারক মসজিদে তার নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড.মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, মহানগর গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আবুল মনছুর, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদেক হোসেন পাপ্পু, সহ সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব খায়ের মুহাম্মদ, আলহাজ্ব ছাবের আহমদ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

মুহাম্মদ সাহাব উদ্দীন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কুতুবদিয়া থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম কুদ্দুস হেলালীর ছোট ভাই মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন গত ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

তাঁর ইন্তেকালে গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ কুতুবদিয়া শাখার নেতৃবৃন্দ ছাবের আহমদ কোম্পানী, মাওলানা শফিউল আলম, মাওলানা হাফেজ ইউনুছ কুতুবী, মাওলানা হাছান কুতুবী, মাওলানা মুহাম্মদ একরামুল হক ছিদ্দিকী, প্রমুখ গভীর শোক প্রকাশ করেন ও তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মাহমুদা বেগম

চট্টগ্রাম মেহেদীবাগস্থ মেহেদী টাওয়ারের স্বত্ত্বাধিকারী আলহাজ্ব মরহুম মুহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরীর স্ত্রী আলহাজ্বা মাহমুদা বেগম গত ১ আগস্ট ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৬ পুত্র, ৭ কন্যা, নাতী-নাতনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান।

গত ২ আগস্ট বৃহস্পতিবার বাদে আসর নিজ বাড়ী নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার ঐতিহ্যবাহী মজুমদার বাড়ী (প্রকাশ সাহেব বাড়ী) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মরহুমার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমার সন্তান নিজাম উদ্দিন মাহমুদ 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার প্রতিষ্ঠাকালিন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ছিলেন। মরহুমার ওসীয়ত অনুসারে 'আনজুমান রিসার্চ সেন্টার-এর মহাপরিচালক, আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন।

উল্লেখ্য, তিনি পীরে তরিক্বত মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র একনিষ্ঠ মুরিদ ছিলেন।

জরিনা খাতুন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বায়েজিদ থানা শাখার সাবেক প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ ওসমান গণির মাতা জরিনা খাতুন গত ২২ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৯৫ বছর। পরদিন সকাল ১১টায় হাজী ফজলুর রহমান জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমার ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বায়েজিদ থানা শাখার নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

মুহাম্মদ আবু সৈয়দ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলার ১২নং চিকনদন্ডী ইউনিয়ন শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু সৈয়দ গত ৭ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।

গাউসিয়া কমিটি ১২নং চিকনদন্ডী ইউনিয়নও ১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল বশর, আলহাজ্ব কবির আহমদ কোম্পানী, মুহাম্মদ আবদুল মালেক, মুহাম্মদ সালামত আলী এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সংস্থা- সংগঠন সংবাদ

তরজুমান নিয়মাবলী

লেখা সংক্রান্ত

- প্রতি চাঁদের মাসের প্রথম সপ্তাহে তরজুমান প্রকাশিত হয়, কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নূন্যতম দেড়মাস পূর্বে তরজুমান অফিসে পৌঁছাতে হবে।
- এ পত্রিকার নীতিমালার আলোকে যে কোন লেখা পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের পূর্ণ ক্ষমতা সম্পাদকের রয়েছে।
- ইসলামিক আদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকে লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, প্রতিবেদন, গবেষণা ও নিবন্ধসমূহ তরজুমানে প্রকাশনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।
- সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় দু'লাইনের মাঝখানে ফাঁক রেখে লিখতে হবে। যাতে খালি জায়গায় প্রয়োজনবোধে লেখা সংযোজন বা পরিবর্তন করা যায়।
- ধারাবাহিক লেখার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি তরজুমান অফিসে পাঠাতে হবে এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ/ফটোকপি সাথে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে বিভাগের নাম উল্লেখ করে পাঠাতে হবে।
- ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয়।
- অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্য নয়।
- চলিত ভাষায় লেখা পাঠাতে হবে। লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয়ের মানই অগ্রগণ্য, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

গ্রাহক/এজেন্ট সংক্রান্ত

- মনি অর্ডার/ পে অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট'র মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করে যেকোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- ছয়মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক হওয়ার নিয়ম নেই।

বার্ষিক গ্রাহক হার

সডাক

বাংলাদেশ.....	ঃ ৩০০ টাকা
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান.	ঃ ৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্য.....	ঃ ১৫০০ টাকা
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা.....	ঃ ২০০০ টাকা

- দশ কপির কম এজেন্সি দেয়ার নিয়ম নেই।
- এজেন্ট হতে ইচ্ছুকদের কপি অনুযায়ী তিন মাসের টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
- এজেন্সি কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- মনি অর্ডার ফরমে গ্রাহক ও এজেন্টদের নাম, ঠিকানা বাংলায় সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে হবে।

বিজ্ঞাপন হার

প্রতি মাসে সাদা কালো		প্রতি মাসে রঙ্গিন	
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ ৫০০০ টাকা	ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ ১০,০০০ টাকা
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ ৩০০০ টাকা	ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ ৫০০০ টাকা
ভিতরের এক চতুর্থাংশ	ঃ ১৫০০ টাকা	ভিতরের এক চতুর্থাংশ	ঃ ৩০০০ টাকা

সম্মানিত প্রবাসী গ্রাহক/এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা
THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1669
RUPALI BANK LTD.
DEWANBAZAR BRANCH
DIDAR MARKET, DEWANBAZAR, CHITTAGONG

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ
সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ২৮৫৫৯৭৬

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

টেলিফোন ঃ (০০৮৮-০৩১) ৬২৪৩২২, e-mail : monthlytarjuman@yahoo.com,monthlytarjuman@gmail.com